

# সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়

অর্থাৎ

সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামির

অন্তরঙ্গ শিষ্য

শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামি প্রণীত

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ ।

—○—:~::~~:(○—

প্রকাশক

কাশীমবাজারাধিপতি

মহারাজ শ্রীযুত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় ।

সম্পাদক

শ্রীরাসবিহারি সাস্ব্যতীর্থ ।

কাশীমবাজার সত্যরত্ন যন্ত্রে

ত্ৰিললিতমোহন চৌধুরী

প্রিণ্টার দ্বারা মুদ্রিত ।

—○—

১৩১২ । শুভ বৈশাখ ৭

“नानाशास्त्र-कुतर्क-ककर्षधियां गर्वः समाचूर्णयन्  
श्रीमद्रूप-सनातनादि-वचनैः सारं समुत्थापयन् ।  
राधारूढ-रसार्णवञ्च मथनैर्गौरैन्दुमादर्शयन्  
नित्यानन्दरूपाभरो विजयते तं कृष्णदासं भूमः ॥”

# উৎসর্গঃ ।

—:0:—

লক্ষ্মীনারায়ণং বন্দে  
সর্বসিদ্ধিবিধায়িনং ।  
এত্বপ্রকাশকরণে  
যৎকৃপা সত্বলং মম ॥

ভগবন্ !

গ্রহোহ্নমর্পিতো ভক্ত্য।

ভবৎপাদান্তিকে ময়া ।

একান্তপ্রণতঃ শ্রীচরণসেবী দাসঃ

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দি দাসঃ ।



## গ্রন্থের পূর্বাভাস ।

অপ্রকাশিত প্রাচীন গ্রন্থাবলী প্রকাশ করাই মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের অভিপ্রায়, সেই প্রাচীন গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রথমতঃ এই—

সিদ্ধাস্তচন্দ্রোদয় প্রকাশিত হইল । বৈষ্ণব জগতের উজ্জলরত্ন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত মহাগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বৈষ্ণবসিদ্ধাস্তরত্নের খনি । সিদ্ধাস্তচন্দ্রোদয় ক্ষুদ্র হইলেও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সারসংগ্রহ । বাঁহারা চরিতামৃত গ্রন্থ আলোচনা করেন, এ গ্রন্থ খানি যে তাঁহাদের নিকট বিশেষ আদৃত হইবার বস্তু, তাহাতে অণুমান সন্দেহ নাই । ইহাতে নিত্যলীলা, কৃষ্ণ-গৌরতত্ত্ব, রাগভক্তি, নামমাহাত্ম্য ও বৈষ্ণবাচার প্রভৃতি যে কয়টি বিষয় সুন্দররূপে নিরূপিত হইয়াছে, তদৃষ্টে বোধ হয় যে, চৈতন্য-চরিতামৃত দেখিয়া বাঁহারা সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ দেখিয়া তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে সমর্থ হইবেন ।

আরও এক কথা । গ্রন্থকর্তা শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অতি অন্তরঙ্গ শিষ্য, সুতরাং তিনি যে কবিরাজ গোস্বামীর অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।

গ্রন্থখানি আদ্যস্ত মনোযোগে পাঠ করিলেই সকল মন্দ অবগত হইবেন, অতএব গ্রন্থক বাহুল্য না করিয়া গ্রন্থকর্তার ক্রিষ্ণিৎ পরিচয় দেওয়া সম্ভব মনে করি ।

মুর্শিদাবাদের সিরোভূষণ পরলোকগত ৯ আনন্দনারায়ণ মৈত্রেয় ভাগবতভূষণ মহাশয় নরোত্তমবিলাস গ্রন্থের শেষে “নরোত্তম বিলাস শেষ” নামে পয়ার ছন্দে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় সংগৃহীত করিয়াছেন, তদুপে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের জীবনী ও বৈষ্ণববর্গ হইতে অধিগত ঘটনাবলী অবলম্বন পূর্বক মুকুন্দের বিষয় লিখিত হইল।

চৈতন্যচরিতামৃতের রচনার শেষ শ্লোক এই :—

“শাকেহ্মিবিম্ববাণেন্দো জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।

সূর্য্যে হ্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রহোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥”

অগ্নি ৩। বিন্দু ০। বাণ ৫। ইন্দু ১। “অঙ্কশ্চ বামা গতিঃ” অঙ্কের গতি বাম দিকে, এই নিয়মে ১৫০৩ হয়। অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে ১৫০৩ শকাব্দে রবিবারে গুরুপঞ্চমীতে গ্রহ শেষ হয়। কৃষ্ণদাসের জীবনীতে বিস্তৃতভাবে নিরূপিত হইয়াছে যে, ১৪৯৪ শকাব্দে ৭৬ বৎসর বয়সে জরাতুর বৃদ্ধাবস্থায় কৃষ্ণদাস গ্রহ লিখিতে আরম্ভ করেন ; ১৫০৩ শকাব্দে অর্থাৎ ৯ বৎসরে, ৮৬ বৎসর বয়সে গ্রহ শেষ করেন। এ দিকে ভক্তদিগদর্শিনীতেও অবগত হওয়া যায় যে, ১৪১৮ শকাব্দে কৃষ্ণদাস জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৬ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৫০৪ শকাব্দে আশ্বিন মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডলীতে অন্তর্ধান করেন। ইহাতেও অধিক ইতর বিশেষ দেখা যায় না, মাস ধরিয়া গণিলে প্রায় ঠিক হয়।

মুকুন্দদাস যখন কৃষ্ণদাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন গুরুদেবের সেবা শুশ্রূষাই তাঁহার কর্তব্য কর্ম ছিল এবং অধ্যয়নাদিও শেষ করিয়াছিলেন, সেই সময় মুকুন্দদাসকে ন্যূনাধিক ৩৫ বৎসরের

লোক ধরিলে এবং কৃষ্ণদাসের জন্ম সময়ের হিসাবে, কম বেশী ১৪৫৩ শাকে মুকুন্দের জন্ম হয়।

মুকুন্দদাস পঞ্চালদেশীয় শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব, জাতি ব্রাহ্মণ। ইনি বিশেষ সদাচার ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কালক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া, অতিবৃদ্ধ কৃষ্ণদাসের সেবা শুশ্রূষায় বিশেষ মনোযোগী হন এবং কৃষ্ণদাসের দেহান্তর ঘটিলে, অতীব দুঃখের সহিত কালাতিপাত করিতে থাকেন। বহু দিন পর শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে পাইয়া মুকুন্দের গুণবিরহজনিত দুঃখের অনেক পরিমাণে হ্রাস হয়।

মুকুন্দদাস নিজে অনেক গুলি গীতাগ্রন্থ আরম্ভ করিয়া নিজের শেখাবস্থায় বিষ্ণুনাথ দ্বারা তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করেন। এই ব্যাপারের কিয়দিন পরেই মুকুন্দের নখর মানবদেহ অপ্রকট হয়।

শ্রীমদ্বহাগ্রন্থ নীলাচলক্ষেত্রে ব্রহ্মনাথদাস গোস্বামীকে যে গোবর্দ্ধন শিলা প্রদান করিয়াছিলেন, দাস গোস্বামীর অগ্রকটের পর কৃষ্ণদাস ঐ শিলার অর্চনা করিতেন, তৎপরে মুকুন্দদাস তাঁহার অর্চনভার গ্রহণ করেন। শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর কণ্ঠা বিষ্ণুপ্রিয়া বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিতেন, তিনি মুকুন্দের বার্ককাদশায় শুশ্রূষাদি করায় তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া গুরুপরম্পরালব্ধ গোবর্দ্ধনশিলা ঐ বিষ্ণুপ্রিয়াকে সমর্পণ করেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া আবার সময়ে সময়ে তাহা বিষ্ণুনাথকে অর্পণ করিতেন। উল্লিখিত প্রসিদ্ধ শিলা সম্প্রতি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোকুলানন্দ বিগ্রহের নিকট অবস্থিতি করিতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রেমময়ী

ছিলেন, শিলামধ্যে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেন, বস্তুতঃ উক্ত শিলার স্বভাবই এইরূপ। শ্রীযুত দাস গোস্বামীকেও ঐরূপে দর্শন প্রদান করিতেন। বাস্তবিক উৎকট চিন্তাপ্রবাহে বা মহাপ্রেমে কি না হইতে পারে।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, “মুকুন্দের ধর্মমত গোস্বামিপাদ-দিগের মতের বিপরীত ছিল, কৃষ্ণদাসের মতও সূতরাং তজ্জপ, কারণ তিনি গুরু, মুকুন্দ শিষ্য, এতৎ-সঙ্গী বলিয়া বিশ্বনাথের মতও কিছু অন্তরূপ”। এই অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কৃষ্ণদাস যদি গোস্বামিপথের বিপরীতই হইবেন, তবে তাঁহার গ্রন্থ জীবগোস্বামিপাদ প্রভৃতি আদরের সহিত কেন গ্রহণ করিবেন, আর আবহমান কাল বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে রাজ্য করিবে কেন? আরও বলি, যিনি সর্বশাস্ত্রের পারদর্শী, তাঁহার মত যে কুৎসিত, ইহা সর্বথা অসম্ভব। তবে এই বলিতে পারি যে, কৃষ্ণদাস যে, ভগবানের গুঢ়লীলা বিস্তার করিয়াছেন, তাহার পাঠের অধিকারী অতি বিবল। অনধিকারীর হস্তে গ্রন্থ পড়িয়াছে, তাহার উহার বিপরীত একটা মনগড়া অর্থ করিয়া গ্রন্থকর্তাকেও সেই দোষে ছষিত করিতেছে।

মুকুন্দের পূর্ববাস যদিও পঞ্চাল দেশে ছিল, তথাপি তিনি সিউড়ী-জেলার অন্তর্গত ছবরাজপুরে কিছু কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, কারণ ঐ স্থান মুকুন্দদাসের পাঠ বলিয়া অনেক বিশ্বাস করেন।

কতিপয় বাঙ্গলা পদ্য গ্রন্থ মুকুন্দপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সেই সকল গ্রন্থাবলী কিছু নিগূঢ়ার্থে পরিপূর্ণ। তাহার আপাততঃ প্রতীয়মান অর্থ লইয়া অনেক মতবৈধ ঘটিয়া থাকে। মুকুন্দের গ্রন্থাবলী এই :—

১—সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়। ২—অমৃত রত্নাবলী। ৩—রসতত্ত্বসার।



৪—রাগরত্নাবলী । ৫—আদ্যসার-তত্ত্বকারিকা । ৬—আনন্দ-  
রত্নাবলী । ৭—সাধ্যপ্রেম চন্দ্রিকা এবং ৮—উপাসনাবিন্দু ।

এই ৮ খানি গ্রন্থ আমি অবলোকন করিয়াছি । ইহা ভিন্ন  
অপর গ্রন্থ আছে কি না বলিতে পারি না । যদি কোন মহাত্মা  
অবগত থাকেন, অংমাকে জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব ।

উক্ত গ্রন্থ নিচয়ের মধ্যে, প্রথম সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় খানিই  
সুসিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ এবং বিশেষ প্রয়োজনীয়, এইজন্য ঐ খানিই  
প্রথমে প্রকাশিত হইল । বৈষ্ণবসাহিত্যে তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ ইহার  
প্রতি সদয় দৃষ্টি প্রদান করিলে আমরা পরম আপ্যায়িত হইব ।  
ইত্যলং বাহুল্যে ।

কাশীমবাজার রাজধানী ।

( মুর্শিদাবাদ )

১৩১২ । শুভ বৈশাখ

বিনীত—

শ্রীরাসবিহারি সাজ্জাতীর্থ ।



## সূচীপত্র ।

—০—

বিষয় ।

পৃষ্ঠা ।

১মে—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ । লীলাপুরুষোত্তম । বার্ষ- দেবাদি চতুর্বাংহের ধাম ও বিবরণ । প্রাভব বৈভবাদি ।	কপূ—ঊপূ
২য়ে—স্বর্ঘ্যের দৃষ্টান্তে ঈশ্বরের স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ, তাহার ভেদ, এতদ্বারা ব্রহ্মনিরূপণ, উক্ত রূপের ধাম ।	... চপূ—ঋপূ
৩য়ে—কৃষ্ণের জ্ঞান তদীয় শক্তির বিভূত্ব । কৃষ্ণের গণ, কৃষ্ণের শক্তি । হ্লাদিদ্বী আদি শক্তি । অন্তরঙ্গাদি শক্তিভেদ ।	ঋপূ—ঐপূ
৪র্থে—ভক্ত ও তাহার সাধারণ লক্ষণ । লোভ জন্ম রাগভক্তি । বাৎসল্য ভক্তি । গোপীদিগের অধিকার । সখা, বশোদা ও গোপীর দৈন্ত্র দ্বারা রাগভক্তি । পঞ্চ ভক্তের পঞ্চ গুণ ।	ঐপূ—তপূ
৫মে—ধামভেদ রতিভেদ । পরকীয়া । স্বকীয়া । ভিন্ন ভিন্ন ধামে মুগল মূর্তি । মহালক্ষ্মী ও তদংশ নিরূপণ ।	... ধপূ—নপূ
৬ষ্ঠে—আশ্রয়ালঙ্ঘন, সাধক ও সিদ্ধ ।	... ২—৩
সাধকাবস্থা ও প্রবর্তসাধক । আরোপ ।	... ৪—১৩
শ্রীকৃষ্ণের স্থানভেদ ও কুঞ্জনির্গম ।	... ১৫
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর কুঞ্জ ও সমঞ্জসা রতিলক্ষণ ।	... ১৬—১৭
সাধারণী রতি, রতিফল ও প্রাপ্তিনির্গম ।	... ১৮—২২
স্বকীয়া ও পরকীয়াতত্ত্ব এবং সংক্ষেপ ।	... ২৬—২৭
ভাবভক্ত্যাদি, প্রেম, প্রেমভক্তি ও উত্তমা ভক্তি ।	২৮—৩০
রাগাশ্রিক্য ও রাগামুগা ভক্তি ।	... ৩১
কিম ও সম্বন্ধরূপ, রাগভক্তি, কামামুগা ও তাহার ভেদ ।	৩২—৩৩

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
রাগবৈধী ও রাগামুগা ভক্তির অধিকারী । ...	৩৪—৩৬
রাগের বর্ণ, স্থায়ী ভাব, গোণ ভাব, সাত্বিক ভাব । ...	৩৭—৩৮
কিলকিঙ্কিত ভাব, ব্যভিচারী ভাব । ...	৩৯—৪০
বয়ঃসন্ধি ও শ্রীরাধার অঙ্গচিহ্ন । ...	৪১—৪৩
একাক্ষা ভক্তি ( পরীক্ষিত প্রভৃতি ) । ...	৪৪
অনেকাক্ষা ভক্তি ( অঘরীষাদি ) । ...	৪৫
উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভক্ত । ...	৪৬
গোপীমাহাত্ম্য । ...	৪৮
বস্তুতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব ও নিত্যলীলা । ...	৫২—৬৩
কৃষ্ণগৌর তত্ত্ব ও নামমাহাত্ম্য । ...	৬৩—৬৯
বৈষ্ণবমাহাত্ম্য ও মানবেশ্বর লক্ষণ । ...	৭৬—৮৪
সখীগণের ষোড়শ সেবা ও শক্তিতত্ত্ব । ...	৮৮—৮৯
বৈষ্ণবের কর্মকাণ্ড নিষেধ ও ত্রিবিধ ভিক্ষা । ...	৯২
বাদি নিরাস ( হরিভক্তের শ্রেষ্ঠতা ) । ...	৯৬
৭ম—রাজকন্যা ও রাজপুত্র, বেশ্যা ও পুণ্ডিছা, তারা ও চণ্ডীদাস, লছিমা ও বিদ্যাপতি, চিন্তামণি ও বিশ্বমঙ্গল, গরুড়প্রস্তু কৈবর্তিনী ও বিপ্র, এই সব বৃত্তান্ত দ্বারা প্রীতি নির্ণয় । ...	৯৯
৮ম—বিবিধ পদাবলী সহিত সন্তোগ ও বিপ্রলস্ত রস । ১২০—১২১	
প্রেমবৈচিত্র্য ও প্রবাস । ...	১২১
নয়কভেদ ও নায়িকাভেদ । ...	১২৩—১২৪
প্রত্যেক রসের গান, নটনাট্য, দুর্জয় মান, প্রাকৃত সন্তোগ, বিপরীত সন্তোগ ইত্যাদি । ...	১২৮—১৫৯
স্বপুষ্টি অর্থাৎ রসগত রাধার অবস্থা ও সখীগণের সেবা । ১৫৯—১৬০	

ବିଷୟ ।

ପୃଷ୍ଠା ।

ସୁନ୍ଦା, ମଧ୍ୟା, ଅଗଳତା ଓ ଚତୁଃଷ୍ଠି ରମ । ... ୧୬୦—୧୬୫

୧୧ମେ—ପ୍ରାତଃ, ବୈତର ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ନବ ପଦାର୍ଥ । ... ୧୬୫

୧୦ମେ—ଛାୟାଗୀତା ହରଣତୁଳ୍ୟ, 'ସୋଗମାୟା' କର୍ତ୍ତୃକ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋପନ, ବାସୁଦେବାଦିର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରେମବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରସେ ଉଦ୍ଭବ ସଂବାଦ, ଦ୍ଵାଦଶ ମାସିକ ଗୀତ ଓ ବ୍ରଜବାସୀର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପ ଗୋପୀର ମନେ ଧ୍ରମ ଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକଟ ଓ ଅପ୍ରକଟ ଭେଦେ ଯଥୁରାଗମନରାହିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ । ( ସୁନ୍ଦର ସିଂହାନ୍ତ ) । ... ୧୭୧

୧୧ଶେ—ମାତା, ପିତା, ପତି, ଶୁର, ସ୍ଵଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଡାଗ କରିଯାଉ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଗୌରଲୀଳାତେ ବ୍ରଜଭାବ ରକ୍ଷାର ଜନ୍ମ ଗୋପୀଗଣେର ଉତ୍କଳରୂପେ ଅବତାର । ଦେବାବିଷ୍ଟ ନଂଦୁହନେ ପ୍ରଭୁର ଭାର ଓ ଭକ୍ତେର ହୁଏତ ଏବଂ ରାଧାଭାବେର ବିରୋଧୀ ବଳିଆ ନଂଦଞ୍ଜ ଲୀଳା । ମହାଭାବେର ଲକ୍ଷଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ । 'ବାସୁଦେବ ଓ ନନ୍ଦାଦ୍ଵାଜ୍ଞେର' କାର୍ଯ୍ୟଭେଦ । ଅସ୍ଵୟ ଓ ବାତିରେକେ ଦିଶୁଥିବା । ଲୀଳାଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସାତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେ ପ୍ରଭୁର ଏକମନ୍ତେ ନୂତ । ... ୧୭୨—୧୮୨

୧୨ଶେ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁରରୂପେ କାମଗାୟତ୍ରୀ କାମବୀଜ ଦାନ କଲେ । ଠଗ, ଚୋର ଓ କାୟକଗଣ ବୈଷୟସଞ୍ଚାର ସଞ୍ଚିତ ହେଲା ଅନିତ୍ୟେ ନିତ୍ୟଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞାନଜ୍ଞାନିକେ ଧର୍ମରୂପେ ଅକ୍ଷୟ ବୁଝାଏ ଧନ ହରଣ କରେ । ଏହି ସକଳ ଲୋକେର ଅଧୋଗତି । କାମଗାୟତ୍ରୀର ସାଧନ । ସାଧକେର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧିଦେହେ ଲାଭ । କେବଳ ରମଣେଛାୟ ବିଧିମାର୍ଗେ କୃଷ୍ଣସେବୀର ଦ୍ଵାରକାତେ ମହିଷୀତ୍ଵ ଲାଭ । ନୈରାଗୀର ଜ୍ଞାନ ନିଷେଧ । ୧୯୦—୧୯୬

୧୩ଶେ—ପରୀକ୍ଷିତ, ଶ୍ରବ ଏବଂ ଅଗତ୍ୟାଶାପେ ଗଞ୍ଜେନ୍ଦ୍ରରୂପୀ ଇନ୍ଦ୍ରହାସ ରାଜା, ଇହାରା ମହେତୁ ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିର୍ହେତୁ ଭକ୍ତ । ଉକ୍ତ ଚାରି ଭକ୍ତେର ବିଷ୍ଣୁତ ଉପାଧାନ । ... ୧୯୬—୧୯୯

বিষয় ।

পৃষ্ঠা ।

কৃষ্ণ অর্থার্থ বলিয়া ব্রজবাসির সহিতও নির্হেতু । শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ,  
ভজনক্রিয়া, 'অনর্থনিবৃত্তি,' নিষ্ঠা, ক্রটি, আসক্তি, প্রীতি, ভাব,  
প্রেম, মেহ, মান, প্রণয় ও রাগের অর্থ কথন । এবং মহা-  
ভাব নিরূপণ । ... ২০০—২০১

১৪শে—শ্রীশ্রীজগন্নাথক্ষেত্রবাসী দৈত্যারি নামক কুস্তকার ভক্তের  
উপাখ্যান । জগন্নাথ ইহাকে ব্রাহ্মণরূপে স্বর্ণপাত্র প্রদান  
করেন, শ্রীক্ষেত্রের রাজা স্বর্ণপাত্র জন্ত পুস্তকগণকে শাসন করেন,  
প্রভুর স্বপ্নাদেশে কুস্তকারের গৃহে পাত্র লাভ হয়, ইহাতে ভক্তের  
মহিমাও প্রভুর ভক্তবৎসলতা সর্বত্র প্রচারিত হয় । ২০২—২০৬

১৫শে—মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দের বিবাহ । উদ্ধারগাদি বহু  
বহু ভক্তগণের আনন্দ । নিত্যানন্দের বংশপরম্পরা দ্বারা জগৎ  
উদ্ধার । ... ২০৭—২১০

১৬শে—শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিভৃত বাক্যালাপপ্রসঙ্গে অষ্টমধী ব্যতীত  
অন্য কান্তা সহ কৃষ্ণমিলনে শ্রীরাধার মান বর্ণন । রাধানাম মাহাত্ম্য,  
রাধানামে কৃষ্ণের মূর্ত্তা ও সখীগণ দ্বারা চৈতন্যলাভ, অভিমত্যা বা  
জ্ঞানান ঘোষের সহ বিবাহসম্বন্ধেও শ্রীরাধার পাতিব্রত্য ও পরকীর্য  
তত্ত্ব নিরূপণ । ... ২১৪—২২১

১৭শে—ভক্তিবিরোধি কৈতব ত্যাগ । নিজেকে কৃষ্ণ বোধ করিলে  
ঘোর নরক । পুরুষের জীভাব । সর্বদ্ব দিয়া সাধুপূজা । সমর্থ,  
সমঞ্জসা ও সাধারণীর ব্রজ, দ্বারকা ও মথুরাধাম প্রাপ্তি । আত্ম-  
সুখ রাহিত্য । ... ২২১—২২৫

১৮শে—শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, ও শ্রীশ্রীমহা-  
প্রভুর বন্দনা, আত্মদৈত্য, গ্রন্থের সমাপ্তি ও ফলশ্রুতি । ২২৫—২২৮

শ্রীশ্রীরাধানাথো জয়তি ।  
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ।

## সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয় ।

-:-0:-:-

### প্রথম প্রকরণং ।

১ । অথ স্বরূপবিচারঃ ।

বন্দে কন্তুরিকাং দেবীং কৃষ্ণাং প্রিয়বল্লভাং ।  
রত্যাদিগুণসংযোগাদ্রাধিকা-প্রিয়সঙ্গিনীং ॥ ১ ॥

স্বরূপ রূপ রঘুনাথ শ্রীসনাতন ।  
ভট্টবৃগ শ্রীল্লীব শ্রীগুরু গোসাঞিগণ ॥  
তা সভার পাদপদ্ম ধরি শির'গরি ।  
তা সভার গুণ গাই মনোবাঞ্ছা ভরি ॥  
জন্মে জন্মে প্রভু মোর কবিরাজ গোসাঞি ।  
তাঁহার তুলনা দিতে কিছুবনে নাই ॥

---

রত্যাদি গুণ সংযুক্ত থাকায় যিনি শ্রীরাধার প্রিয়সঙ্গিনী হইয়া-  
ছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বল্লভা কন্তুরী দেবীকে আমি বন্দনা  
করি ॥ ১ ॥

সৰ্ব্বজ্ঞ সৰ্ব্বতত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞশিরোমণি ।  
 শিলা জবীভূত হয় যার গুণ শুনি ॥  
 কুঞ্চলীলা গৌরলীলা একত্ব বর্ণন ।  
 চৈতন্যচরিতামৃতে গোসাঁঞির লিখন ॥  
 ভাবতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব রসতত্ত্ব আর । ...  
 ক্রমে ক্রমে লিখিয়াছেন করিয়া বিচার ॥  
 জ্ঞান, যোগ, বিধিভক্তি, রাগ-নিরূপণ ।  
 কাঁহ নাহি দেখি শুনি এমন বর্ণন ॥  
 হেন প্রভু মোর, মুঞি অতিভাগ্যবান্ ।  
 যার কৃপালেশে মোর হইল তত্ত্বজ্ঞান ॥  
 শূন্য বৃত্তি কোন লীলার না কৈল বিস্তার ।  
 আচার্য্যস্বভাব কাঁহ না কৈল প্রচার ॥  
 বিস্তারিয়া প্রচারিতে মোর চিন্ত হয় ।  
 অতএব লিখিব "সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়" ।  
 প্রকরণভেদ তাথে অষ্টাদশ নাম ।  
 ক্রমে ক্রমে সব তত্ত্বের করিব বিধান ॥  
 জয়াজয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-চরণ ।  
 জয়ানন্দতচন্দ্র জয় গৌরভক্তগণ ॥  
 সব শ্রোতা বৈষ্ণবের পায়ৈ নমস্কার ।  
 আশীৰ্ব্বাদ কর বাহ্য পুরুষ আমার ॥  
 কবিরাজ গোসাঁঞি মোর ক্ষম অপরাধ ।  
 কৃপাদৃষ্টি করি মোরে করহ প্রসাদ ॥  
 তব কৃপাতীর্থ গ্রহ জানিবার তরে ।  
 আশ্ববুদ্ধি হেতু কিছু লিখি অন্নাকরে ॥



ক্রমভঙ্গ পুনরুজ্জ্বলি এই ছই দোষ ।

এই ছই ক্ষমি মোরে করহ সন্তোষ ॥

কন্তুরীমঞ্জরী গাদিপদ করি সার ।

প্রথমে লিখিয়ে কব্বের স্বরূপবিচার ॥

বুদ্ধাবনে স্বরংরূপ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন ।

গোপমূর্তি মনোহর মুরলীবদন ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায় । ৩০ ।

বেণুং কণন্তমরবিন্দদলয়তাক্ষং

বর্হাবতংসমসিতাম্বুজমুন্দরাক্ষং ।

কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২ ॥

সেই কব্ব রাধিকার'হর প্রাণপতি ।

রাধাসনে নিতালীলা করে দিবারাতি ॥

বাল্য পৌগণ্ড লীলা ছই ত প্রকার ।

“লীলাপুরুষোত্তম” তাহে করে অধিকার ॥

যশোদাসমীপে আর গোষ্ঠে গোচারণে ।

সদাই প্রকট রহে এই ছই স্থানে ॥

তথাহি ।

বাল্যপৌগণ্ডলীলায়াং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ ।

যশোদাদেঃ সমীপস্থো গোষ্ঠে গোচারণে সদা ॥ ৩ ॥

এই শ্লোকের বলাহুবাদ ৫৬ পৃঃ ১১২ নং শ্লোকার্থে দ্রষ্টব্য ॥ ২ ॥

বাল্য ও পৌগণ্ড লীলার, যশোদাদির নিকটে, গোষ্ঠে এবং গোচারণ কালে ভগবান্ শ্রীকব্ব “লীলাপুরুষোত্তম” নামে অভিহিত ॥ ৩ ॥

মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যময় গোলোক নিত্য ধাম ।

জাথে বার স্থিতি সেই স্বয়ং ভগবান্ ॥

স্বরূপ কৃষ্ণের তেঁহ করেন সহায় ।

প্রকটাপ্রকট লীলা তাঁহার ইচ্ছায়

তথাহি ।

গোলোকে মধুরৈশ্বর্য্যে বর্ততে ভগবান্ স্বয়ং ।

যশোচ্ছয়া ভবেল্লীলা প্রকটাপ্রকট দ্বিধা ॥ ৪ ॥

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ মথুরাতে জানি ।

প্রদ্যম্ব অনিরুদ্ধ দ্বারকাতে মানি ॥

আদি চতুর্কুহ মধ্যে এই চারি জন ।

কৃষ্ণের সাহায্য করে হয়ে একমন ॥

মহাটবকুঠ পরব্যোম মঠৈশ্বর্য্য ধাম ।

তাঁহা নিত্যস্থিতি সেই নারায়ণ নাম ॥

বলদেব মহারূপ মহাসঙ্কর্ষণ ।

পরব্যোমমধ্যে করি তাঁহার গণন ॥

ইচ্ছায় স্রষ্ট্রে ধাম গোলোকাদি সব ।

যাহা হইতে হয় তিন পুরুষ উক্তব ॥

পরব্যোমবেষ্টিত কোটি বৈকুণ্ঠকুঠরি ।

তাঁহাতে স্বরূপগণ ক্রমে আছে ভরি ॥

এক অঙ্গে বহুরূপ একই আকার ।

শাস্ত্রে কহে প্রাভব প্রকাশ নাম তার ॥

গোলোকধাম মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য উভয়মিশ্রিত । এখানে স্বয়ং  
ভগবান্ অবস্থিত । ইহার ইচ্ছাতে প্রকট ও অপ্রকট দ্বিধা  
লীলা হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ভিন্নাকার পৃথক্ মূর্তি রূপ এক হয় ।

বৈভব প্রকাশ বলি জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি লঘুভাগবতায়ুতে যুগাবতারকথনে প্রাভববৈভবঃ । ২০ ।

হরি-স্বরূপ-রূপা যে পরাবহ্নেভ্য উনকাঃ ।

শক্তিীনাং তারতম্যেন ক্রমান্তে তত্তদাখ্যাঃ ॥ ৫ ॥

দ্বারকায় বিবাহ কৈল মহিষীর গণে ।

গোপী লঞা মহারাস কৈল বৃন্দাবনে ॥

এই দুই স্থানে হয় প্রকাশ প্রাভব ।

বর্ণভেদী বলরাম প্রকাশ বৈভব ॥

বাসুদেব আদি সভার এই নিরূপণ ।

দ্বারকায় মথুরায় চতুর্ভূহ গণ ॥

সজ্জেক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপবিচার ।

ব্রহ্মা রুদ্র আদি যার নাহি পায় পার ॥

কবিরাজ গোসাঞির পাদপদ্ম করি ধ্যান ।

বাহা হইতে ক্ষুরে নোর এ সব আখ্যান ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে স্বরূপবিচারো নাম প্রথম-  
প্রাকরণং সম্পূর্ণং ॥ \* ॥

যাহারা শ্রীহরির তুল্য সচ্চিদানন্দময় মূর্তিধারী এবং পরাবহ্নি  
হইতে কিঞ্চিৎ হীন, শক্তির তারতম্য বশতঃ তাঁহাদিগকে বথাক্রমে  
প্রাভব ও বৈভব কহে ॥ ৫ ॥

মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যাময় গোলোক নিত্য ধাম ।  
 ক্রোধে বার স্থিতি সেই স্বয়ং ভগবান্ ॥  
 স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের তেঁহ করেন সহায় ।  
 একটাপ্রকট লীলা তাঁহার ইচ্ছায় ॥  
 তথাহি ।

গোলোকে মধুরৈশ্বর্য্যে বর্ত্ততে ভগবান্ স্বয়ং ।  
 যন্তোচ্ছয়া ভবেল্লীলা একটাপ্রকট দ্বিধা ॥ ৪ ॥

বান্ধদেব সঙ্কর্ষণ মথুরাতে জানি ।  
 প্রহ্লাদ অনিরুদ্ধ দ্বারকাতে মানি ॥  
 আদি চতুর্কুণ্ডে মধ্যে এই চারি জন ।  
 কৃষ্ণের সাহায্য করে হয়ে একমন ॥  
 মহাটবকুণ্ড পরব্যোম মহৈশ্বর্য্য ধাম ।  
 তাঁহা নিত্যস্থিতি সেই নারায়ণ নাম ॥  
 বলদেব মহারূপ মহাসঙ্কর্ষণ ।  
 পরব্যোমমধ্যে করি তাঁহার গণন ॥  
 ইচ্ছায় স্বল্পয়ে ধান গোলোকাদি সব ।  
 বাহা হইতে হয় তিন পুরুষ উক্তব ॥  
 পরব্যোমবেষ্টিত কোটি বৈকুণ্ঠকুণ্ডরি ।  
 তাহাতে স্বরূপগণ ক্রমে আছে ভরি ॥  
 এক সঙ্গে বহুরূপ একই আকার ।  
 শাস্ত্রে কহে প্রাভব প্রকাশ নাম তার ॥

ভিন্নাকার পৃথক্ মূর্তি রূপ এক হয় ।

বৈভব প্রকাশ বলি জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি লম্বুভাগবতস্মৃতে যুগাবতারকথনে প্রোক্তবৈভবঃ । ২০ ।

হরিশ্চরূপ-রূপা যে পরাবশ্চেভ্য উনকাঃ ।

শক্তীনাং তারতম্যেন ক্রমান্তে তত্তদাখ্যকাঃ ॥ ৫ ॥

হারকার বিবাহ কৈল মহিবীর গণে ।

গোপী লঞা মহারাস কৈল বৃন্দাবনে ॥

এই ছই স্থানে হয় প্রকাশ প্রোভব ।

বর্ণভেদী বলরাম প্রকাশ বৈভব ॥

বাসুদেব আদি সভার এই নিরূপণ ।

হারকার মথুরায় চতুর্ভূহ গণ ॥

সজ্জেকপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপবিচার ।

ব্রহ্মা রুদ্র আদি বার নাহি পায় পার ॥

কবিরাজ গোসাঞির পাদপদ্ম করি ধ্যান ।

বাহা হইতে ক্ষুরে মোর এ সব আখ্যান ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে স্বরূপবিচারো নাম প্রথম-

প্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ \* ॥

বাঁহারা শ্রীহরির তুল্য সচ্চিদানন্দময় মূর্তিধারী এবং পরাবশ্ব  
হইতে কিঞ্চিৎ হীন, শক্তির তারতম্য বশতঃ তাঁহাদিগকে বথাক্রমে  
প্রোভব ও বৈভব কহে ॥ ৫ ॥

## অথ দ্বিতীয়প্রকরণং ।

১। অথ ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণং ।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং গৌরকান্তিবিড়ম্বিতাং ।

হরেরপি হৃদয়ানন্দাং বন্দে কস্তুরিকামহং ॥ ৬ ॥

অয় অয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-চরণ ।

অয় বৈত চক্রে অয় গৌরভক্তগণ ॥

অনন্ত ঈশ্বরলীলা কে বুঝিতে পারে ।

স্থূল সূক্ষ্ম দুই রূপে সদাই বিহর ॥

সেই স্থূল রূপ হয় দুই ত প্রকার ।

অস্তিত্ব রূপ এক বহিত্ব আর ॥

অস্তিত্ব নির্মাত্রিক বৈদ্যব্যময় ।

স্থান পরিবর্তন সব চিদানন্দ হয়

বহিত্ব মায়াময় ঐশ্বর্য অপার ।

অনন্ত কহিতে নারে যাহার বিস্তার ॥

মধো সূক্ষ্ম নিরাকার শুদ্ধ জ্যোতির্ময় ।

জ্ঞানিভক্ত আদি সতে তাহা যাইয়া রয় ॥

তথাহি ।

শুদ্ধ-সূক্ষ্ম-নিরাকারং ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়প্রভং ।

জ্ঞানিনাঐশ্বর্য ভক্তানাং তদ্ব্রহ্ম পরমাশ্রয়ঃ ॥ ৭ ॥

যাহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের মত আভাযুক্ত, যিনি উজ্জ্বল গৌর-  
কান্তি শোভিতা এবং শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ানন্দ প্রদায়িনী, সেই কস্তুরী  
দেবীকে আমি বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

যাহা শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, নিরাকার এবং জ্যোতির্ময়প্রভ ব্রহ্ম বলিয়া  
বিখ্যাত, তাহাই জ্ঞানিভক্তগণের পরমাশ্রয় ॥ ৭ ॥

শ্রীমদ্ভাস্করোক্তে চ । ১১ । ৬ । ৪৬ ।

মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা উৰ্দ্ধমস্থিনঃ ।

ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শাস্তাঃ সন্ন্যাসিনোহমলাঃ ॥ ৮

বাহিরে সাকার মানে নিরাকার হইতে ।

ভিতরে সাকার আছে না পায় দেখিতে ॥

তাহার প্রমাণ দেখ স্বর্ঘ্য জ্যোতির্গয় ।

ভিতরে সাকার স্বর্ঘ্য সবিগ্রহ হয় ॥

নির্বিশেষ করি তারে দেখে ইতর জন ।

বাহিরে সাকার নাহি স্বর্ঘ্যের কিরণ ॥

তথাহি ।

পদ্মপাণিস্তমোহারী রক্তবর্ণ-জবাভ্যুতিঃ ।

স্মা মূর্তির্দৃশ্যতে দেবৈরিতরৈর্নির্বিশেষতঃ ॥ ৯ ॥

ছায়া সংজ্ঞা নামে ছই স্বর্ঘ্যের বোষিৎ ।

যম যমুনা পুত্র কন্টার সহিত ॥

তোত্রাদিক অস্থ সারথি সব ধরি ।

পরিকরসঙ্গী স্বর্ঘ্য রথের উপরি ॥

ঐছে কৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ ।

তাঁর অঙ্গকাস্তি ব্রহ্ম জ্যোতির্গয় ধাম ॥

মৌনধর্মী, দিগম্বর, শ্রমণ, উৰ্দ্ধরেতাঃ, শাস্ত ও নির্মলাস্ত্রা  
সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মনামক পরমধামে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

স্বর্ঘ্যদেব পদ্মপাণি, তমোনাশক এবং রক্তবর্ণ-জবাগুপ্পবৎ  
কাস্তিশালী । এইরূপ মূর্তি দেবগণ দেখিতে পান, কিন্তু ইতর  
জনে কেবল নির্বিশেষ জ্যোতির্গয় রূপে দেখিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

জ্ঞানিগণ জ্ঞানমার্গে দেখে নিরাকার ।  
 ইতরে না দেখে যেন সূর্য্যের আকার ॥  
 মহাবৈকুণ্ঠ ধাম পরব্যোম ধ্যাপ্তি ।  
 অনন্ত স্বরূপ গণের তাহা নিত্যস্থিতি ॥  
 আদি পদে গোলোক আর শ্রীকৃষ্ণাবন ।  
 বাহা নিত্য পরিবার গোপ গোপীগণ ॥  
 নিজ অঙ্গ কাস্তি তাহা আচ্ছাদন করি ।  
 সেই অঙ্গপ্রভা ব্রহ্ম শাস্ত্রেতে প্রচারি ॥

তথাহি ।

মহাবৈকুণ্ঠধামাদি-গোপগোপীগণাদিভিঃ ।  
 প্রভাভিঃ স্বয়মাচ্ছন্নস্তাঃ প্রভা ব্রহ্ম উচ্যতে ॥ ১০ ॥

দ্বিভূজ মুরলীধর ব্রজেন্দ্রনন্দন ।  
 স্বয়ং আদি সর্বেশ্বর পীতবসন ॥  
 গোলোক ঐশ্বর্য্য সব স্বরূপেতে লিখে ।  
 হেন রূপ ভক্তগণ জ্ঞানমার্গে দেখে ॥  
 জ্ঞানিগণ জ্ঞানমার্গে না পায় দর্শন ।  
 অতএব নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপন ॥

তথাহি ।

দ্বিভূজং মুরলীযুক্তং পীতাস্বরধরং স্বয়ং ।  
 স্বরূপং দৃশ্যতে ভক্তৈর্জ্ঞানিভির্নৈব দৃশ্যতে ॥ ১১ ॥

মহাবৈকুণ্ঠ, গোলোক, বৃন্দাবন, গোপগণ ও গোপীগণকে  
 যিনি নিজপ্রভার আচ্ছন্ন করিয়া নিজেও সেই সেই প্রভাধারা  
 আচ্ছন্ন আছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভাকেই ব্রহ্ম কহে ॥ ১০ ॥

ভক্তগণ দ্বিভূজ মুরলীধর ও পীতাস্বরধারী স্বয়ং স্বরূপ দেখিতে  
 পান, কিন্তু জ্ঞানিগণ সেই রূপ দেখিতে পান না ॥ ১১ ॥



প্রহু-খণ্ডন ভয়ে কিছু করিল প্রচার ।

দিঘাত্র জানাইল না কৈল বিস্তার ॥

কন্তুরীমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ।

সজ্জেক্ষেপে কহিল এই ব্রহ্ম-তত্ত্বাখ্যান ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীলিঙ্কাস্ত-চন্দ্রোদয়ে ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণং নাম দ্বিতীয়-  
প্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ \* ॥

## অথ তৃতীয়প্রকরণং ।

১। অথ শক্তিতত্ত্বনিরূপণং ।

কন্তুরীকামহং বন্দে বসুন্ধ্যাঃ পাদাজবীৰ্য্যতঃ ।

লঘুনাপি ময়া কৃষ্ণশক্তিতত্ত্বং নিরূপ্যতে ॥ ১২ ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময় ।

জয় জয় প্রভু মোর শচীর তনয় ॥

জয় জয় অবৈতাদি যত ভক্তগণ ।

নিজ শিরে ধরি মুঞি সভার চরণ ॥

জয় জয় প্রভু মোর কবিরাজ গোসাঞি ।

ধাঁহার প্রসাদে মোর এতেক বড়াই ॥

---

ধাঁহার পাদপদ্মের কৃপাশক্তিতে আমি ক্ষুদ্র হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের  
শক্তিতত্ত্ব নিরূপণ করিতেছি, সেই কন্তুরী দেবীকে বন্দনা  
করি ॥ ১২ ॥

এই কৃষ্ণশক্তি হয় অপার সমুদ্র ।  
 তাহে প্রবেশিতে চাহেঁ মুই কীট ক্ষুদ্র ॥  
 তথাপি কহি যে কিছু, সে কৃপা তাঁহার ।  
 অপার অনন্ত গুণ মহিমা বাঁহার ॥  
 কৃষ্ণ যৈছে নিত্য, তৈছে কৃষ্ণশক্তিগণ ।  
 কৃষ্ণসঙ্গে তাঁর শক্তি হয় প্রকটন ॥  
 ঐছে কৃষ্ণগীতা হয় বুঝিতে চমৎকার ।  
 অবিচিন্ত্য-শক্তি কৃষ্ণ সভার আধার ॥  
 সর্ব-আদি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রতনয় ।  
 বুঝিতে এ সব কথা দারুণ সংশয় ॥  
 মাতা পিতা বন্ধুবর্গ যতেক প্রেয়সী ।  
 সর্ব ধাম সহ কৃষ্ণ একত্র প্রকাশী ॥  
 ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ তাঁহার তনয় ।  
 ইহাতে শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর কেমনে বা রয় ॥  
 মন বুদ্ধি অগোচর জগতে অদৃশ্যম ।  
 চিন্তায় না পাইলে হয় অবিচিন্ত্য নাম ॥  
 হেন শক্তিয়ুক্ত তাঁর সব শক্তিগণ ।  
 অতএব সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥  
 মাতা ও প্রেয়সীগণ শক্তিতে গণন ।  
 পিতা ও বান্ধববর্গ স্বরূপলক্ষণ ॥  
 কৃষ্ণবিগ্রহ সব বৈকুণ্ঠাদি ধাম ।  
 নিজগণ লইয়া করে বাহাতে বিশ্রাম ॥  
 শুদ্ধ মাধুর্য্য পূর্ণানন্দ পুত্র খ্যাতি ।  
 সেই কৃষ্ণ গোপিকার হয় প্রাণপতি ॥

মহী হইতে গিরির উদ্ভব মহীধর নাম ।  
 ঐছে নন্দনন্দন পুত্র জানিবে বিধান ॥  
 ইহাতে কুতর্ক করে না করে বিশ্বাস ।  
 অধোগতি হয় তার সব ধর্ম নাশ ॥  
 প্রথমে স্বরূপশক্তি করি নিরূপণ ।  
 সৎ, চিত্ত, আনন্দ, হয় তাহার গণন ॥  
 আনন্দাংশে রাধা, কৃষ্ণসুখ-প্রদায়িনী ।  
 যার প্রেমে বশ কৃষ্ণ হইলা আপনি ॥  
 সদংশে সন্ধিনী যোগমায়া বলি যারে ।  
 অন্তর বাহির লীলা হয় যার দ্বারে ॥  
 চিদংশে সন্ধিৎ কৃষ্ণজ্ঞান করি মানি ।  
 সর্বত্রই কৃষ্ণ স্বয়ং বাহা হইতে জানি ॥  
 একই স্বরূপ মাত্র ত্রিবিধ আকার ।  
 তিন অংশে তিন শক্তি সর্বতত্ত্ব সার ॥  
 স্বয়ংরূপে হ্লাদশক্তি নিত্যানন্দময় ।  
 অজ্ঞানন্দ সব অমুগত যার হয় ॥  
 সৎ শক্তির অধিকারী স্বয়ং ভগবান্ ।  
 কৃষ্ণদেহ নিত্য, বাহা হইতে হয় জ্ঞান ॥  
 বাসুদেব হয় জ্ঞানশক্তি-অধিকারী ।  
 বাহা হইতে কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবারে পারি ॥  
 এই ত স্বরূপশক্তির কৈল নিরূপণ ।  
 যাহার শ্রবণে হয় অজ্ঞানখণ্ডন ॥  
 জীবশক্তি তটস্থাত্মা হইত প্রকার ।  
 অপ্রাকৃত রূপ এক, প্রাকৃত রূপ আর ।

## সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয় ।

অপ্রাকৃত নিত্য জীব বৈকুণ্ঠাদ্যে হয় ।  
প্রাকৃত অনিত্য জীব ব্যাপে অণুময় ॥  
কৰ্মসংস্কার বহিরঙ্গা মায়াশক্তি নাম ।  
প্রাকৃত জীবের মাতা অণু বার ধাম ॥  
অপ্রাকৃত জীবের অন্তরঙ্গা ভগবতী ।  
গোলোক বৈকুণ্ঠাদ্যে হয় বার নিত্যস্থিতি ॥  
মহাসঙ্কৰ্ষণ সব জীবের অধিকর্তা ।  
মহাবিশ্ব পুরুষাদি মায়া বহুভর্তা ॥  
এই ত কহিল তিন শক্তি-বিবরণ ।  
যাহার শ্রবণে ভবসিদ্ধি বিমোচন ॥  
কঙ্করীমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ।  
দিগ্‌মাত্র জানাইল শক্তি-তত্ত্বাধ্যান ॥  
॥ \* ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে শক্তিতত্ত্বনিরূপণং নাম তৃতীয়-  
প্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ \* ॥

## অথ চতুর্থপ্রকরণং ।

১। অথ অভিধেয়তত্ত্বনিরূপণং ।

শ্রীস্বরূপং শ্রীলরূপং রঘুনাথং ততঃ পরং ।

তদনু শ্রীকৃষ্ণদাসং বন্দে মৎ-প্রাণবল্লভং ॥ ১৩ ॥

শ্রীল স্বরূপনামোদয়, শ্রীল রূপ ও রঘুনাথদাস গোস্থামী এবং  
মদীয় প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্থামীকে বন্দনা করি ॥১৩॥

জয় জয় প্রভু মোর কবিরাজ গোসাঞি ।  
 তাহা বিনে আমার সংসারে কেহ নাঞি ॥  
 মো হেন পাপিষ্ঠ জনের যেহ অধিত্রাতা ।  
 কত দিনে উদ্ধারিল কেবা তার জ্ঞাতা ॥  
 এবেব কহি অভিষেক-নিরূপণ ।

তার মণো রাগ বৈধী দ্বিবিধ গণন ॥

( ১ ) ভক্তিশব্দে দৈত্ব কহি যে জন আচরে ।

শাস্ত্রে কহে সেই জন ভক্ত নাম ধরে ॥  
 কৃষ্ণসদ্বন্ধ হেতু কৃষ্ণজ্ঞাতা জনে ।  
 দৃঢ় শ্রদ্ধা সর্বভাবে করে কায় মনে ॥  
 আপনাকে হীন জ্ঞান অযোগ্যতা বুদ্ধি ।  
 তার নাগ দৈত্ব কহি, জানে তত্ত্বশুদ্ধি ॥  
 সেই দৈত্ব গুরু আর ঈশ্বরেতে হয় ।  
 সম লঘু দুই জনে হয়ত সংশয় ॥  
 সমানে সমানে দেখি করে আলিঙ্গন ।  
 লঘু জনে আশীর্বাদ করে বিজ্ঞ জন ॥  
 শাস্ত্র-আজ্ঞা সর্বভাবে করয়ে পালন ।  
 সেই বিধিশাস্ত্র মতে করিল ভজন ॥  
 পরা শব্দে উৎকৃষ্ট যাতে কৃষ্ণসুখ ।  
 নিশ্চয় সমূহ নাহি আত্মসুখ হুঃখ ॥  
 লোভ হইতে ভক্তি হয় তারে রাগ বলি ।  
 রাগ হইতে সেবানন্দ আন্বাদে সকলি ॥

( ১ ) ভক্তিশব্দের মুখ্যার্থ পূজ্যামুরাগ বা ঈশ্বরামুরাগ । পূজ্যশক্তির প্রতি  
 যে অনুরাগ, তাহা নিজে দীন না হইলে ষট্টেনা, স্তব্ধতা এখানে ভক্তিশব্দের  
 বৈশিষ্ট্য করিয়াছেন ।

প্রচুর গৌরব দেখি দাস ভক্তি করে ।  
 'সখ্য বাৎসল্যাদ্যে ভক্তি কেমনে সঞ্চরে ॥  
 সখা শুদ্ধভাবে করে কঙ্কে আরোহণ ।  
 ভক্তিশব্দে দৈন্ত্য পূর্বে করিয়াছি গুচন ॥  
 বাৎসল্যে তাড়ন করে পায় পূজা মান ।  
 গিতার অনুগত পুত্র পাছুকা যোগান ॥  
 কাস্তাভাবে দেহ দিয়া কাস্ত করে বশ ।  
 অনুগত হয়ে কাস্ত পায় প্রেগরস ॥  
 এই তিনে রাগভক্তি কেমনে পাইব ।  
 দৈন্ত্য বিনে রাগভক্তি কেমনে হইব ॥  
 এ বড় বিরোধ দেখি, আছে যুক্তি তার ।  
 যেই রূপে দৈন্ত্য কহে শুন সে বিচার ॥  
 গোষ্ঠে গোষ্ঠে বনে বনে সব শিশুগণ ১ ।  
 করপুটে সব শিশু করয়ে স্তবন ॥  
 ইহাতেই দৈন্ত্য পাইল এই রাগভক্তি ।  
 শুনিয়া আনন্দ পাইল যশোদার আশ্রি ॥  
 কৃষ্ণের চাকলা দেখি যশোমতি রানী ২ ।  
 কৃষ্ণেরে মারিতে যায় কহে কটু বাণী ॥  
 পলাইয়া যায় কৃষ্ণ হয়ে স্থানান্তরে ।  
 কতক্ষণ না দেখিয়া কান্দয়ে অন্তরে ॥  
 ঘরে ঘরে নগরে করয়ে অব্বেষণ ।  
 দৈবযোগে কৃষ্ণ দেখি করে ওলাহন ॥  
 “কোথা গিয়াছিলে বাপু কঠিন হৃদয় ।  
 তোমার চরিত্র বাপু বুঝিতে সংশয় ॥

ঘরে ঘরে ফিরি আমি কান্দিয়া কান্দিয়া ।  
 এতক্ষণ কখি বাছা ছিলে লুকাইয়া ॥  
 বাপের ঠাকুর তুমি নয়নের তারা ।  
 না দেখিলে নয়নে নিমিষে হই হারা ॥  
 কোলে আইস বাছা মোর ক্ষম অপরাধ ।  
 কভু না বলিব তোরে দুঃস্বপ্নর বাত ॥  
 শুনি দ্রবীভূত হইল কৃষ্ণের হৃদয় ।  
 ইহাতে পাইল দৈন্ত্য রাগ-ভক্তিময় ॥  
 কৃষ্ণ প্রতি মান করি রহে গোপীগণ ৩ ।  
 প্রীতি আশ্রয়-দুহী দিয়া করয়ে সাধন ॥  
 তথাপি না যায় মান কঠিন অন্তর ।  
 অবশেষে নিজে আসি ব্রজেন্দ্রকুমার ॥  
 নানারূপ করি মান খণ্ডাইতে নারে ।  
 অসম্মত হইয়া যায় আপনার পুরে ॥  
 সেই ত মানাস্তে গোপী কাতরা হইয়া ।  
 কোন রূপে কৃষ্ণ আনে দুহী পাঠাইয়া ॥  
 নিকটে দেখিয়া কৃষ্ণ হ'য়ে পুটাজলি ।  
 প্রেমে আঁখি ঝর ঝর কান্দিয়া ব্যাকুলী ॥  
 গৃহগতি ধন জন তেয়াগিছু দূরে ।  
 তুমি সে রতন মোর এ প্রেমসায়রে ॥  
 না বুঝি কহিছু মুঞি কঠিন বচন ।  
 অপরাধ ক্ষম, ধরি তোমার চরণ ॥  
 সহজে অবলা মুঞি আর তাহে দাসী ।  
 সতত আমার দোষ হয় রাশি রাশি ॥

দৈহিকবাক্য শুনি কৃষ্ণের হৃৎস্থ দূরে গেল  
 'অবিচিন্ত্য রাধাপ্রেমে বিহ্বল হইল ॥  
 এ তিনের রাগভক্তি কৈল বিবরণ ।  
 বিস্তারি কহিব আগে করিয়া বর্ণন ॥  
 দাসভক্তি রাগভক্তি ঐশ্বর্যমিশ্রিত ।  
 কেবল ঐশ্বর্যমাত্রে রাগ রহিত ॥  
 পঞ্চ ভক্তের পঞ্চ গুণ নির্ণা, সেবন ।  
 অসঙ্কেচ, সেবা, আর দেহসমর্পণ ॥  
 এই পঞ্চ গুণ ব্যাপি মধুরেতে হয় ।  
 গোপাশ্রিত লিখন ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥  
 অতএব ইহা আমি না কৈল বিস্তার ।  
 প্রসঙ্গে কহিল ইহা নারি ছাড়িবার ॥  
 কস্তুরীমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ।  
 অভিধেয়তত্ত্ব কিছু কহিল আখ্যান ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে অভিধেয়তত্ত্ব-নিরূপণং নাম  
 চতুর্থপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ \* ॥



## অথ পঞ্চমপ্রকরণং ।

১.। অথ রত্নতত্ত্বনিরূপণং ।

তং নোমি কৃষ্ণচৈতন্যং কৃপালুং করুণাময়ং ।

যস্তাবলোকমাশ্রয়ে সর্বদুঃখক্ষয়ঃ স্মিতো ॥ ১৪ ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাসিদ্ধ ।

জয় জয় ত্রীচৈতন্য জয় দীনবন্ধু ॥

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য মহাশয় ।

গতিত পাবন জয় করুণানন্দয় ॥

জয় জয় কবিরাজ গোসাঞি মোর নাথ ।

তঁাহার চরণ বন্দি, করি বোড় হাত ॥

স্বকীয়া পরকীয়া রূপে দ্বিবিধ লক্ষণ ।

ভিন রতি পঞ্চধামে হয় প্রবর্তন ॥

বৃন্দাবনে যেই রতি গোলোকে সেই হয় ।

কিন্তু ভিন্ন ভাব তাথে জানিহ নিশ্চয় ॥

দ্বারকায় পররোমে হয় এক রতি ।

মথুরায় সাধারণী জানিহ সম্প্রতি ॥

আশ্রয়স্থ হেতু চেষ্টা হয় সাধারণী ।

পরস্পর সমজসা দ্বারকায় জানি ॥

বাঁহার কৃপাদৃষ্টি মাঝে এই মহীমণ্ডলে সকল দুঃখের নাশ  
হইয়া থাকে, সেই কৃপালু, স্নতরাং করুণাময় ত্রীত্রীকৃষ্ণচৈতন্য  
দেবকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণসুখ হেতু কেবল স্বসুখগর্ভিতা ।  
 সমর্থ্যই রতিশ্রেষ্ঠ ব্রজে বিরাজিতা ॥  
 স্বকীয়া নায়িকাগণ দ্বিবিধ প্রকার ।  
 বস্তুরূপা এক হয় মানবরূপা আর ॥  
 শক্তিরূপামধ্যে হয় বস্তুরূপাগণ ।  
 অংশিনী রাধিকা লক্ষ্মী অসঙ্গ্য গগন ॥  
 মানবী নৃপতিকৃত্য মহিবী আখ্যান ।  
 তা সভার প্রেমশুণে বশ ভগবান্ ॥  
 গোলোকাদ্যে বস্তুরূপা সমীপস্থা হয় ।  
 স্বরকাদ্যে বিনাহিতা আনিহ নিশ্চয় ॥  
 নিজপতি উল্লভিয়া পরপতি ভজে ।  
 বেদধর্ম লোকধর্ম সব দূরে তাজে ॥  
 গুরুভয় কুলভয় কিছু নাহি মানে ।  
 পরকীয়া বলি ঠহা বলে সাধুজনে ॥

তথাহি উজ্জলনীলমণৌ ।

রাগেনৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা ।  
 ধর্মেণাস্বীকৃতা যাস্তুপেরকীয়া ভবন্তি তাঃ ॥ ১৫ ॥

স্বকীয়া হইতে শ্রেষ্ঠ পরকীয়া রস ।  
 ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ এই প্রেমে বশ ॥  
 বৃন্দাবনবিলাস ইহা অল্পত না হয় ।  
 অতএব রাধা শ্রেষ্ঠ এই প্রেমাশ্রয় ॥

---

গাহারা ঠহা লোক ও পরলোকের ধর্মকে অপেক্ষা না করিয়া রাগ  
 বা আসক্তি বশতঃ পরপুরুষের প্রতি আত্মসমর্পণ করে এবং বাহা-  
 দিগকে বিবাহবিধিতে স্বীকার করা হয় নাই, সেই সকল কামিনী-  
 গণকে পরকীয়া বলা যায় ॥ ১৫ ॥

অধ্বিতীয়রূপ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।  
 স্বয়ংরূপ স্মৃৎরূপ রাধিকারমণ ॥  
 পরকীয়ানায়ক ইহৌ নায়কচূড়ামণি ।  
 বাঁহার প্রেয়সী রাধা কাস্তাশিরোমণি ॥  
 স্বয়ংরূপা রাধা এই নাম ব্রজেশ্বরী ।  
 অংশিনী রাধিকা যারে স্বরূপেতে ধরি ॥  
 অংশিনী রাধার স্থিতি গোলোকেতে হয় ।  
 অতএব সমর্থা রতি তাহাতে বর্তয় ॥  
 আত্মস্বখে স্মৃথী নহে কৃষ্ণস্বখে স্মৃথী ।  
 সমর্থা রতির চিহ্ন অতএব দেখি ॥  
 কিস্ত ভিন্ন ভাব তাথে স্বকীয়াতে গণি ।  
 পরকীয়া স্বয়ংরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥  
 অংশিনী হইতে কাস্তাগণের বিস্তার ।  
 অসজ্জা লক্ষ্মীগণ মহিষীগণ আর ॥  
 ব্রজে গোপীগণ স্বয়ংরূপা-সচরী ।  
 অংশিনী হইতে সেই कहিল বিবরি ॥  
 লীলার সহায় লাগি বহু কাস্তাগণ ।  
 বহু কাস্তা বিনে নহে স্মৃথ প্রয়োজন ॥  
 কেহত প্রকাশ হয় কেহত বিলাস । ( ২ )  
 কায়বাহ রূপ কেহ করিল আভাস ॥  
 গোলোকে নায়ক কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।  
 অংশিনী রাধায় সঙ্গে বিলাস বিধান ॥

( ২ ) বহু স্থানে একদা একরূপের প্রাকটিকে প্রকাশ কহে, ইহা স্বয়ংরূপ  
 হইতে ভিন্ন নহে । বিলাসবশে স্বয়ংরূপের যে অন্তপ্রকার দেখ প্রকাশ, তাহাকে  
 বিলাস কহে, ইহা শক্তিবশতঃ প্রায় নিজের তুল্য । ( অমৃতভাষ্যতাস্ত )

তাঁহার স্বরূপ পরব্যোমে নারায়ণ ।  
 তাঁহার প্রেয়সী লক্ষ্মী বিলাস কারণ ॥  
 মধুরাতে বাসুদেব কুবুজা প্রেয়সী ।  
 ষারকায় অনিরুদ্ধ রমণী মহিষী ॥  
 নারিকার গুণে রতিতারতম্য হয় ।  
 উত্তমা মধ্যমা আর কনিষ্ঠা নিশ্চয় ॥  
 উত্তমা রাধিকা হয় সমর্থ্যতে জানি ।  
 মধ্যমা মহিষী লক্ষ্মী সমঞ্জসা জানি ॥  
 কুবুজা কনিষ্ঠা তাথে সাধারণী রতি ।  
 আত্মসুখে সুখী হইলে এই তার গতি ॥  
 স্বয়ংরূপের দ্বিতীয় স্বরূপ ভগবান্ ।  
 তাঁহার স্বরূপগণের অসম্য বিধান ॥  
 ঐছে স্বয়ংরূপা রাধা স্বরূপ অংশিনী ।  
 তাঁহার স্বরূপগণের অন্ত নাহি জানি ॥  
 মহালক্ষ্মী হইতে হয় কোটি লক্ষ্মীগণ ।  
 সেই মহালক্ষ্মী যার অংশ বিবরণ ॥  
 লক্ষ্মীগণ মহিষীগণ গোপীগণ আর ।  
 কৃষ্ণশক্তি-মধ্যে তিন গণের বিস্তার ॥  
 কৃষ্ণ রাধা তত্ব এই অসম্য কথন ।  
 সজ্ঞেপে কহিল এই রতিবিবরণ ॥  
 কন্তুরীমঞ্জরি, কুপা করহ আমারে ।  
 তোমার কুপায় গেন সব তত্ব ক্ষুরে ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে রতিভঙ্গ-নিরূপণং নাম পঞ্চম-

প্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ \* ॥

শ্রীশ্রীরাধামাধো জয়তি ।  
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচক্রায় নমঃ ।

## সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয় ।

:-০-:-

আদাবুদ্ধীপনাদিশ্চ সাধকাদিশ্চ তৎপরং ।  
ক্রমান্বিকারসংক্ষেপৈর্বিধিনৈষিধ্যপূর্বকং ॥ ১ ॥  
কথয়ামি তথারোপং স্থানকুঞ্জাদিনির্ণয়ং ।  
রতের্ভেদবিভেদৌচ ক্রমাৎ প্রাপ্তিং যথোচিতং ॥ ২ ॥  
পরকীয়া স্বকীয়াচ ভাবভক্ত্যাদি লক্ষণং ।  
কামসম্বন্ধরূপাদি-ভাবভক্তি-নিরূপণং ॥ ৩ ॥

---

এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি পর পর বর্ণিত হইয়াছে ।

উদ্দীপন বিভাগ । আলম্বন বিভাগ । সাধক । সিদ্ধ ।  
সাধকাবস্থা । প্রবর্ত্তসাধক । আরোপ । কৃষ্ণস্থান । কুঞ্জনির্ণয় ।  
সমর্থ । রতি । সমঞ্জস । রতি । সাধারণী রতি । রতিফল । প্রাপ্তিনির্ণয়  
পবকীয়া । স্বকীয়া । সঙ্কেত । ভাবভক্ত্যাদি । প্রেম । প্রেয়ভক্তি ।  
উত্তমা ভক্তি । রাগভক্তি । রাগানুগা ভক্তি । কামানুগা ভক্তি ।  
রাগবৈধী । স্থায়িতাব । গোণতাব । সাস্বিকতাব । কিলকিঞ্চিৎ-

স্থায়িভাবো বয়ঃসন্ধিচ্চিহ্নং তাবচ্চ-লক্ষণং ।  
 লঘুত্বমাদিভক্তানাং গোপীমাহাত্ম্যলক্ষণং ॥ ৪ ॥  
 লীলাতত্ত্ব-বস্তুতত্ত্ব-নিত্যলীলাদি-কারণং ।  
 কৃষ্ণগৌরো যথৈকোহপি রাধাভাবাদিসংগ্রহং ॥ ৫ ॥  
 নামভক্ত্যোঃ স্মাহাত্ম্যং মানবেশ্বরলক্ষণং ।  
 সেবা ষোড়শসংখ্যেতি শক্তিতত্ত্ব-নিরূপণং ॥ ৬ ॥  
 কৰ্ম্মকাণ্ডনিষেধশ্চ বাদিনিরাস এব চ ।  
 সৰ্ব্বং পরং পরং লেখ্যং সাধকানামভিশ্রুতং ॥ ৭ ॥

১। অথ আশ্রয়ালম্বনং ।

আশ্রয় আলম্বন আর উদ্দীপন ত্রিধা ।  
 প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ এইত ত্রিবিধা ॥  
 এ তিনের গুণ কহি করিয়া নির্ণয় ।  
 নির্ণয় জানিলে চিন্তে ঘুচেয়ে সংশয় ॥  
 সংশয় ঘুচিলে হয় ভজনাধিকারী ।  
 অধিকারী হইলে প্রাপ্ত হয় ব্রজপুরী ॥

তথাহি ।

উদ্দীপনো বৈষ্ণবঃ স্মাদ্ গুরুপাদাজমাশ্রয়ঃ ।

ভাব । ব্যাভিচারিভাব । বয়ঃসন্ধি । চিহ্ন । লঘুত্বমাদি ভক্ত ।  
 গোপীমাহাত্ম্য । লীলাতত্ত্ব । বস্তুতত্ত্ব । নিত্যলীলা । কৃষ্ণগৌর তত্ত্ব ।  
 নামমাহাত্ম্য । যুগমাহাত্ম্য । বৈষ্ণব মাহাত্ম্য । মানবেশ্বর লক্ষণ ।  
 ষোড়শ সেবা । শক্তিতত্ত্ব কৰ্ম্মকাণ্ড নিষেধ । বাদিনিরাস ॥১—৭॥

বৈষ্ণব উদ্দীপন বিভাগ, কারণ বৈষ্ণবদর্শনে ভক্তিতাব উদিত

আলম্বনং কৃষ্ণনাম তটস্থস্য ইতি ত্রিধা ॥ ৮ ॥

২। অর্থ সাধকঃ ।

রত্যানুকথনং চেষ্টা সাধকস্য ইতি ক্রমাৎ ।

৩। অর্থ সিদ্ধঃ ।

প্রেম রাগস্তথা সেবা সিদ্ধস্য ত্রৈবিধং মতং ॥ ৯ ॥

সিদ্ধস্য দ্বিবিধং রূপং নিত্যং সাধনকং তথা ।

প্রেমাবলম্বনং তত্র কৃষ্ণে নিত্যসমাত্রয়ঃ ॥ ১০ ॥

অন্তার্থঃ ।

গুরুপাদাশ্রয় আর বৈষ্ণবোদ্দীপন ।

কৃষ্ণনাম তটস্থের হয় আলম্বন ॥

সাধকের ক্রম রতি লীলানুকথন ।

চেষ্টাত্রয় উদ্দীপন আর আলম্বন ॥

সিদ্ধের আশ্রয় প্রেম উদ্দীপন রাগ ।

সেবা আলম্বন সাঁথে বাড়ে অনুরাগ ॥

সেই সিদ্ধ দুইরূপ নিত্য সাধন আর ।

দৌহার আশ্রয় প্রেমা দৌহার অধিকার ॥

হয় । গুরু পাদপদ্ম আশ্রয় । কৃষ্ণনাম আলম্বন । তটস্থ অর্থাৎ  
উদাসীন বা অপ্রেবিশ্ট ব্যক্তির পক্ষে এই তিনটি প্রথম সোপান ॥৮॥

কৃষ্ণানুরাগ, কৃষ্ণকথা-কীর্তন, কৃষ্ণকার্যের চেষ্টা, এই তিনটি  
সাধকের যথাক্রমে হইয়া থাকে ।

প্রেম, অনুরাগ ও সেবা, সিদ্ধের এই তিনটি কার্য্য । নিত্য-  
সিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ ভেদে সিদ্ধ দুই প্রকার । ইহাতে প্রেম আল-  
ম্বন ও কৃষ্ণ নিত্যাত্রয় ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

বংশীমুখে উদগিরণ ভূঙ্গ শিখি পাখা ।

মেঘ চক্রে নীগমূল আর সঙ্গ সখা ॥

কৃষ্ণ আলম্বন তার মত লীলাগণ ।

এই ছয়ে রয়ে সদা হইয়া মগন ॥

ইতি প্রবর্তনির্ণয়ঃ সম্পূর্ণঃ ।

৪ । অথ সাধকাবস্থা ।

মহাবলী গুরুঃ কার্যো ন বালঃ ক্রিয়তে গুরুঃ ।

যথৈব কুর্শ্বকীটেন কুমিরেতি সরূপকং ॥ ১১ ॥

প্রবর্তঃ সাধকশ্চৈব সিদ্ধএব ত্রিধোচ্যতে ।

গুরোরনুগতেঃ কিংবা স্ত্রজনশ্চ রূপাবলৈঃ ॥ ১২ ॥

৫ । অথ প্রবর্তসাধকঃ ।

অসংসঙ্গং পরিত্যজ্য সদা সংসঙ্গসেবনং ।

প্রচ্ছকো নূতনাং চেষ্টামিতি তাটস্থ্যলক্ষণং ॥ ১৩ ॥

অথ সাধকঃ ।

প্রবণাদৌ গতান্বেষণ্যং রূচ্যা শক্তিবিশেষতঃ ।

মহাবলশালী গুরু করিবে, বালককে গুরু করিবে না । তৈল-  
পায়ী কীট যেমন কুর্শ্বকীট দ্বারা তৎসরূপ প্রাপ্ত হয়, তজ্রূপ শিষ্যও  
গুরুর সরূপ প্রাপ্ত হয়েন । গুরুর অনুগতা কিম্বা সাধুজনের  
রূপাবলে প্রবর্ত সাধক এবং সাধক ও সিদ্ধ হইয়া থাকেন ॥১১॥১২॥

প্রবর্তাবস্থার সাধকভক্ত প্রথমে অসংসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সংসঙ্গ  
করিবে এবং নিত্য নূতন চেষ্টা ভিজাসা করিবে । ইহাই তটস্থ-  
১৭ ॥ ১৩ ॥

কোন অনির্দেয় শক্তিবিশেষে স্বচি হয় এবং স্বচি হইলে



নিত্যদেহাঃ শাস্ত্যচেষ্ঠা লুকচিত্তাশ্চ সাধকাঃ ॥ ১৪ ॥

অথ সিদ্ধাঃ ।

তথাহি নিত্যং নৈমিত্তং কুর্যত ইতরো যথা ।

তথৈব সিদ্ধসেবায়াং কৃষ্ণে নৈপুণ্যমেবচ ॥ ১৫ ॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগ করি করে সাধুসঙ্গ ।

সাধুযুখে শুনে সদা ভজনপ্রসঙ্গ ॥

পুহিতে নূতন চেষ্টা বাড়ে দিবানিশি ।

তটস্থ লক্ষণ সর্ব্ব শান্তিতে প্রশংসি ॥

অথ সাধকঃ ।

শ্রবণাদ্যে রুচি হয় আসক্তি বিশেষ ।

কৈতবাদি কুটি নাটি নাহি লব লেশ ॥

নিত্য দেহ লাগি গাড় চেষ্টা অতিশয় ।

প্ৰাপ্তি হেতু লুকচিত্ত সাধক এই হয় ॥

অথ সিদ্ধাঃ ।

নিত্য নৈমিত্তিক করে যেন ইতর জন ।

ভাল মন্দ নাহি জানে গৃহাদি কারণ ॥

ঐছে সিদ্ধজন কৃষ্ণসেবায় প্রচুর ।

আত্মস্থ হুঃখ সব পরিহারি দূর ॥

শ্রবণ কীৰ্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গে মানসিক চেষ্টা হয় । এইরূপ ভক্তের দেহ নিত্য, চেষ্টা শাস্ত ও চিত্ত লাগসায়ুজ্ঞ ॥ ১৪ ॥

যেমন সাধারণের জায় নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত কৰ্ম্মাণুষ্ঠান করেন, সেইরূপ সিদ্ধ সেবায় কৃষ্ণকার্য্যে নৈপুণ্যপ্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

প্রবর্ত সাধক সিদ্ধ তিনের লক্ষণ ।

ক্রমেতে কহিল যার যেই নিরূপণ ॥

এবে কহি যতদূর যার অধিকার ।

পৃথক্ পৃথক্ লিখি করিয়া বিচার ॥

তথাহি ।

শ্রদ্ধাদিনৈষ্ঠিকো যাবৎ তাবত্ভাটস্থ্যসম্ভবঃ ।

রুচ্যাদি রতিপর্য্যন্তং ভবন্তি সাধকোত্তমাঃ ॥ ১৬ ॥

প্রেমাদিভির্ব্যথাভাবো মহাভাবো নিগদ্যতে ।

স্বস্বভাবানুসারেণ সিদ্ধ এব ক্রমাদপি ॥ ১৭ ॥

প্রেম আদি কহি ভাব মহাভাব সীমা ।

তটস্থ সাধক সিদ্ধ তিনের মহিমা ॥

তথাহি ।

প্রেমাদীনাং ক্রমাৎ সিদ্ধো রতিপর্য্যন্ত-সাধকঃ ।

সেবায়াং সততং যোগাঃ প্রাপ্তিচেষ্টা পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮ ॥

আদৌ শ্রদ্ধা, পরে নিষ্ঠা, এই নিষ্ঠা গাঢ় হইলেই তাটস্থ্য বা প্রবর্ত দশার সম্ভব হয় । রুচি হইতে রতি পর্য্যন্ত গাঢ় হইলে শ্রেষ্ঠ সাধক হইতে পারেন ॥ ১৬ ॥

প্রেমাদি পরিণত হইয়া ভাব ও তাহা পরিণত হইয়া মহাভাব নামে কথিত হয়, যথাক্রমে নিজ নিজ ভাবানুসারে সকল ভক্তই প্রেম, ভাব ও মহাভাবে সিদ্ধি লাভ করেন ॥ ১৭ ॥

ভক্ত, প্রেমাদির পরিণামে সিদ্ধ, এবং রতি অর্থাৎ অনুরাগের পরিণামে সাধক হয়েন । এই দশায় সেবাকার্য্যে সর্বদা উদ্যোগ ও পুনঃ পুনঃ প্রাপ্তিচেষ্টা হইয়া থাকে । এই কথাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন :—

এক অঙ্গে দুই ভেদ পুনঃ পৃথক্ এক ।  
 পক্ষে এক মুখা ভেদ অপক্ষে অনেক ॥  
 পক্ষে কহি প্রেমভক্তি সিদ্ধ দেহে স্থিতি ।  
 অপক্ষে সাধক দেহ যাতে জন্মে রতি ॥  
 এঁছে রস গুঢ় পক্ অপক বিচার ।  
 এঁছে সাধক সিদ্ধ দ্বিবিধ প্রকার ॥

তথাহি ।

ইক্ষুবীজং ক্রমাদগুণাং রসপূর্ণস্তদন্তরং ।  
 তদ্রসোগুড়মিক্ষুণাং ক্রমাদ্বিধোত্তরোত্তরং ॥ ১৯ ॥

ইক্ষুবীজ দণ্ড হইলে ক্রমে রস হয় ।  
 রস পূর্ণ হইলে তার দণ্ড ন৷ রস ॥  
 সেই-রস পাত্র ভেদে গুড় নাম হয় ।  
 গুড় শর্করা আদি ক্রমেতে বাঢ়য় ॥

তথাহি ।

পাত্রান্তরে কৃতে পাকে রসাদ্ গুড়সমুদ্ভবঃ ।  
 এতাবৎ সাধকাবস্থাং সিদ্ধাদিষুচ বেদয়েৎ ॥ ২০ ॥

“সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম ।

সেই প্রেমের প্রয়োজন সর্বানন্দ ধাম ॥ ১৮ ॥”

প্রথমতঃ ইক্ষুর বীজ, তাহা হইতে ইক্ষুদণ্ড, তৎপরে তন্মধ্যে  
 রস-সঞ্চার, সেই রসের পরিপাকে গুড় হয় । সেইরূপ শ্রদ্ধা,  
 সংসঙ্গ, ভজনোগুণতা, রতি, প্রেম, ভাব ও মহাভাবের ক্রম বৃদ্ধিতে  
 হইবে ॥ ১৯ ॥

পাত্রান্তরে পাক করিলে যেমন রস হইতে গুড় হয়, সেইরূপ  
 সিদ্ধাদি পরিণাম দশাতে সাধকাবস্থাকে বৃদ্ধিতে হইবে ॥ ২০ ॥

ঐছে বিশ্বাস নিষ্ঠা রুচি আসক্তি রতি ।  
 এই সব হইলে হয় সাধকত্ব খ্যাতি ॥  
 দেহ ভেদে সেই রতি প্রেম নাম ধরে ।  
 সাধকত্ব যায় তবে সিদ্ধত্ব প্রচারে ॥  
 স্নেহ মান আদি করি ক্রমে বাড়ি যায় ।  
 রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব পায় ॥  
 সিদ্ধের স্বভাব পাইতে বহু বাহ্য করে ।  
 ইহাতেই লোভ চেষ্টা বাড়য়ে বিস্তারে ॥  
 তথাহি ।

বাক্যরূপো যথা মন্ত্রো মন্ত্রাধীনা চ দেবতা ।  
 নির্জনে জলমধ্যে বা স্মৃতিধ্যানার্চনে বিধিঃ ॥ ২১  
 ধ্যানার্চনে বিধি হয় কিংবা করে স্মৃতি ।  
 বর্তমান বিনে সৈব অসম্ভব :

। বাক্যরূপী মন্ত্র ও মন্ত্রাধীন দেবতা । সেই দেবতাকে নির্জনে  
 স্থানে জলমধ্যে বা অন্ত বস্তুতে স্মরণ পূর্বক ধ্যান ও অর্চনা  
 করিবে, ইহাই বিধি । কিন্তু ভগবদ্বিগ্রহাদি বর্তমান না থাকিলে  
 সেই বিধি অসম্ভব হয়, এজন্য শৈলী দারুময়ী প্রভৃতি অষ্টবিধ প্রতি-  
 মাতে সাধক অর্চনা করিবেন । সিদ্ধাবস্থায় মানসসেবা স্বতই  
 উদ্ভিত হয় । ( ক ) ॥ ২১ ॥

( ক ) শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখা চ সৈকতী ।

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্তুতা ॥

( হরিভক্তিবিলাসে )

প্রস্তর, দারু ও ধাতু নির্মিত, চিত্র পটাদি, লেখা পুস্তকাদি, বাসুকাময়ী মনোমধ্যে  
 কল্পিত ও শালগ্রাম । প্রতিমা এই অষ্ট প্রকার ।

বাক্যরূপ যথামাত্র মন্ত্রাধীন দেবা ।  
 স্মরণে সাক্ষাৎ করি করে নানা সেবা ॥  
 অতএব মানসিক সাধন ভজন ।  
 দীক্ষরত্ব হইলে নহে কোন ঘিঘটন ॥  
 মানস ভজন এই বড় বিপরীত ।  
 বর্তমান বিনে সেবা সব অনুচিত ॥  
 তবে কহি গ্রন্থ শাস্ত্রে প্রমাণ বিস্তর ।  
 কেবা কোনরূপে কহে কে বুঝে অন্তর ॥  
 এই পুংস দেহ-হয় বিষয় কেবল ।  
 সাধু মুখে লীলা রস আশ্বাদে সকল ॥  
 তাহে দৃঢ় চিত্ত হইলে ভাবোৎপত্তি হয় ।  
 ভাব সিদ্ধ হইলে প্রেমা জানিহ নিশ্চয় ॥  
 আশ্রয় বাতীত প্রেমার না হয় উৎপত্তি ।  
 প্রেম বিনে নাহি জানে ভজনের রীতি ॥  
 যুবতীত্ব হইলে তবে কহিয়ে আশ্রয় ।  
 কৃষ্ণসহ ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রিয় হয় ॥

তথাহি ।

বিষয়ঃ পুংসো দেহোহয়ং রসাস্বাদোহত্র কেবলং ।

আশ্রয়-স্বীকৃত্যাপন্নঃ কৃষ্ণেন ক্রীড়য়ন্ সহ ॥ ২২ ॥

পুরুষের এই দেহই প্রথম আশ্রয়, অতএব এই দেহে আশ্রয়  
 স্বরূপ স্ত্রীতাব প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিবে এবং এই  
 ভাবেই বর্তমান দেহে কেবল রসাস্বাদ হয় ॥ ২২ ॥

একের কহিলে ক্রম সবা কার জ্ঞানি ।

ইহাতেই পঞ্চ রস দেখে অমুমানি ॥

প্রবর্ত সাধক সিদ্ধ এইত নির্ণয় ।

দিওঁ মাত্র জানাইল বহুত আছয় ॥

তথাহি ।

মানসে কুরতে সেবাং যথা স্বপ্নেন পশ্যতি ।

ভাবান্তে কুত্র সা রাধা কুত্র কৃষ্ণে ন দৃশ্যতে ॥২৩॥

অপ্রাপ্ত-নিত্যদেহস্য কথং সেবা বিধীয়তে ।

সেবার্থে লালসাং কুর্য্যাৎ কদা মে সফলং ভবেৎ ॥২৪॥

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া ।

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নির্ভারুচী তথা ॥২৫॥

অথাসক্তিস্ততোর্ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়তি ।

সাধকানাং যং ভাবপ্রাতুর্ভাবো ভবেৎ ক্রমাৎ ॥২৬॥

সাধক ভাবাক্রান্ত হইলে সিদ্ধাবস্থায় স্বপ্নের ন্যায় মানসে  
শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন । ভাবাবসানে কৃষ্ণ বা রাধা কিছুই  
দেখিতে পান না ॥ ২৩ ॥

নিত্য দেহ প্রাপ্ত না হইলে কৃষ্ণ সেবা হয় না ।’ অতএব “কবে  
আমার সাধন সফল হইবে” এই লালসা সর্বদাই করিবে ॥ ২৪ ॥

ভক্তাধিকারীর পক্ষে প্রথমতঃ শ্রদ্ধা বা লালসা । দ্বিতীয়তঃ  
সাধুসঙ্গ । তৎপরে অনর্থনিবৃত্তি । তৎপরে নির্ভা ও রুচির অধি-  
কার হইবে ॥ ২৫ ॥

ইহার পর যথাক্রমে সাধক হৃদয়ে আসক্তি ও প্রেমোদয় হইয়া  
থাকে ॥ ২৬ ॥

প্রেম স্নেহসুখা মানঃ প্রলয়ো রাগ এব চ ।  
 অথানুরাগভাবস্ত মহাভাবঃ ক্রমাপ্তিতঃ ॥ ২৭ ॥  
 শান্তানাং ভবতি প্রেমা দাস্তানাং রাগ এব চ ।  
 সখ্যাদীনাং তথা সাদিত্যনুরাগো ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥  
 ভাবশ্চ স্নবলাদীনাং গোপীনাং ভাব উত্তমঃ ।  
 যেষাঞ্চ ক্রমসংখ্যানাং প্রাপ্তিমিবং প্রচক্ষতে ॥ ২৯ ॥  
 অন্তরে প্রকৃতিমুখ্যা বাহ্যে পুংসা প্রকট্যতে ।  
 স্বস্ব-ভাবে সদা ময়ঃ পুংসাচারং ন চাচরেৎ ॥ ৩০ ॥  
 অন্ত্যভাবান্ পরিত্যজ্য রাধাভাবং সমাপ্তিতঃ ।

ইহার পর প্রেমোদয় হইলে মান, প্রলয় (ধ), রাগ ও অনুরাগের চরম মহাভাব উপস্থিত হয় ॥ ২৭ ॥

এতন্মধ্যে শান্তের প্রেম, দাস্তের কেবল অনুরাগ, সখ্যাতির ও অনুরাগ মাত্র ॥ ২৮ ॥

স্নবলাদির গোপী ভাব উত্তমভাব-মধ্যে পরিগণিত, কারণ ইহাদের ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণপ্রাপ্তিই ইহঁরা থাকে ॥ ২৯ ॥

অস্তঃকরণে মুখ্য প্রকৃতি অর্থাৎ জীভাব, বাহ্যে পুরুষ ভাব । এইরূপে স্ব স্ব সিদ্ধ ভাবে মগ্ন হইবে, পুরুষাচার কদাচ আচরণ করিবে না ॥ ৩০ ॥

অন্ত্য ভাব ত্যাগ করিয়া রাধাভাব আশ্রয় করিবে এবং রাধাভুগা

( ধ ) প্রলয়ঃ স্বহৃৎখাত্যাং চেষ্টাজ্ঞান-নিরাকৃতিঃ ।

অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহানিগতনাদয়ঃ ॥ ( রসায়তে )

স্ব ও হৃৎ বশতঃ নিশ্চেষ্টতা ও জ্ঞানশূন্যতার ন্যূন প্রলয় । ইহাঙ্গে ভূগতন প্রভৃতি অনুভাব সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

ভবেভদ্রনুগারূপা মঞ্জর্যাখ্যাং প্রনূরতে ॥ ৩১ ॥

তদাখ্যা চ গুরোদ্ভা নিত্যসৈব প্রসিদ্ধিতঃ ।

হৃদয়ে চিস্তিতে নিত্যং ক্রমতা প্রাপ্যতে গুরৌ ॥ ৩২ ॥

ভজনশ্রু ফলেনাপি ভবন্তি ব্রজকন্যকাঃ ।

ব্রজরাজস্বতং কৃষ্ণং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

তথাহি বৈষ্ণবতোষণ্যঃ ।

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বৈ দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ।

দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তু মিচ্ছন্ সুবিগ্রহং ॥ ৩৪ ॥

তে সর্বৈ স্ত্রীস্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে ।

হরিং কামেন সংপ্রাপ্য ততোমুক্তা ভবার্ণবাং ॥ ৩৫ ॥

হইয়া মঞ্জরী-আখ্যা প্রকট করিবে ॥ ৩১ ॥

সেই প্রসিদ্ধ ভাবটী গুরুদেবের প্রদত্ত । কারণ ইহাই চিরন্তন প্রথা । ঐ গুরুদত্ত সেবাস্বিকারের ভাব হৃদয়ে সর্বদা চিন্তা করিয়া গুরুর নিকট সিদ্ধিলাভ করা যায় ॥ ৩২ ॥

সাধক, ভজন-ফলেই ব্রজকন্যা হইয়া থাকেন এবং ব্রজরাজ নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৩৩ ॥

পুরাকালে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ রামরূপী হরিকে দর্শন পূর্বক রূপে মুগ্ধ হইয়া তদীয়রূপ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন এবং পরে তাঁহারা সকলেই গোকুলে জন্মগ্রহণ পূর্বক স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হইয়া ও কাম বশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া ভবার্ণব হইতে মুক্ত হইয়া ছিলেন ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥



৫। অথ আরোপঃ ।

বৃন্দাবন বনকুঞ্জ করিব চিন্তিত ।

নিতি নিতি কুঞ্জসেবা সখীর সহিত ॥

সখীর স্বরূপ হয় সখী অমুগত ।

সখী বিমু কুঞ্জসেবা না হয় বেকত ॥

সিদ্ধ সাধকে সেবা সম করি মানি ।

সাক্ষাৎ মানস তাহে দ্বিবিধ বাথানি ॥

সিদ্ধ দেহে সাহজিক (১) সাক্ষাৎ সেবন ।

মানসে করিব সেবা সাধক লক্ষণ ॥

যথাস্থিত দেহে নিজ অন্তর্মনা হ'য়া ।

গুরুদত্ত বর্ণ বস্ত্র প্রকট করিয়া ॥

ব্রজলোক অমুগত আপনে হইব ।

ব্রজ অমুসারে সেবা তবে সে করিব ॥

তথাহি ।

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্ত্ব হি ।

তদ্ভাবভাবনায়ুক্তা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥ ৩৬ ॥

সখীর সঙ্গিনী হঞা করিব সেবনা ।

চাহিয়া লইব সেবা করিয়া প্রার্থনা ॥

স্বাধাক্ষুণ্ণ মনোরম্য নিজ সেবা যত ।

সখীর আজ্ঞায় সেবা করিব বেকত ॥

সাধকবস্থায় যে সেবা, তাহাই সিদ্ধাবস্থায় হইয়া থাকে, তবে পার্থক্য এই যে, সিদ্ধাবস্থায় সেবা তদ্ভাব ও ব্রজবাসিজনের অমুসারে করিতে হয় ॥ ৩৬ ॥

(১) সাহজিক—স্বাভাবিক ।

তথাহি ।

সখীনাং সঙ্গিনীরূপা আত্মনা বাসনাময়ী ।

আজ্ঞাসেবা পরং তত্ত্বং রূপালঙ্কারভূষিতং ॥ ৩৭ ॥

সেবা অমুসার কাল আছয়ে নিয়ম ।

ক্রমে ক্রমে করিবেক নহে যেন-ভ্রম ॥

সেবা অন্তে নিজ জনে করিয়া প্রগতি ।

পুনরপি বাহুদেহে করিবেক স্থিতি ॥

বাহু দেহে সদা করে শ্রবণ কীর্তন ।

সাধুযুখে লীলা-কথা চর্কিত চর্কণ ॥

তাহাতেই সুখ দুঃখ পূর্য্যাপর মত ।

সাধকে সিদ্ধের ভাব হয়-আবিকূর্ত ॥

ভাবিতে ভাবিতে পঙ্ক আগনি হইব ।

পঙ্ক হইলে কুঞ্জ সেবা সহজে করিব ॥

সাধক স্বভাবে যত করিব ভাবন ।

সিদ্ধ হইলে প্রাপ্ত হয় গ্রন্থের লিখন ॥

তথাহি ।

সাধকস্ত যথা ভাবঃ সিদ্ধে প্রাপ্তো ন সংশয়ঃ ।

সিদ্ধাবস্থায় নিজে স্ত্রী ভাবাক্রান্ত ও বাসনাময়ী হইয়া শ্রীরাধার  
সখীর সঙ্গিনীরূপে নিজেকে চিন্তা করিরে এবং সখীগণের রূপাক্রম  
অলঙ্কারে ভূষিত ও সখীগণের আজ্ঞাসেবাকে পরম তত্ত্ব  
জানিবে ॥ ৩৭ ॥

প্রতিপদাদি চক্রকলা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া যেমন পূর্ণিমা  
পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়া থাকে, সেইরূপ সাধকের ভাব সিদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত

প্রতিপদাদি চন্দ্রস্য পূর্ণত্বং পূর্ণিমা বধি ॥ ৩৮ ॥

এই ত কহিল সেবা সাধোর নির্ণয় ।

সংক্ষেপে কহিল ইহা বিস্তর আছেয় ॥

শ্রদ্ধা করি যেই ইহা করয়ে শ্রবণ ।

অচিরে মিলয়ে রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥

৬। অথ স্থান নির্ণয়ঃ ।

যস্য বাসঃ পুরাণাদৌ খ্যাতঃ স্থানচতুর্কয়ে ।

ব্রজে মধুপুরে চৈব দ্বারবত্যাঞ্চ গোলোকে ॥ ৩৯ ॥

গোলোকে মথুরায়াঞ্চ দ্বারবত্যাং ততঃ ক্রমাৎ ।

পূর্ণঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণতমঃ কৃষ্ণঃ ইতি ত্রিধা ॥ ৪০ ॥

ব্রজে কৃষ্ণ সর্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ণতম ।

পুরীষয়ে মথুরাদি পূর্ণতর পূর্ণ ॥

৭। অথ কুঞ্জ নির্ণয়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব অংশে কুঞ্জ সন্নিধান ।

সকল কুঞ্জের মধ্যে কুঞ্জের প্রধান ॥

নিভৃত নিকুঞ্জ নাম রাধিকার হয় ।

অদ্বুত মাধুরী কুঞ্জ প্রেম সুধাময় ॥

ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া শেষ সীমা প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোনই সংশয় নাই ॥ ৩৮ ॥

ব্রজ, মথুরা, দ্বারকা এবং গোলোক এই চারিটা স্থান বাহার বাসস্থান বলিয়া পুরাণাদি শাস্ত্রে কথিত আছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ যথাক্রমে গোলোকে পূর্ণতম মথুরায় পূর্ণতর, দ্বারকাতে পূর্ণ । এখানে ক্ষতিশাস্ত্রানুসারে গোলোক ও বৃন্দাবন এক ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

সকল কুঞ্জের আভা পরম চিহ্নণ ।

আনের কা কথা দেখি মুকুছে মদন ॥

রাধিকার বর্ণ বস্ত্র জগতে বিদিত ।

কুঞ্জের প্রেমসী শ্রেষ্ঠা জগতে পূজিত ॥

নীলবস্ত্র পরিধান রক্ত বসন ।

গোরোচনা জিনি বর্ণ তপত কাঞ্চন ॥

অষ্ট দিকে অষ্ট কুঞ্জ অষ্ট কুঞ্জেশ্বরী ।

ললিতাদি সখী তাহা কহিল বিবরি ॥

৮। অথ অনঙ্গমঞ্জরী কুঞ্জঃ ।

শ্রীরাধাকুণ্ডয়োর্মধ্যে বসতেহনঙ্গমঞ্জরী ।

মারকৈশোর-কুঞ্জাখ্যে লীলোজ্জ্বল-মনোরমে ॥৪১॥

বসন্তকেতকীবর্ণা নীলবাসা বিলাসিনী ।

সখীনাং পরমারাধ্যা রাধা প্রাণাধিকা প্রিয়া ॥ ৪২ ॥

ইতি কুঞ্জ নির্ণয়ঃ সম্পূর্ণঃ ।

৯। অথ রতিনির্ণয়ঃ ।

তথাহি সমর্থরতি-লক্ষণং ॥

কুণ্ডসৌখ্যে সদা চেষ্টা স্বস্বথৈঃ পরিবর্জিতা ।

“মার কৈশোর” নামক কুঞ্জটা লীলা দ্বারা উজ্জ্বল ও মনোরম এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত, ইহাই শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর বাসস্থান । ইহার বর্ণ বসন্তকালীয় কেতকীপুষ্পের ছায়া, বস্ত্র নীলবর্ণ, নিজে বিলাসবতী, সখীগণের পরমারাধ্যা এবং শ্রীরাধার প্রাণাধিক প্রীতিপাত্র ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

শ্রীরাধাদি সমর্থ্য নারিক, ইহারা আত্মস্বথবিহীন এবং কৃষ্ণাদি

কৃষ্ণাদি-দর্শনাজ্জাতা সমর্থ্য রাধিকাদিষু ॥ ৪৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

আপনার সুখ দুঃখ না করে বিচার ।

কৃষ্ণসুখ হেতু চেষ্টা মনো ব্যবহার ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ তাঁর সম্বন্ধীয় গণ ।

দেখিলে জন্ময়ে রতি সমর্থ্য লক্ষণ ॥

অতি গাঢ় রতি সেই রাধাতেই রহ ; -

রাধা বিহু তারতম্য অন্তত আছে ॥

অথ সমঞ্জসরতি-লক্ষণং ।

জানাতি পত্নীং কৃষ্ণস্ত সখদুঃখং পরম্পরং ।

শ্রবণাদর্শনাজ্জাতা রতিঃ স্নেহং সমঞ্জসা ॥ ৪৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

আপনাকে পত্নীভাব কৃষ্ণে পতি মানে ।

সমঞ্জসা রতি জন্মে শ্রবণ দর্শনে ॥

আত্মসুখ পরসুখ সম করি লয় ।

অতএব সমঞ্জসা রতি তারে কয় ॥

অত্যন্ত নিবিড় রতি কুশ্লিণ্যাদি গণে ।

পরম্পর সুখ দুঃখ ~~কৃষ্ণ~~ কৃষ্ণসনে ॥

দর্শন মাতে ইহাদের কৃষ্ণসুখ জন্ম সর্বদা চেষ্টা হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

সমঞ্জসা নারিকা আপনাকে কৃষ্ণপত্নী ও পরম্পরের সুখ ও দুঃখ  
জানিতে পারেন । এই সমঞ্জসা রতি শ্রবণ ও দর্শন মাতে হইয়া  
থাকে ॥ ৪৪ ॥

অথ সাধারণী রতিঃ ।

কেবলং স্বমুখং বেত্তি রতিঃ সাধারণী মতা ।

কৃষ্ণশ্চ দর্শনাজ্জাতা পরসৌখ্য-বিবর্জিতা ॥ ৪৫ ॥

অন্তর্গতঃ ।

রতি শাস্ত্রা নহে রতি নাম সাধারণী ।

আপনার মুখ চেষ্টা অগ্র নাহি জানি ॥

সাক্ষাতে দেখিলে কৃষ্ণ তাহার উৎপত্তি ।

কুব্জায় সাধারণী মথুরায় স্থিতি ॥

সমর্থা কৌস্তভ সমঞ্জসা চিস্তামণি ।

সাহজিক মণি প্রায় রতি সাধারণী ॥ ( গ )

বক্ষেতে কৌস্তভ মণি কৃষ্ণ কণ্ঠহাব ।

তিন স্থানে তিন মণি হয় অলঙ্কার ॥

কটিতে কিঙ্কণী চিস্তামণি শোভা করে ।

পদযুগে মণিময় সুপূর বন্ধরে ॥

এই ত কহিল তিন রতির লক্ষণ ।

তাব অনুসারে ভক্ত করে আশ্বাদন ॥

যে রতিতে কেবল নিজমুখ মাত্র জানিতে পারা যায় তাহা সাধারণী রতি, ইহাতে পরের মুখবোধ থাকে না । এই রতিও কৃষ্ণদর্শনে হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

( গ ) সমর্থা কৌস্তভমণির মত বক্ষের ভূষণ স্বরূপা, সমঞ্জসা চিস্তামণি তুল্য হৃদয়ের আরাধ্যা বা চিন্তনীয়, এবং সাধারণী নাস্তিকার রতি স্বাভাবিক বা সাধারণ মণির ছায় । এই তিনের মধ্যে সমর্থা শ্রেষ্ঠা, সমঞ্জসা মধ্যমা এবং সাধারণী কনিষ্ঠা বা অধমা ।

উক্তং হি শ্রীমদ্রত্নলীলমণৌ স্থাযিতাবধিকরণে ২৯—৩৮ ।

সাধারণী নিগদিতা সমঞ্জসাসৌ সমর্থী চ ।  
কুজাদিষু মহিষীষু চ গোকুলদেবীষু চ ক্রমতঃ ॥ ৪৬  
মণিবচ্ছিত্তামণিবৎ কৌস্তভমণিবত্রিধাভিমতা ।  
নাতিশূলভেয়মভিতঃ সূদূর্লভা আদনশূলভ্যা চ ॥ ৪৭  
নাতিসান্দ্ৰা হরেঃ প্রায়ঃ সান্ধাদর্শনসম্ভবা ।  
সম্ভোগেচ্ছানিদানেয়ং রতিঃ সাধারণী মতা ॥ ৪৮ ॥  
পত্নীভাবাভিমানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিজা ।

ইহাদের লক্ষণ উজ্জয়নীলমণিতে উক্ত আছে, তদর্থং যথা—

উল্লিখিতা রতি তিন প্রকার । সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থী । ইহাব  
উদাহরণ স্থল যথাক্রমে কুজা, মহিষী ও ব্রজসুন্দরী বা গোকুল  
দেবী । ভেদত্রয়ের উপমান যথাক্রমে মণি, চিত্তামণি ও কৌস্তভ  
মণি । তাৎপর্য্য যথা—মণি যেমন অত্যন্ত শূলভ নয়, তদ্রূপ  
কুজাদি ব্যতিরেকে সাধারণী রতি শূলভা নয় অর্থাৎ কুজাদিতেই  
শূলভা । চিত্তামণি যদ্রূপ চতুর্দিকে সূদূর্লভ, তেমনি কৃষ্ণ-মহিষী  
ব্যতিরেকে সমঞ্জসা রতি অত্নত শূলভা হয় না । অপর, কৌস্তভমণি  
যেমন জগদদূর্লভ, তাহা কৃষ্ণ ব্যতীত অত্নত লভ্য হয় না, তদ্রূপ  
গোকুললীলা ভিন্ন সমর্থী রতি কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না ॥ ৪৬ ॥ ৪৭

যে রতি অতিশয় গাঢ় হয় না, প্রায় কৃষ্ণ দর্শনেই উৎপন্ন হইয়া  
থাকে এবং সম্ভোগেচ্ছাই বাহার আদি কারণ, তাহাকে সাধারণী  
রতি কহে ॥ ৪৮ ॥

যাহাতে পত্নীত্বাভিমান হয়, যাহা গুণাদি শ্রবণে উৎপন্ন হয়,  
এবং যাহাতে উভয়গত সাম্যবোধ থাকায় “আমা ইহিতে অগুথ

কচিন্দেদিতসন্তোস্তৃত্বা সান্দ্রা সমঞ্জসা ॥ ৪৯ ॥

কিঞ্চিদ্বিশেষমাত্ম্যন্ত্য সন্তোগেচ্ছা বয়াভিতঃ ।

রত্যা তাদাত্ম্যমাপন্না সা সমর্থতি ভণ্যতে ।

স্বস্বরূপান্তদীয়া দ্বা জাতো বৎকিঞ্চিদময়াৎ ।

সমর্থ্য সর্ববিস্মারিগন্ধা সান্দ্রতমা মতা ॥ ৫০ ॥

ইতি রতিনির্ণয়ঃ সম্পূর্ণঃ ।

তোমার অধিক প্রেমবতী” ইত্যাকার ভাব উপস্থিত হওয়ায়, সন্তোগ তৃত্বা এবং সময়ে সময়ে স্বাভাবিক প্রেমের পরিপাটী বশতঃ ভেদ-প্রাপ্ত বা পৃথক্ হইয়া যায়, সেই রতির নাম সমঞ্জসা ॥ ৪৯ ॥

যে রতিদ্বারা সন্তোগেচ্ছা একতা প্রাপ্ত হয়, তাহাব নাম সমর্থ্য । ইহা সাধারণী ও সমঞ্জসা হইতে কিঞ্চিৎ বিশেষ ।

সেই বিশেষের তাৎপর্য্য যথা—সন্তোগ দুই প্রকার । প্রিয়-জনের স্নেহ হইলে নিজেজন্মের তৃপ্তি বশতঃ আত্মস্নেহ । এই এক প্রকার । নিজের স্নেহ হইলে “প্রিয়জনের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছে” ভাবিয়া স্নেহানুভব । এই দ্বিতীয় প্রকার । এতলে-পূর্ব্বটী কামপর, কারণ তাহাতে আত্ম হিতের উন্মুখতা আছে । দ্বিতীয় ইচ্ছাটীকে রতি বলা যায়, গেহেতু ইহাতে প্রিয়জনেরই হিতের জন্য উন্মুখতা অনুভূত হয় । ললনানিষ্ঠস্বরূপ এবং কৃষ্ণ-স্বস্বকীয় যে কোন স্বরূপ বশতঃ বাহার উৎপত্তি হয় তাহার নাম-সমর্থ্য । ইহার উৎপত্তি মাত্রেই কুল, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য ও লজ্জাদি সন্মুদয় ভুলিতে হয় । এই রতি এত গাঢ় যে, ইহাকে অস্ত্র ভাবে ভেদ করিতে পারে না ॥ ৫০ ॥



১০ । অথ বক্তিকলং ।

সমর্থ্য রতির গন্ধে কৃষ্ণমন হবে ।

আমি রাধিকার দাস জানয়ে অন্তরে ॥ •

তথাহি ।

কোটিকল্লাবধিঃ কৃষ্ণো রাধিকা-স্বাগবন্ধতঃ ।

জানাতি রাধিকাদাসং মন্যতে সকলং জনুঃ ॥ ৫১ ॥

সমঞ্জসা রতি কৃষ্ণে নারে আকর্ষিত ।

মহিষীর রস কৃষ্ণ নহে কদাচিত্তে ॥

তথাহি ।

কারাগারে যথা বদ্ধো মহিষীগণঃ সঙ্গমে ।

বৃন্দাবন-রসোল্লাসং সর্বদা হৃদি চিন্তয়েৎ ॥ ৫২ ॥

সাধাবণী রতি কৃষ্ণ স্পর্শ নাহি করে ।

রূপা জানাবার হেতু স্পর্শিল তাহারে ॥

তথাহি ।

যৎক্ষণাচ্চপলা মেঘে কুজাস্পর্শস্ত তৎক্ষণাৎ ।

স্বপ্নেনাপি যথা সঙ্গমেতজ্জানাতি মাধবঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি বক্তিকলং সম্পূর্ণং ।

শ্রীকৃষ্ণ বাশাখাণে বদ্ধ, 'এজ্ঞা কোটিকল কাল নিজে শ্রীরাধার দাস ভাবিয়া জীবনকে সফল বোধ করেন ॥ ৫১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ দ্বাবকাস্থিত মহিষীগণের সঙ্গমকে কারাগারস্থিত অপরাধীর ভোগাস্বাদের ত্রায় মনে করিয়া, সর্বদা বৃন্দাবনের রস-বিলাস হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আকাশে মেঘমধ্যে বিছাতের বিলাসের ত্রায় কুজার সঙ্গমকে স্বপ্নদৃষ্ট বা ক্ষণিকরূপে বিবেচনা করেন ॥ ৫৩ ॥

১১। অথ প্রাপ্তিনির্ণয়ঃ ।

ভক্তির আশ্রয় হঞা জন্মে কর্মকাণ্ড ।

নানা যোনি ভ্রমে তার প্রাপ্তি হয় অণ্ড ॥ ( ঘ )

যোগনার্গে ভজে পরমাত্মা প্রাপ্ত হয় ।

সর্বভূত অন্তর্যামী সেই মহাশয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১।২।৪২ ।

তমিমমহমজং শরীরভাজাং

হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্লিতানাং ।

প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং

সমধিগতোহস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক ক্ষীরোদধি নাম ।

পালয়িতা বিষ্ণু সেই তার নিজ ধাম ॥

কর্ম যোগ ছাড়ি যদি করে অণ্ড ভেদ ।

ক্রমে ক্রমে তার সব হয় পরিচ্ছেদ ॥ ( ঙ )

(ঘ) ভক্তিমার্গের পথিক হইয়াও যে ব্যক্তি কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেন, তাহার নানা যোনি ভ্রমণ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণাত্মক সংসার নিবৃত্ত হয় না, বস্তুতঃ ব্রহ্মাণ্ডেই গতাগতি করিতে হয় ।

ভীষ্ম কহিলেন, এক সূর্য্য যেরূপ প্রত্যেকের দৃষ্টিতে অনেকধা প্রতিভাতি হয়, সেইরূপ এক পরমাত্মা স্বয়ং নিশ্চিত প্রাণিগণের প্রত্যেক হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন । আমি ভেদরূপ মোহজালকে অতিক্রম করিয়া সেই অজ অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৫৪ ॥

(ঙ) কর্মযোগ চিত্তশুদ্ধির কারণ, সেই চিত্তশুদ্ধি উৎপন্ন হইলে তবে ভক্তি যোগের অধিকার জন্মে এবং তৎপরে তাহার সংসার নিবৃত্তি হয় ।

যোগমিশ্রা ভক্তি করি কবয়ে ভজন ।

বিরজা তাহার প্রাপ্তি বিষ্ণুর চরণ ॥

মইংশ্রষ্টা পুরুষ সেই মহাবিষ্ণু নাম ।

মঠৈশ্বর্যাময় বার বিরজা নিত্যধাম ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ।

যশ্চৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য

জীবন্তি লোমবিলজা জগদগুনাথাঃ ।

বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫৫ ॥

জ্ঞানমার্গে ভজে প্রাপ্তি হয় নিবাকাব ।

কৃষ্ণ-অঙ্গ-প্রভাবলি ব্রহ্ম খ্যাতি যাব ॥

জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম সেই বৈকুণ্ঠ বেষ্টিত ।

পরম উজ্জল বেদ শাস্ত্রেতে ব্যাপিত ॥

যোগমিশ্রা ভক্তি আর জ্ঞান পরিচ্ছেদি ।

তবে ত বিরজা ব্রহ্ম লোক যায় ভেদি ॥

বৈধী ভক্তি মার্গে ভজে নাহি জানে আন ।

মারায়ণ প্রাপ্তি হয় পরব্যোম ধাম ॥

যাহারি লোমচ্ছিন্ন হইতে কত কত ব্রহ্মাণ্ডপতির জন্ম হয় এবং  
তাঁহার, যাহার নিশ্বাস বায়ুকণ কালকে অবলম্বন করিয়া জীবন  
ধারণ করেন, তাঁহার নাম মহাবিষ্ণু, সেই মহাবিষ্ণুও যাহার কলা  
বা অংশ বিশেষ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন  
করি ॥ ৫৫ ॥

- লক্ষ্মীর সহিত ধীর সতত বিলাস ।  
 • সালোকাদি চতুর্মুক্তি ( ১ ) বাঁহার প্রকাশ ॥  
 • হেন বৈধী ভক্তি যদি দূরে পরিহবে ।  
 পরব্যোম ভেদ করি যায় অছাত্তরে ॥  
 রাগমার্গে ভজে, করে ঈশ্বরত্ব জ্ঞান ।  
 গোলোকে তাহার প্রাপ্তি স্বয়ং ভগবান্ ॥ ( ৫ )  
 স্বয়ং রূপ কৃষ্ণকব য়েহো কবেন সহায় ।  
 প্রকটাপ্রকট লীলা তাঁহার উচ্ছায় ॥  
 ঈশ্বরত্ব ছাড়ে শুদ্ধ ভক্তির আশ্রয় ।  
 • বৃন্দাবনে রাধা প্রাপ্তি ব্রজেন্দ্র তনয় ॥ ( ৬ )  
 পরম সাধুর্যাময় স্বয়ং রূপ নাম ।  
 বাঁহার দ্বিতীয় দেহ স্বয়ং ভগবান্ ॥  
 সূদামাদি সখা বার জ্যেষ্ঠ বলরাম ।  
 রাধিকা প্রেয়সী যাব নন্দীশ্বর ধাম ॥

( ৫ ) রাগমার্গে কৃষ্ণ ভজন করিয়াও যিনি কৃষ্ণকে ঈশ্বর ভাবেন অর্থাৎ সম্বন্ধানুগা ভক্তি করেন না, তিনি ব্রজধাম লাভের অধিকারী নহেন, কিন্তু গোলোকধামে স্বয়ং ভগবান্কে লাভ করিতে পারেন ।

( ৬ ) ঈশ্বরত্বভাব বর্জিত হইয়া সম্বন্ধানুগা বিশুদ্ধ ভক্তির আশ্রয় করিলে, তবে বৃন্দাবনধামে শ্রীরাধার সহিত শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দনকে প্রাপ্ত হইবেন ।

( ১ ) সালোকা—সমান লোকে বাস । সাষ্ট—হৃষ্ট কর্তৃক । সামীপ্য-নিকটে বাস । একত্ব—একরূপ হওয়া অর্থাৎ নিকট ।

নন্দঘোষ পিতা যার মাতা যশোমতী ।  
 নিত্যলীলা করে বৃন্দাবনে অবস্থিতি ॥  
 হেন কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় শ্রীমতী রাধিকা ।  
 ললিতা বিশাখা আদি যত প্রাণাধিকা ॥  
 রাগমার্গে ভজনের বড় দেখি দায় ।  
 মুখে মাত্র বলে কেহ অস্ত নাহি পায় ॥  
 আধিদৈবিকাধিভৌতিকাধ্যাত্মিকত্ৰয় ।  
 সব তাপ হইতে আদি মুখ্য তিন হয় ॥  
 আগে এই তিন তাপের করিব মোচন ।  
 . রাগমার্গ ভজনের এইত লক্ষণ ॥ ( জ )

( জ ) দুঃখ তিন প্রকার । আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, অধি-  
 দৈবিক । ( ১ ) বাত, পিত্ত, ক্লেম্মার বৈষম্যানিবন্ধন শারীরিক এবং  
 কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষা, বিষাদ এবং অভিলষিত  
 বিষয়ের অপ্রাপ্তি বশতঃ মনস্তাপ নিবন্ধন মানসিক, আধ্যাত্মিক দুঃখ  
 এই দুই প্রকার । এইগুলি সমস্তই আন্তরিক উপায়সাধ্য বলিয়া ইহা  
 আধ্যাত্মিক সংজ্ঞায় কথিত । ( ২ ) বাহ্য উপায়সাধ্য দুঃখ দুই  
 প্রকার । যথা—মানুষ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবরাদি নিবন্ধন  
 যে দুঃখ তাহা আধিভৌতিক দুঃখ । ( ৩ ) বক্ষ, রাক্ষস, ভূত,  
 প্রেতাদি গ্রহাবেশ বশতঃ যে দুঃখ তাহা আধিদৈবিক । অবাস্তব  
 ভেদ থাকিলেও আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই  
 সমষ্টিতে তিন সংজ্ঞা । কাম ক্রোধাদি, মানুষ পশ্বাদি, বক্ষ  
 রাক্ষসাদি দ্বারা কিরূপ ভাবে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহার বিস্তৃতি  
 নিম্নয়োজন, তাহা স্বতই সাধারণের গোধ্য । জাগতিক বাবতীয়  
 দুঃখ এই তিন প্রকারের অন্তর্গত ।

সাধু শাস্ত্র গুরুকৃপা যদি ভাগ্যে হয় ।  
 শ্রবণ দর্শনে তিনে উপজায় ক্ষয় ॥  
 কৰ্ম্মাভ্যাসাথা রাগভক্তি কল্পবৃক্ষ ।  
 ভক্তি নিষ্ঠা অস্ত্রে কাটি করিব নিলক্ষ ॥  
 তবে যথোচিত বৃক্ষে করিব পালন ।  
 ফলিলে সে প্রেমফল করিবে ভক্ষণ ॥  
 এই ত কহিল মুণ্ডি প্রাপ্তির উপায় ।  
 এমতি ভজিলে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পায় ॥  
 শ্রদ্ধা করি যেই ইহা করয়ে শ্রবণ ।  
 কৰ্ম্ম যোগ জ্ঞান বাধি হয় বিমোচন ॥ ( ক )  
 কস্তুরীমঞ্জরী ( ২ ) পাদপদ্ম করি ধ্যান ।  
 সংক্ষেপে কহিল কিছু প্রাপ্তির আধান ॥

ইতি প্রাপ্তিনির্ণয়ঃ সংপূর্ণঃ ।

১২ । অথ স্বকীয়া ।

**কাস্তং প্রিয়ং স্বয়ং প্রাপ্তা পত্ন্যরাদেশতৎপর।**

উল্লিখিত তিন প্রকার দুঃখই অন্তঃকরণ-বর্ত্তিনী চেতনা শক্তির প্রতিকূল এবং সেই প্রতিকূল ভাবে সম্বন্ধ স্থির করাই দুঃখের নিবৃত্তি ।

( ক ) ভক্তিয়োগে পূর্ণাধিকার হইলে কৰ্ম্ম ও জ্ঞানযোগ নিশ্চয়োজন হয়, সুতরাং তাহা ব্যাধিতুল্য ।

যে নায়িকা প্রিয় কাস্তকে স্বয়ং অর্থাৎ দূতী প্রভৃতির সহায়তা ভিন্নও লাভ করিতে পারেন, পতির আদেশ বাহার শিরোধার্য্য, যিনি

( ২ ) গ্রন্থকর্ত্তার গুরু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সিদ্ধ নাম কস্তুরী-মঞ্জরী, এখানে সেই সিদ্ধ নামের উল্লেখ করা হইয়াছে । কৃষ্ণদাস মুকুলের গুরু ।

পাতিব্রত্যা দবিচলা স্বকীয়া পরিকীর্তিতা ॥ ৫৬ ॥

১৩ । অথ পরকীয়া ।

পতিং কুলভয়ং ত্যক্ত্বা গুরুণামপি গৌরবং ।

পরভর্তৃরতা যা সা পরকীয়া প্রকীর্তিতা ॥ ৫৭ ॥

১৪ । অথ সঙ্কেতং ।

সঙ্কেতীকৃতকোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো-  
দ্বারোন্মোচনলোলশঙ্খবলয়কাণ্ডং মূহঃ শৃণুতঃ ।  
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভজরতীবাক্যেন দূনাত্মনো-  
রাধাপ্রাঙ্গণকোণকোলিবিটপিক্রোড়ে গতা শর্ব্বরী ॥ ৫৮

( পদ্যাবল্যাং । )

পাতিব্রতা ধর্ম্ম ইহাতে অবিচলিত, তাহাকে স্বকীয়া নায়িকা  
কহে ॥ ৫৬ ॥

পতি, কুলভয় এবং গুরুগৌরব এ সমস্তকেই ত্যাগ করিয়া  
যে পরপতিতে প্রত হইয়া, তাহাকে পরকীয়া নায়িকা কহে ॥ ৫৭ ॥

পরকীয়া নায়িকা বিষয়ক কাণ্ডের সঙ্কেতসূচক ভাব পদ্যাবলী  
গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে :—

“কোকিলের গ্রাম শব্দ সঙ্কেত করিলেই আমার আগমন  
অবগত হইবে” শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া এক  
দিন শ্রীরাধার দ্বারদেশে উপস্থিত । শ্রীরাধা অভ্যন্তর হইতে  
দ্বারোদঘাটন করিতেছেন এবং উদঘাটনকালে হস্তের শঙ্খবলয়  
চঞ্চল হওয়ায় সেই বলয়ধ্বনি শ্রীকৃষ্ণ বার বার শ্রবণ করিতেছেন ।  
এমন সময়ে “এ কে ? এ কে ?” জরতী অর্থাৎ বুদ্ধার এই প্রগল্ভ  
বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত অস্থিরপ্রাপ্ত হইল । অতঃ পরে

১৫। অথ ভাব ভক্তাদি ।

( হরিভক্তিসঙ্গতসিকৌ ভাবভক্তৌ ১।১ )

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্ ।

সম্যঙ্গান্ধনিতস্বাস্ত্বকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥

অথবা ।

প্রেমস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥ ৫৯ ॥

প্রবেশ করিতে পারিলেন না। শ্রীরাধার প্রাঙ্গণের কোণস্থিত বদরীবৃক্ষের আড়ালেই শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত রহিলেন। শরীরী প্রভাত হইয়া গেল ॥ ৫৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যস্থল ঠিক করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন নিখিল বস্তুর প্রতি স্পৃহাশূন্য এবং নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান রূপ জ্ঞান ও স্বেচ্ছাচ্যুত নিস্ত নৈমিত্তিক ও সাংজ্যোক্ত বৈরাগ্য যোগাত্মাসাদি কৰ্ম দ্বারা অনাবৃত হইবে। যেহেতু ভজনীয় বস্তুর অনুসন্ধান রূপ জ্ঞান ও ভজনীয় বস্তুর পরিচর্যা রূপ কৰ্ম অবশ্যই গ্রাহ্য কিন্তু ত্যাজ্য নহে। এই অবস্থার পর প্রাতিকূল্যে ভক্তির অসিদ্ধি হয় বলিয়া আত্মকূল্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর প্রবৃত্তি সম্পন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বা শ্রীকৃষ্ণ নিমিত্তক অনুশীলন করিবে। এইরূপ অনুশীলনের নাম উত্তমা ভক্তি।

যৎকালে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্ব, উত্তমা ভক্তির আত্মা বা নিত্য প্রিয়াধিষ্ঠান হয়, এবং উক্ত ভক্তি ক্ষতির উদয়িব্যমান সূর্য্য তুল্য অর্থাৎ প্রথমচ্ছবি বা অল্পরূপ প্রেমের সদৃশী হয়, অপিচ সূর্য্যকিরণে যেমন কঠিন করকা দ্রবীভূত হয় এবং তৎসদৃশ প্রেমাস্পূরও প্রাপ্যভিলাষ জনক সৌহার্দের অভিলাষ দ্বারা চিত্তকে আর্দ্র করে। সদৃশী উত্তমা ভক্তিকে ভাব বলা যায়। সংক্ষেপে কথায়, প্রেমের প্রথমাবস্থাই ভাব ॥ ৫৯ ॥



অস্বার্থঃ ।

তুচ্ছ সখ্য বিশেষায়া ভাবের লক্ষণ ।

প্রেম হৃদ্য কিরণের করণে ভঞ্জন ॥

দীপ্তিতে কঠিন চিত্ত করে দ্রবীভূত ।

এইত কহিল ভাব গ্রন্থের সম্মত ॥ ( এ )

১৬ অর্থ প্রেম ।

( হরিতত্ত্বসামুদায়িকো প্রেমভক্তৌ ১।১ )

সম্যগ্ভাষণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াশ্রিতঃ ।

ভাবঃ স এব সান্দ্ৰাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥৬০

গ্রন্থের সম্মত অর্থাৎ ভক্তি গ্রন্থের অভিপ্রেত । কারণ অল্প  
প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রে উক্ত আছে :—

“নির্ধিকারান্নকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া ॥” (দর্পণঃ ৩)

অর্থাৎ জন্মাবধি নির্ধিকার মানস মধ্যে উদ্ভূতমাত্র (অক্ষুট  
প্রতীয়মান ) যে প্রথম বিকার বা সম্ভোগেচ্ছার প্রথম স্বভাব-  
বিপর্যাস, তাহাকে ভাব বলে । এ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের মত বিশুদ্ধ  
মহত্বের কোন সম্বন্ধ নাই, সাধারণ নায়ক নায়িকা গত ভাব ও  
লক্ষ্য, কিন্তু ভক্তি শাস্ত্রের ক্রম স্বতন্ত্র, তাহা পূর্বে দেখান  
হইল । ( এ )

যাহা হইতে চিত্ত সর্বতোভাবে নির্মল হয় এবং যাহা অতিশয়  
মমতা বা ভালবাসা সম্পন্ন, একপ যে ভাব, তাহা গাঢ়তা প্রাপ্ত  
হইলেই, পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রেম বলিয়া কীর্তন করেন ।

তাৎপর্য—সাধন ভক্তি যাজন করিতে করিতে রতির উদয় হয়,  
রতি গাঢ় হইলে তাহাকে প্রেম বলে । চৈতন্যচরিতামৃতও

হন যথা—

অন্ন যোগে হৃৎ যেন ঘন দধি হয় ।

ভাবেতে মমতা যুক্ত তারে প্রেম কর ॥

১৭। অথ প্রেমভক্তিঃ । (ঐ।১।২)

অনন্যমমতা বিক্ৰো মমতা প্রেমসঙ্গতা ।

ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ ৬১ ॥

১৮। অথ উত্তমা ভক্তিঃ । (ঐ।১।২)

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাধ্যানাবৃতং ।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ৬২ ॥

হরিভক্তিরসায়তসিদ্ধু যুক্ত নারদপঞ্চরাত্রবচনে চ ।

সর্বোপাধিবিনিমুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলং ।

হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ৬৩ ॥

“সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয় ।

রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কর” ॥ ৬০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সমূহ বস্তুর প্রতি মমতাপূর্ণ হইয়া ভগবানে যে মমতা বা “আমার তিনি, তাঁহার আমি” এই মদীয়তা বা তদীয়তা জ্ঞান, ইহাকেই প্রেম বলে । এই প্রেমকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব এবং নারদ প্রভৃতি মহাশ্রগণ ভক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৬১ ॥

৫৯ শ্লোকার্থপ্রসঙ্গে উত্তমা ভক্তির অর্থ করা হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

অথবা, পূর্বোক্ত জ্ঞান কর্মাদি সমস্ত উপাধিশূন্য হইয়া তৎপর অর্থাৎ অনুকূল ও নির্মলভাবে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাকেও উত্তমা ভক্তি কহে ॥ ৬৩ ॥

১৯ । অথ রাগাঙ্গিকা ভক্তিঃ । ( তত্রৈব । ১৩১ )

ইচ্চে স্বাসিকৌ রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ ।  
তন্ময়ী যা ভবেদ্ ভক্তিঃ সাত্ত্ব রাগাঙ্গিকোদিতা ।  
স। কামরূপা সম্বন্ধরূপা চেতি ভবেদ্বিধা ॥ ৬৪ ॥

অথ রাগানুগা ভক্তিঃ । ( তত্রৈব )

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু ।  
রাগাঙ্গিকামনুষ্যতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥

অথবা ।

ব্রজানুসারিণী সেবা-প্রাপ্তিলোভাদিজা ভবেৎ ।  
তদা রাগানুগা ভক্তীরগজৈঃ পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ৬৫ ॥

অভিলষিত বস্তুতে যে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা অর্থাৎ প্রেমময়ী তৃষ্ণা তাহার নাম রাগ, সেই রাগময়ী যে ভক্তি, তাহাকে রাগাঙ্গিকা ভক্তি কহে ।

সেই রাগাঙ্গিকা ভক্তি কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা-ভেদে দুই প্রকার ॥ ৬৪ ॥

অথ রাগানুগা ভক্তি ।

ব্রজবাসি জনগণের মধ্যে প্রকাশরূপে বিরাজমানা যে ভক্তি তাহাই পূর্ব লক্ষণোক্ত রাগাঙ্গিকা ভক্তি । এই রাগাঙ্গিকা ভক্তির অনুগতা অর্থাৎ ব্রজবাসিগণের অনুসারিণী ভক্তিই রাগানুগা নামে বিখ্যাত ।

অথবা ভিন্ন লক্ষণ যথা ।

সেবা প্রাপ্তির লোভে যাহার উৎপত্তি এবং যাহা ব্রজজনের অনুসারিণী, সেই ভক্তিকে রসজ্ঞ গণ্ডিতগণ রাগানুগা ভক্তি বলিয়া থাকেন ॥ ৬৫ ॥

কামরূপা ।

তত্রৈব পূর্ববিভাগে ২য় লহর্যাং ১৪২—৭ ।

স। কামরূপা সন্তোগতৃষ্ণাং যা নয়তে স্বতাং ।  
যদস্তাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ ॥ ৬৬ ॥

সম্বন্ধরূপা ।

সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যভিমানিতা ।  
অত্রোপলক্ষণতয়া বৃষ্ণীনাং বল্লবা মতাঃ ॥  
যদৈশ্চজ্ঞানশূন্যত্বাদেষাং রাগে প্রধানতা ॥ ৬৭ ॥  
কামসম্বন্ধরূপে তে প্রেমমাত্রস্বরূপিকে ।

কামরূপা যথা ।

যে ভক্তি, সন্তোগতৃষ্ণাকে স্বতা অর্থাৎ প্রেমময়ীরূপে পরিণত করে, তাহার নাম কামরূপা ভক্তি । যে হেতু এই কামরূপা ভক্তিতে কেবল কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত উদ্যম দেখা যায় । ( কৃষ্ণ সম্বন্ধ আছে বলিয়া ইহা ভক্তিপদ-বাচ্য, নচেৎ সাধারণ কাম সম্বন্ধে ভক্তিভূ হয় না ) ॥ ৬৬ ॥

সম্বন্ধরূপা যথা ।

গোবিন্দের প্রতি “আমি গোবিন্দের পিতা বা মাতা” ইত্যাদি সূদৃঢ় মননই সম্বন্ধরূপা ভক্তি । বৃষ্ণি অর্থাৎ যাদবগণ সম্বন্ধমাত্রে কৃষ্ণপ্রাপ্ত হইয়াছেন । এখানে বৃষ্ণিশব্দ উপলক্ষ্য মাত্র, গোপ-গণকেও বৃষ্ণিতে হইবে, কারণ ঈশ্বরত্ব জ্ঞান না থাকায় গোপগণের রাগাত্মিকা ভক্তিতে পূর্ণাধিকার বা প্রাধান্য আছে ॥ ৬৭ ॥

প্রেমমাত্র স্বরূপ কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভক্তিভূ, তাহা নিত্যসিদ্ধ নন্দ যশোদাদিকে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া এই স্থলে ( অর্থাৎ হস্তি-

নিত্যসিদ্ধাশ্রয়তয়া নাত্র সম্যগ্ বিচারিতে ॥ ৬৮ ॥

তত্র কামানুগা তত্ত্বদন্ত ।

কামানুগা ভবেতৃষা কামরূপানুগামিনী ।

সন্তোগেচ্ছাময়ী তত্ত্বদাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা ॥

ভক্তিরসামৃতসিঞ্চু গ্রন্থের সাধন ভক্তি প্রকরণে ) তাহাদের সম্যক্ বিচারের কোন প্রয়োজন নাই ॥ ৬৮ ॥

কামানুগা ও তাহার ভেদ যথা ।

কামরূপা ভক্তির অনুগামিনী যে তৃষা, তাহার নাম কামানুগা ভক্তি । ইহা সন্তোগেচ্ছাময়ী কামানুগা, এবং তত্ত্বদাবেচ্ছাময়ী কামানুগা, এই দুই প্রকার । এতন্মধ্যে নিজ নিজ অভীষ্ট ব্রজদেবী-দিগের ভাববিষয়িনী ইচ্ছা, যে রাগানুগা ভক্তির প্রবর্তিকা, তাহাকেই মুখ্য কামানুগা ভক্তি বলা যায় ।

এস্থলে কেলি অর্থাৎ ক্রীড়া মাত্রেরই সন্তোগ শব্দের তাৎপর্য্য, “অতএব কেনি-বিষয়ক তাৎপর্য্যবতী যে ভক্তি, তাহার নাম সন্তোগেচ্ছাময়ী, আর নিজ নিজ যুথেশ্বরীদিগের ভাবমাদুর্য্যকামুনাকৈই তত্ত্বদাবেচ্ছাত্মিকা ভক্তি কহে ।

উল্লিখিত দুই প্রকার কামানুগা ভক্তিতে পুরুষগণেরও ইচ্ছাধিকার আছে, ইহা পুরাণ শাস্ত্রে অবগত হওয়া যায় । যথা  
নৈক্ষবতোষণীধ্বতং হরিবংশবচনং—

“পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ।

দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তু মৈচ্ছন্ সুবিগ্রহং ।

তে সর্ব্বে জীৱমাগন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে ।

হরিং কামেন সংপ্রাপ্য ততো মুক্তা ভবান্ধবাং ॥”

অর্থাৎ পূর্ব্বকালে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ নবদুর্কাদল শ্রাম রাগরূপ সন্দর্শন করিয়া উপভোগ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন,

কেলিতাৎপর্য্যবত্যেব সন্তোগেচ্ছাময়ী ভবেৎ ।

তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা তাসাং ভাবমাদ্বৈতকামিতা ॥৬৯॥

২০। অথ রাগবৈধী ভক্তিঃ ।

বেদানাং বিহিতা বৈধী চতুঃষষ্টিক্রমেষু চ ।

ব্রজস্থানে স্বস্বভাবঃ স রাগঃ কথ্যতে বুধৈঃ ॥

যত্র রাগানবাগুত্বাং প্রবৃত্তিরূপজায়তে ।

শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে ॥ ৭০ ॥

ইতি তু বৈধীভক্তিজনকঃ ।

গরে তাঁহারা সকলেই জীদেহ লাভ করতঃ গোকুলে উদ্ধৃত হইয়া কামবশে হরিকে প্রাপ্ত হইলেন এবং তৎপরে তাঁহাদের ভবার্ণব হইতে মুক্তিলাভ হয় ।

অপিচ, যে সকল পুরুষ রাগসার্গের পথিক হইতে প্রবৃত্ত, তাঁহারাও স্ব স্ব গুরুপ্রাণালিকা মতে সাধকাবস্থাতেই সেই সিদ্ধ আখ্যা অর্থঃ কৃষ্ণে সখীভাব চিন্তা করিবে, নিজ গুরুদেবকেও সিদ্ধাবস্থায় কৃষ্ণসখী ভাবিয়া তদনুগামী হইবে । শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় ইহা সম্যক্ বিবৃত করিয়াছেন :—

“গুরুরূপা সখী বামে,                      ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে  
চামরের বাতাস করিব ॥”

ইত্যাদি বিষয় সকল প্রকৃত উপাসক শাস্ত্রজ্ঞ ভক্তিমান জনের সংবেদ্য ॥ ৬৯ ॥

বেদবিহিত চতুঃষষ্টি অঙ্গ ভক্তিতে যথাক্রমে আচরণ থাকিলে বৈধী হয়, ব্রজজনের অনুসারে ভক্তি হইলে রাগ হয়, উভয়ের মিলনে রাগবৈধী বলা যায় । রাগের অপ্রাপ্তি অর্থাৎ অনুরাগ উৎপন্ন হয় নাই, কেবল শাস্ত্রের শাসন ভয়েই যথায় প্রবৃত্তি

অন্তার্থঃ ।

বেদের বিহিত বৈধী ভক্তি চতুষ্টয় ।  
কোন কোন অঙ্গ লঞা রাগে করে গুণি ॥  
সেহ শুদ্ধ নহে তারে মিশ্রা করি বলি ।  
স্বভাণ ছাড়িয়ে নাকি ভাঙ্গিল শিকলি ॥  
অন্ত বৃক্ষের ফল বৈছে অগ্নে নাহি লাগে ।  
তৈছে বিধিভক্তি-অঙ্গ না মিশায় রাগে ॥  
তত্ত্ব বিহু বিধি ভক্তি কে করে আচার ।  
আচরিলে রাগভক্তি রতি রহে তার ॥  
দৃষ্টান্তে কহিয়ে যদি তবে লোকে জানে ।  
বিধিভক্তি বারণের আছরে প্রমাণে ॥

চতুষ্টয় ভক্তিরস,                      যাতে কৃষ্ণে হয় রস,  
তার মধ্যে নববিধ সার ।

বৈধী ভক্তি আচরণ,                      বৈষ্ণবের ভূষণ,  
যুবতীর বৈছে অলঙ্কার ॥

রমণাদি ক্রিয়া যত,                      তাতে হয় ব্যগ্রত,  
ভূষাদিতে নাহি রহে মন ।

ঐছে শুদ্ধ ভক্তি তাবে,                      সদাই হিয়ায় জাগে,  
বৈধী ভক্তি হয় নিবারণ ॥

তথাহি ।

সালঙ্কারাং রময়তি ন দৃষ্টিস্তত্র ভূষণে ।

জন্মিয়া থাকে তাহাকে বৈধী ভক্তি কহে । যদি রাগ প্রাপ্তি ইইয়াও  
শাস্ত্র-শাসনের ভয়ে প্রবৃদ্ধি হয়, তবে আংশিক বৈধী ভক্তি বুরিতে  
হইবে । ( ইহা বৈধী ভক্তির লক্ষণ ) ॥ ৭০ ॥

সালঙ্কারা রমণী দর্শনে প্রথমে দৃষ্টি তথায় মুগ্ধ হয়, পরে অলঙ্কারে

স্তনাদিমুখনেত্রেণু গাঢ়দৃষ্টিঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭১ ॥

বৈধী ভক্তি আচরণ সংক্ষেপে কহিল ।

গ্রহণ বারণ হই ক্রমে জানাইল ॥

২১ । অথ রাগাঙ্গুগা-ভক্ত্যাধিকারী ।

রাগাঙ্গিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ ।

তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুক্কো ভবেদত্রাধিকারবান্ ॥ ৭২ ॥

ব্রজবাসি জনের স্বভাব ধর্ম রাগ ।

অতি সুনির্মল তাহে নাহি কোন দাগ ॥

সংসার সম্বন্ধে দুঃখ বত ইতি হয় ।

সুখের বিষয়ান তৈছে জানিহ নিশ্চয় ॥

হর্ষ বিষাদাদি চিন্তে না হয় উদগত ।

প্রণয়ের সমুৎকর্ষ রাগ ধর্ম মত ॥

তথাহি ।

দুঃখমপ্যাধিকং চিন্তে সুখম্ভেনৈব বর্ততে ।

যদন্তু প্রণয়োৎকর্ষঃ স রাগ ইতি কথ্যতে ॥ ৭৩ ॥

মন না হইয়া স্তন, মুখ ও নেত্রাদি অঙ্গে পুনঃ পুনঃ গাঢ় দৃষ্টি পতিত হয় ॥ ৭১ ॥

কেবল ব্রজবাসিগণই রাগাঙ্গিকা ভক্তিতে নিষ্ঠা বা চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে ব্যক্তি সেই ব্রজবাসিদিগের ভাব প্রাপ্তির জন্য লুক্কচিত্ত, তিনিই এই রাগাঙ্গুগা ভক্তিতে অধিকারী ॥ ৭২ ॥

যথার্থ অধিক দুঃখও মনোমধ্যে দুঃখ বলিয়া গণ্য হয় না, পরন্তু সুখ রূপেই বর্তমান হয় এবং যথার্থ প্রণয়ের সম্যক্ উৎকর্ষ লক্ষিত হয়, তাহার নাম রাগ ॥ ৭৩ ॥



নীলিমা রক্তিমা দুই রাগের বরণ ।

কেহ ছোট বড় নহে দুই এক সম ॥

তথাহি ।

নীলঃ শ্যামভরো রাগো নীলিমা কথ্যতে বুধৈঃ ।

নীলিমা রক্তিমা চেতি রাগোহয়ং দ্বিবিধো মতঃ ॥ ৭৪

রাগেতেই আত্মা যার সেই রাগাঙ্গিকা ।

সর্ব সাধনের মূল হয় সর্বাধিকা ॥

সদাই দীপিত করে ব্রজবাসি জনে ।

তার অনুগত হইলে রাগানুগা নামে ॥

তথাহি পূর্বোক্ত লক্ষণং ।

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাदिषু ।

রাগাঙ্গিকামনুষ্যতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥ ৭৫ ॥

অত্ভার্থঃ ।

এক রাগাঙ্গিকা-নিষ্ঠ ব্রজবাসী জন ।

আদি পদে কোকিল ভ্রমর পশুগণ ॥

তা সবার প্রাপ্তি হেতু লুক চিত্ত বার ।

রাগানুগা ভজনের তার অধিকার ॥

পরিপূর্ণ শ্যাম অর্থাৎ শৃঙ্গার রসের বর্ণ নীল, রাগ তাহারই ভাব বলিয়া রাগকে নীলিমা বলা যায় । সুতরাং রস ও রাগ এই দ্বিবিধাংশের সমষ্টিতে রাগকে নীলিমা ও রক্তিমা দুই বলা বাইতে পারে ॥ ৭৪ ॥

রাগানুগার লুক্ণার্থ ৬৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে ॥ ৭৫ ॥

তথাহি পূর্বোক্তং ।

রাগান্বিত্ত্বিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিনাং ।

তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুক্কো ভবেদত্রাধিকারবান্ ॥ ৭৬ ॥

বিধি ভক্তি, রাগ, রাগানুগা বিবরণ ।

সংক্ষেপে কহিল কিছু অসংখ্য বর্ণন ॥

ইতি রাগবৈধীভক্তিভিন্নরূপং সম্পূর্ণং ।

২২ । অথ স্থায়িতাবঃ ।

শান্তদাস্ত্রে ক্রমাৎ সখ্যবাৎসল্যমধুরাস্তথা ।

পঠ্যেতে স্থায়িনো ভাবা ভবন্তি সর্বমুত্তমাঃ ॥ ৭৭ ॥

২৩ । অথ গোণাঃ সপ্ত ।

হাস্তাদ্ভুতবীররোদ্ৰ-বীভৎসকরুণং ভয়ং ।

শান্তাদিপঞ্চভাবেষু গোণাঃ সপ্ত ভবন্তি হি ॥ ৭৮ ॥

২৪ । অথ অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবাঃ ।

স্বৈদকম্পাশ্রবৈবৰ্ণ-রোমাঞ্চ-স্বরভেদকঃ ।

অধিকারির লক্ষণার্থ ৭২ নং শ্লোকার্থে উক্ত হইয়াছে ॥ ৭৬ ॥

শান্ত, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, এই পাঁচটি ভাবকে যথাক্রমে ,  
স্থায়ি ভাব বলা যায় । ইহারা সকলের মধ্যে উত্তম ॥ ৭৭ ॥

হাস্ত, অদ্ভুত, বীর, রোদ্ৰ, বীভৎস, করুণ, ভয় । এই সাতটি  
ভাবকে শান্ত প্রভৃতি পঞ্চ ভাবের মধ্যে গোণভাব বলা যায় ॥ ৭৮ ॥

স্বৈদ ( ঘর্ষ ), কম্প, অশ্রু ( নেত্র জল ), বৈবৰ্ণ, রোমাঞ্চ,  
স্বরভঙ্গ, বেপথু ( অঙ্গকম্পন ) এং প্রায় এই আটটিকে সাত্ত্বিক  
ভাব কহে ।

বেপথুঃ প্রলয়শ্চৈব ইত্যর্কৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭৯

২৫ । অথ সপ্ত কিলকিঞ্চিতানি ।

ভয়াহঙ্কারসংক্রোধা হ্যস্তং রোদনমেব চ ।

নিদ্রা বিলাস এবৈতে সঠৈপ্তব কিলকিঞ্চিতং ॥ ৮০ ॥

\* প্রলয়ের লক্ষণ ও তদর্থ যথা—

প্রলয়ঃ স্মৃতঃখাভ্যাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ ।

অত্রাহুভাবাঃ কথিতা মহীনিপতনাদয়ঃ ॥

( রসামৃতে )

স্মৃতঃখ নিবন্ধন নিশ্চেষ্টতা ও জ্ঞানশূন্যতার নাম প্রলয় ।  
এই প্রলয়ে ভূমি পতনাদি অহুভাব সকল প্রকাশ পাইয়া  
থাকে ॥ ৭৯ ॥

ভয়, অহঙ্কার, ক্রোধ, হ্যস্ত, রোদন, নিদ্রা ও বিলাস এই  
সাতটীকে কিলকিঞ্চিত ভাব কহে । যদিও সাতটি মাত্র উল্লেখ করা  
হইল, তথাপি বহু ভাবের পরস্পর সংমিশ্রণ অবস্থাই কিলকিঞ্চিত  
ভাব বলিয়া উক্ত আছে । যথা—

গর্বাভিমানরুদিতান্মিতাস্মৃত্যভয়ক্রোধাং ।

সঙ্করীকরণং হর্ষাচ্চ্যুতে কিলকিঞ্চিতং ॥

অর্থাৎ গর্ব, অভিলাষ, রোদন, হ্যস্ত, অস্মৃতা, ভয় এবং ক্রোধ,  
হর্ষ বশতঃ ইহাদের সংমিশ্রণকে কিলকিঞ্চিত ভাব কহে ॥

অথবা ।

দ্রুন্দত্যাগাপমত্তয়ে ভয়মাতনোতি ।

ক্রোধঞ্চ নাটয়তি তৎক্ষণমেব হ্যস্তং ॥

আলস্য হর্ষমবলা কিলকিঞ্চিতাখ্যং ।

ভাবং প্রকাশয়তি পুণ্যবতোহুজ্জ্বলকৈশ্চ ॥

২৬ । অথ পঞ্চ ব্যভিচারিণঃ ।

দৈন্ত্র্য-নির্ব্বেদ-বৈশাদ্যং হর্ষঃ সঞ্চার্য্য ইত্যপি ।

দৈন্ত্র্যাদ্যে কারণং হর্ষো ব্যভিচারীতু পঞ্চকঃ ॥ ৮১ ॥

এতদর্থ মোকো !

গোষ্ঠযুদ্ধে বীররসস্তুভূতঃ শৈলধারণে ।

বীভৎসঃ সঙ্গমাগ্রে চ চাঞ্চল্যে রৌদ্রদর্শনং ॥ ৮২ ॥

বিচ্ছেদে ভয়মাপন্নং রহস্ত্যাক্রান্তমুদ্ভবেৎ ।

বিরহে করুণায়াতি ইত্যাগন্তকলঙ্কং ॥ ৮৩ ॥

ইতি ব্যভিচারী সম্পূর্ণঃ ।

নেত্রে জল নাই রোদন ( কাট্‌কান্না বা ঠাটের কাঁদন ), ভয়ের কারণ নাই অথচ ভয়, যখন ক্রোধ তখনি হাশ্ব, রসিকা নারিকা পূণ্যবান্ নায়কের মিকটে সহর্ষে এইরূপ কিলকিঞ্চিত ভাব প্রকাশ করেন ॥ ৮০ ॥

দৈন্ত্র্য, নির্বেদ ( উদাসীনতা ), বৈশাদ্য ( সরলতা ), হর্ষ ও সঞ্চারী, এই গুলি ব্যভিচারী ভাব । ইহার মধ্যে হর্ষ, দৈন্ত্র্যাদি তিনটির কারণ ও সঞ্চারী, এই ভাবটা পঞ্চক অর্থাৎ পাঁচের পূরক । ( যে ভাব, সকল রসে থাকিতে পারে, তাহাকে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী কহে ) ॥ ৮১ ॥

গোষ্ঠ কালে সখাদিগের সহিত যে বালা যুদ্ধ তথায় বীররস, গোবর্দ্ধন পর্ত্ত ধারণে অদ্ভুত রস, সঙ্গম লাভের পর বীভৎস রস, এবং বালা চাপলা কালে রৌদ্র রস পরিদৃষ্ট হয়, বিচ্ছেদ অর্থাৎ বিরোগে ভয়, রহস্ত্য বশতঃ হাশ্ব এবং বিরহে করুণা উপস্থিত হয় । এই গুলি আগন্তক বা ব্যভিচারীর লক্ষণ ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥

২৭। অথ বয়ঃসন্ধিঃ ।

বাল্যার্যোবনয়োঃ সন্ধিবয়ঃসন্ধিরিতীৰ্য্যতে ॥

কৌমারং পঞ্চ বর্ষাণি তদেব ত্রিবিধোদিতং ।

আদ্যং মধ্যং তথা পূর্ণং পৌগণ্ডাদিরিতি ক্রমাৎ ॥ ৮৪

কৌমারত্রিগুণৈকৈব কৈশোরস্ত্রিবিধীয়তে ।

তদেকাঙ্গবিহীনস্ত পৌগণ্ডং বয় উচ্যতে ॥ ৮৫ ॥

বাল্যাদিবৎ পরীমাণং যৌবনং ষোড়শক্রমং ।

দ্বাদশং পুনরত্যেতি যৌবনান্তং পুনর্দশং ।

বাল্যের শেষ যে পৌগণ্ড তাহা দশবৎসর কাল এবং কৈশোরের শেষ পনের বৎসর । ইহার পর সন্ধি অর্থাৎ প্রথমকৈশোরকে বয়ঃ-সন্ধি বলে । পাঁচ বৎসর কাল পর্য্যন্ত কৌমার, তাহা তিন প্রকার, আদ্য, মধ্য ও পূর্ণ । পৌগণ্ড অর্থাৎ দশমবর্ষ পর্য্যন্ত কাল, সেই কালকে পূর্ণ কৌমার কহে । ফলিতার্থ—এক হইতে চারি বৎসর আদ্য কৌমার, চারি হইতে আট বৎসর মধ্য কৌমার, আট হইতে দশবৎসর পূর্ণ কৌমার ॥ ৮৪ ॥

পাঁচ বৎসর কৌমার, তাহার তিন গুণে অর্থাৎ পনের বৎসরে কৈশোর হয় । তাহার একাঙ্গ হীন অর্থাৎ দশবৎসরে পৌগণ্ড বয়স্ হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

“আ ষোড়শাভবেদ্ বালঃ” ইত্যাদি মতান্তরীয় বচনে যেমন ষোল বৎসর পর্য্যন্ত বাল্য কাল তিন ভাগে অর্থাৎ বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর এই ত্রিবিধ অবস্থায় পরিগণিত হয়, তদ্রূপ যৌবনের পরিমাণও তিন ভাগে বিভক্ত । সেই যৌবন স্থলবিশেষে দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া আরম্ভ হয় । পুনর্দশ অর্থাৎ দ্বাদশের পর

পুনর্বিংশতিরত্যেতি বয়স্তু কথিতং নৃণাং ।

তৎপরং বার্ককক্ষোক্তং বৎসরাশীতিসংখ্যায়া ॥ ৮৬ ॥

পঞ্চবিংশতিপর্য্যন্তং নারীণাং যৌবনং বলং ।

দ্বাত্রিংশৎসংখ্যাকানান্তু যৌবনং নরুশক্তিকং ॥ ৮৭ ॥

ততো বৃদ্ধাতিবৃদ্ধে চ ষষ্ঠেরশীতিসংখ্যায়া ।

ইতঃ পরং ন গণ্যন্তু আয়ুঃষ্যেব যথাবলং ॥ ৮৮ ॥

প্রকারভেদে সামান্যে যৌবনাদিতি কথ্যতে ॥

অপ্রাকৃতনিত্যভেদে কৈশোরত্বে স্থিতং বয়ঃ ॥ ৮৯ ॥

ইতি বয়ঃসন্ধিঃ সম্পূর্ণঃ ।

দশ অর্থাৎ দ্বাবিংশতি অথবা বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত মহুষ্যের যৌব-  
নের অন্ত হয় । তৎপরে সপ্ততির পর অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত বার্কক-  
দশা । ইহার মধ্যে জীলোকের যৌবন পঞ্চবিংশতি অর্থাৎ  
পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত সবল । কিন্তু যে সকল জীলোক বত্রিশ  
বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন ভাব ধারণ করে, সেই যৌবন ভাব শেষে আর  
তত শক্তিসম্পন্ন থাকে না, প্রায়শঃ শক্তি লোপ ঘটয়া থাকে ।  
স্থলবিশেষে সংখ্যানুসারে ষষ্টির পর অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধা ও  
অতিবৃদ্ধা হইয়া থাকে । ইহার পর প্রায় পরমায়ুর দশা গণিত  
হয় না । তবে বলানুসারে বৃদ্ধা ও অতিবৃদ্ধারও পরমায়ু দীর্ঘকাল-  
ব্যাপী হয় ॥ ৮৬—৮৮ ॥

যৌবন কাল অবলম্বন করিয়া সাধারণতঃ প্রকারভেদ গুলি  
কথিত হইল । ভগবদ্বিগ্রহ অপ্রাকৃত ও নিত্যভেদসম্পন্ন অর্থাৎ  
সাধারণ প্রাণির মত গুণময় নহে এবং সর্বদাই ভেদসম্পন্ন অর্থাৎ

২৮ । অথ চিহ্ন চতুষ্কং ।

কুন্দপুষ্পসমো হাসো বর্ণশ্চম্পকতুল্যকঃ ।  
 পাদাদিষু জবাপুষ্পং মুখং পদ্মচতুষ্কুলং ॥ ৯০ ॥  
 কুন্তলা ঋষ্যপুচ্ছাভা বাহু করিকরাকৃতি ।  
 যুগেন্দ্রকটিবন্মধ্যং যুগাক্ষী চ স্ফুটতুরী ॥ ৯১ ॥  
 শুকচক্ষুসমা নাসা ভাষা কোকিলবাক্সমা ।  
 গৃধ্রকর্ণসমো কণ্ঠো হংসস্তেব গতির্ভবেৎ ।  
 এতে চতুষ্থগাঃ সম্যগ্ বর্ণসারূপ্যমাগতাঃ ॥ ৯২ ॥  
 জম্বু করাপুলিশৈব কুচঃ শ্রীফলসম্ভবঃ ।  
 দন্তা দাড়িম্ববীজাভা বিশ্বাভাবধরৌ মর্তৌ ।

যিনি বালক, তিনিই যুবা ইত্যাদি । কিন্তু ব্রজোপাগনার উপাশ্র  
 নিত্যকৈশোর অর্থাৎ পঞ্চদশ বৎসরের মূর্তি ॥ ৮৯ ॥

স্ফুটতুরা শ্রীরাধার হস্ত কুন্দপুষ্পের ত্রায় শুভ্র, চম্পক পুষ্পতুলা  
 বর্ণ গৌর, চরণ ও হস্ততল জবাপুষ্পের মত রক্তাভ, স্নানর প্রস্ফুটিত  
 পদ্মের তুল্য বদন, কেশচয় চমরীমৃগের পুচ্ছ সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ, করি-  
 করের ত্রায় বাহুযুগল স্ফুটোল, সিংহকটির ত্রায় মধ্যদেশ ক্ষীণ, এবং  
 লোচনদ্বয় যুগলোচনের তুলা, শুকপক্ষির চক্ষুর মত নাসিকা  
 স্ফুটো, বাক্য কোকিল ধ্বনিবৎ স্ফুটাব্য, গৃধ্র পক্ষির কর্ণের মত  
 কর্ণদ্বয় রক্তাভ ও স্ফুট এবং হংসের মত গমনভঙ্গী । শুক,  
 কোকিল, গৃধ্র ও হংস, এই চারিটা পক্ষী শ্রীরাধার অঙ্গের বর্ণ-  
 সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছে । জম্বুফলের ত্রায় অঙ্গুলি সকল, বিশ্বফলের  
 ত্রায় কুচদ্বয়, দাড়িম্ব বীজের মত দন্তগণ্ডুক্তি এবং গুঠমুগল বিশ্ব

এতচ্চতুষ্কলৈকৈব প্রকারে সদৃশং মতং ॥ ৯৩ ॥

• ইতি ষোড়শ চিহ্নানি ফলপুষ্পখগাদিষু ।

ধ্যায়ন্তি সাধকা এতৎ রাধাস্তে পরিকীৰ্ত্তিতং ॥ ৯৪ ॥

২২। অথ একাদ্র ভক্তি লক্ষণং ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।৫।২৩।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণুশ্রবণং পাদসেবনং ।

অৰ্চনং বন্দনং দাস্ত্রং সখ্যমান্ননিবেদনং ॥ ৯৫ ॥

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ ।

নিষ্ঠা হইলে হয় প্রেমের তরঙ্গ ॥

তথাহি গ্রন্থান্তরে একাদ্রা ।

শ্রীবিষ্ণুশ্রবণে পরীক্ষিতভবৎ বৈয়াসকিঃ কীর্তনে

প্রহ্লাদঃ শ্রবণে তদজি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে ।

অর্থাৎ তেলাকুঁচো ফলের মত । জঙ্ঘু, বিষ, দাড়িষ ও বিষ এই চারিটা ফল শ্রীরাধার চারিটা অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সদৃশ বলিয়া বিখ্যাত । সাধকগণ উল্লিখিত ফল, পুষ্প পক্ষী প্রভৃতিতে রাধাস্তের ষোড়শ চিহ্নের তুলনা করিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৯০—৯৪ ॥

একাদ্রা ভক্তি যথা ।

শ্রবণ, কীর্তন, বিষ্ণুশ্রবণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্ত্র, সখ্য এবং আন্ননিবেদন । এই নয়টি ভক্তির প্রত্যেক অঙ্গকে একাদ্রা ভক্তি কহে ॥ ৯৫

• শ্রীবিষ্ণু-শ্রবণ অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত কথা শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিত, শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তনে শুকদেব, শ্রবণে প্রহ্লাদ, চরণ-



অক্রুরস্থভিবন্দনে কপিপতিদ্যোহুত সখেহজ্জুনঃ  
সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভুৎ কৃষ্ণাণ্ডিরেবাং পুরং ॥১৬

অনেকাঙ্গা ভক্তিঃ । শ্রীমদ্ভাগবতে । ৯ । ৪ । ১৮-২০

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দয়ো-

বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে ।

করৌ হরেন্দ্রিমার্জনাদিষু

শ্রুতিং চকারাচ্যুতসংকথোদয়ে ॥

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ

তদ্ভূত্যগাত্র-স্পর্শেহঙ্গসঙ্গমঃ ।

দ্রাগ্ধ্বং তৎপাদসরোজসৌরভে

শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥

সেবনে লক্ষ্মী, অর্চনে আদিরাজ পৃথু, বন্দনে অক্রুর, দাস্যে কপি-  
পতি হনুমান্, সখে অজ্জুন এবং আত্মনিবেদনে অশ্বরাজ বলি ।  
ইহারা সকলেই এক এক মুখ্য ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে  
লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

অনেকাঙ্গা ভক্তি যথা ।

শুকদেব কহিলেন, হে ভারত ! সেই মহারাজ অশ্বরীষ শ্রীকৃষ্ণ  
চরণারবিন্দে মন অর্পন করিয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে বাক্য  
সকলকে নিয়োগ করিয়াছিলেন, হরিমন্দির মার্জনা দি কার্যে  
করদ্বয়কে ব্যাপ্ত রাখিয়া ছিলেন, এবং অচ্যুতের সংকথ্য শ্রবণে  
কর্ণ যুগলকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন । নয়নদ্বয়কে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ  
সমূহের আলয় দর্শনে, অঙ্গ সকলকে ভগবদ্ ভূত সকলের গাত্র-  
সংস্পর্শে, দ্রাগ্ধ্ব্যকে ভগবৎ পাদপদ্ম সংযুক্ত তুলসীর সৌরভ

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্গণে  
 শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনৈঃ ।  
 কামঞ্চ দাস্ত্রে নতু কামকাম্যয়া  
 যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ৯৭ ॥

৩০ । অথ উত্তমাদি ভক্তলক্ষণঃ ।

ভাগবতে ১১।২।৪৫—৪৭ বিদেহরাজঃ প্রতি হরেকৃষ্ণিঃ ।

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।  
 ভূতানি ভগবত্যাশ্রয়েষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৯৮ ॥  
 ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ ।

গ্রহণে, এবং রসনাকৈ ভগবন্ত্ৰিবেদিত অঙ্গাদির আশ্বাদনে তৎপর  
 করিয়াছিলেন । তাঁহার চরণবয় ভগবৎক্ষেত্র গমনে, এবং তাঁহার  
 মস্তক কৃষ্ণচরণাভিবন্ধনে নিমুক্ত হইয়া ছিল । অগিচ তিনি কাম  
 অর্থাৎ শ্রক্ চন্দনাদি বিষয় ভোগকে যাহাতে ভগবদ্ভক্তাশ্রয়া  
 অভিকর্ষির উদয় হয় তজ্জন্য ভাবে ভগবদাস্যে তৎপর করিয়া  
 ছিলেন, অর্থাৎ শ্রক্ চন্দনাদি সেবনকে ভগবৎ প্রসাদ স্বীকারার্থ  
 গ্রহণ করিতেন কিন্তু বিষয় ভোগেচ্ছায় নহে ॥ ৯৭ ॥

যে ব্যক্তি, ব্রহ্মাদি মশক পর্য্যন্ত সর্ব প্রাণিতে নিজের  
 ( আত্মার ) ব্রহ্মভাব বা ভগবদ্ভাব অবলোকন করেন এবং  
 আত্মায় ব্রহ্ম বা ভগবান্কে সর্বব্যাপী অথবা বিতত ভাবিয়া তাহাতে  
 নিখিল প্রাণির অধিষ্ঠান বিবেচনা করেন, তাঁহাকে ভাগবতোত্তম  
 বা উত্তম ভক্ত বলা যায় ॥ ৯৮ ॥

যে ব্যক্তি ঈশ্বর, তদধীন ( ঈশ্বর ভক্ত ), বালিশ ( অজ ) এবং  
 শত্রুর প্রতি বথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী, ক্রপাও উপেক্ষা অর্থাৎ ঈশ্বরে

প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষাঃ যঃ কৰোতি স মধ্যমঃ ॥৯৯  
 অর্চায়ামেব হিরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধায়েহতে ।  
 ন তন্ত্ত্তেষ্ণু চার্ণেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥১০০॥

অথবা ।

শাস্ত্রে যুক্তো চ নিপুণঃ সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।  
 প্রোঢ়শ্রদ্ধোহধিকারী যঃ স্বভক্তাবুত্তমো মতঃ ॥  
 যঃ শাস্ত্রাদিষ্মনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ সতু মধ্যমঃ ॥

শ্রেম, ঈশ্বর ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞে কৃপা এবং শত্রুতে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন তিনি ভাগবতের মধ্যে মধ্যম বা মধ্যম উক্ত বলিয়া গণ্য ॥৯৯  
 যে ব্যক্তি ভগবদ্ বিগ্রহকে শ্রদ্ধা পূর্বক অর্চনা করিয়া থাকেন কিন্তু ভগবদ্ ভক্তগণকে বা অস্ত্র প্রাণিকে অর্চনা করেন না তাদৃশ ভক্ত প্রাকৃত অর্থাৎ কনিষ্ঠ ॥ ১০০ ॥

লক্ষণান্তর যথা রসামৃতে ।

যিনি শাস্ত্রে এবং শাস্ত্রানুগত যুক্তি দ্বারা বিশেষ নিপুণ, তত্ত্ব বিচার, সাধন দ্বিচার এবং পুরুষার্থ বিচার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য, ও প্রীতি বিষয় এইরূপ ব্যাখ্যার নিশ্চয় দৃঢ়তর ও শ্রদ্ধা প্রগাঢ় বা অটল হইয়াছে, তিনিই ভক্তিবিষয়ে উত্তম বা উত্তম ভক্ত ।

যিনি শাস্ত্রাদিতে অনিপুণ, কিন্তু শ্রদ্ধাবান্, তিনি ভক্তি বিষয়ে মধ্যম বা মধ্যম ভক্ত । এখানে অনিপুণ শব্দে নিপুণসদৃশ, কারণ, শাস্ত্র বিচারে বলবতী বাধা প্রদত্ত হইলে সমাধান করিতে অসমর্থ কিন্তু শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ মনোমধ্যে উপাস্ত দেবের প্রতি দৃঢ়তর নিশ্চয় রহিয়াছে, এ নিমিত্ত তাহাকে মধ্যমধিকারী

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে ॥

( ৯৮ক, ৯৯খ, ১০০গ )

ইতি উত্তমাদিত্তলক্ষণং সম্পূর্ণং ॥

৩১। অথ গোপীমাহাত্ম্যং ।

গোপীর গাছাত্ম্য কহি অতি চমৎকার ।

বার গুণে বশ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার ॥

বা সবার পদধূলি ব্রজার দুর্লভ ।

অন্তের কা কথা বাছা করেন উদ্ধব ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবোক্তিঃ । ১০। ৪৭। ৬১।

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্ম্যং

বৃন্দাবনে কিমপি গুণ্মলতৌষধীমাং ।

যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা

ভেজুর্কুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং ॥ ১০১ ॥

কহে । যিনি শাস্ত্রও শাস্ত্রানুগত যুক্তিবিষয়ে অনিপুণ এবং শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস যুক্ত অথচ সেই বিশ্বাসকে শাস্ত্র বা যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতে পারা যায়, তাদৃশ ব্যক্তিকে ভক্তি বিষয়ে কনিষ্ঠ বা কনিষ্ঠ উক্ত কহে ॥ ( ৯৮ক, ৯৯খ, ১০০গ )

উদ্ধব মহাশয় কহিলেন, শ্রীবৃন্দাবনের গুণ, লতা এবং ওষধি সকলও গোপবালাদিগের চরণরেণু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । আমি যদি এই সকল গুণাদির মধ্যে কোন একটা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারি, তবে আমার মহাভাগ্য বলিতে হইবে । যে সকল গোপবালা দুস্ত্যজ আত্মীয় এবং আর্য্য পথ ( কুল গৌরবাদি ) অনায়াসে ত্যাগ করিয়া বেদগণেরও অশেষগীয় মুকুন্দ পদবী লাভ

ভজৈব ১০।৪৭।৫৮।

এতাঃ পরং তনুভূতো ভুবি গোপবধো-

গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ ।

বাঙ্কন্তি যদ্ ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ

কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসম্ভ ॥ ১০২ ॥

গোপীভাবে যেবা মোরে করে উপাসন ।

তাহারে সন্তুষ্ট আমি সেই গোপী সম ॥

তথাহি ।

গোপীভাবেন যে ভক্তা মামেব সমুপাসতে ।

তেষু তাম্বিব তুষ্টিহং সত্যং সত্যং বদাম্যহং ॥ ১০৩

করিয়াছেন, তাদৃশ গোপবালাগণের চরণ রেণু লাভ মহাভাগোর কথাই বটে ॥ ১০১ ॥

অপিচ, এই সকল গোপবধু নিখিলাত্মা গোবিন্দের প্রতি সমদিক প্রেমবতী, সুতরাং ভ্রমণে ইহাদিগেরই জন্ম সফল । কারণ, এই গোপবধু দিগের প্রেমকে ভবভয়াক্রান্ত মুমুকু, মূনি অর্থাৎ মুক্ত পুরুষগণ এবং আমরাও বাঙ্ক করিয়া থাকি । অতএব ইহাই বোধ হইতেছে যে, ভগবৎকথায় ঋষাদিগের অনুরাগ হইরাছে তাঁহাদিগের শৌর্য, সাবিত্র বা যাজ্ঞিক রূপে ব্রাহ্মণ জন্ম বা চতুর্দুখ ব্রহ্মা হইয়া জন্ম লাভেরও কোনই ফল নাই, অর্থাৎ যে কোন স্থলে জন্ম হউক না কেন, যিনি ভগবৎকথায় অনুরাগী তিনিই সর্বোত্তম ॥ ১০২ ॥

ভগবান্ কহিলেন, যে সকল ভক্ত গোপীভাবে একমাত্র আমাকে উপাসনা করেন, আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে— সেই সকল গোপীর স্থায় আমি তাঁহাদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকি ॥ ১০৩ ॥

নিজ অঙ্গ দিয়া গোপী করে উপকার ।

গোপী হইতে প্রেম পাত্র কে আছে আমার ॥

তথাহি ।

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মামেব সমুপাসতে ।

ততঃ পরং নমে পার্থ নিগূঢ়ং প্রেমভাজনং ॥ ১০৪ ॥

গোপিকা সহায় মোর গোপিকা বান্ধব ।

গোপী গুরু গোপী শিষ্য গোপী প্রিয় সব ॥

তথাহি ।

সহায়-গুরু-শিষ্যাশ্চ ভূজিষ্যা বান্ধবশ্চ সা ।

সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন ॥

১০৪ক ।

আমার মহিমা শুণ গোপী জানে বত ।

গোপী বিনে অস্তে তাহা নাহি জানে তত ॥

তথাহি ।

গম্মাহাভ্যং মৎসপর্য্যং মচ্ছৃদ্ধাং মম্মনোগতং ।

জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্ধে জানন্তি তদ্রতঃ ॥ ১০৫ ॥

হে পার্থ! যে সকল গোপাঙ্গনাগণ নিজ দেহকেও ত্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া উপাসনা করেন, সুতরাং গোপীগণ হইতে আমার নিগূঢ় প্রেমের পাত্র আর কিছুই নাই ॥ ১০৪ ॥

হে পার্থ! গোপীগণই আমার সহায়, গুরু, শিষ্য, দাসী এবং বান্ধব; সুতরাং সত্য করিয়া বলিতেছি, গোপীগণ আমার কি না হইতে পারেন অর্থাৎ তাঁহারাি আমার সর্ব্বস্ব ॥ ১০৪ ক ॥

হে পার্থ, আমার মাহাত্ম্য, আমার পূজা, আমার শ্রদ্ধা এবং

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্য যাতে বৃন্দাবন  
তাতে বৃন্দাবন ধন্য যাতে গোপীগণ ॥  
গোপীগণ ধন্য যাতে রাধা শিরোমণি ।  
তঁাহার তুলনা দিতে নাহিক অবনি ॥

তথাহি ।

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্য যত্র বৃন্দাবনং  
তত্রাপি গোপিকা ধন্য যত্র রাধা শিরোমণিঃ ॥১০৬

কোটী সিদ্ধ ছিনি হয় গোপীর মহিমা ।  
মুঁই ছার কি করিব গুণের গরিমা ॥  
ব্রজে কৃষ্ণকান্তাগণ ত্রিবিধ প্রকার ।  
নিত্যসিদ্ধা সাধনসিদ্ধা কৃপাসিদ্ধা আর ॥  
নিত্যসিদ্ধা শ্রীরাধিকা যুথেশ্বরী যত ।  
শ্রামলা পালিকা ভদ্রা আদি পঞ্চ মত ॥  
সাধনসিদ্ধা শ্রুতিকল্পা মুনিকল্পাগণ ।  
এই মুখা হয় আর অসংখ্য গণন ॥  
কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নী কৃষ্ণকৃপা পাণ্ডা ।  
কৃষ্ণে নিজ দেহ দিল কৃপাধীন হঞা ॥  
সেই সাধনসিদ্ধা হয় দুইত প্রকার ।  
ব্রত পরায়ণা এক রাগানুগা আর ॥

আমার মনোগত ভাব গোপীগণই সম্যক জানিয়া থাকেন, অপরে  
কেহই জানেন না ॥ ১০৫ ॥

স্বর্গ, মর্ত্য, পৃথিবী এই ত্রিলোকী মধ্যে পৃথিবীই ধন্য, কারণ  
যে পৃথিবীতে শ্রীবৃন্দাবন পুরী বর্তমান । সেই বৃন্দাবনের মধ্যে  
গোপীগণ ধন্য কারণ, শ্রীরাধা ষাঁহাদিগের শিরোমণি ॥ ১০৬ ॥

রাগাছুগার শ্রীরাধিকাভাবে অছুগতি ।

৫. ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ যা সবার পতি ॥

ব্রতপরায়ণা লইয়া যাহা মহারাস ।

ভগবান্ আশ্বাদিলা রসের নির্যাস ॥

বজ্রপত্নীগণ লঞা লীলাপুরুষোত্তম ।

রস আশ্বাদিয়া কৈল বাঞ্ছিত পূরণ ॥

শ্রদ্ধা করি যেই ইহা করয়ে শ্রবণ ।

অচিরে মিলয়ে রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥

ইতি গোপীমাহাত্ম্যং সম্পূর্ণং ।

৩২। অথ বস্তুতত্ত্বং ।

বস্তুতত্ত্বে কৃষ্ণ হন স্বয়ং ভগবান্ ।

সর্ব অবতারী সর্ব কারণ প্রধান ॥

সর্ব অংশী সর্বশ্রেষ্ঠ সকলের পর ।

অচিস্ত্য অনাদি আদি পরম ঈশ্বর ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায় ১মঃ ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণং ॥ ১০৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ( নিখিল বস্তুর আকর্ষণকারী ), তিনি ঈশ্বর ( সকল বস্তুর অধিপতি ও সর্বশক্তিমান ), পরম ( পরাংপর ), তাঁহার বিগ্রহঃ সৎ = নিত্য অর্থাৎ জন্মাদি বা বালাদি পরিণামশালী নহে এবং সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ শূন্য, চিত্ত = জ্ঞান স্বরূপ এবং আনন্দ = অর্থাৎ নিত্যানন্দময়, অনাদি-কারণ রহিত অথচ আদি অর্থাৎ সর্ববস্তুর মূল, গোবিন্দ অর্থাৎ বস্তু মাত্রের অন্তর্ধ্যামী সর্ব বস্তুর কারণ, অর্থাৎ প্রকৃতি, মহৎ ও অহঙ্কারাদি যে সমস্ত



জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের হেতু ।

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ রূপ ধর্ম সেতু ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে । ১ । ২ । ১১

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং ।

ব্রহ্মোতি পরমাত্মোতি ভগবান্নিতি শব্দ্যতে ॥ ১০৮

জগন্নির্মাণের কারণ আছে, শ্রীকৃষ্ণ তৎসমুদায়েরও কারণ ।  
উল্লিখিত ভেদ ত্রয়ের অর্থ যথা—

“বৃক্ষস্ত স্বগতো ভেদঃ পত্র-পুষ্প-ফলাদিভিঃ ।

বৃক্ষান্তরাং সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিভিঃ ॥

পত্র, পুষ্প ও ফল প্রভৃতির সহিত যে বৃক্ষের ভেদ তাহা স্বগত  
বা আত্মগত ভেদ । “এটা আত্মবৃক্ষ, বিহবৃক্ষ নহে” এইরূপ এক  
বৃক্ষের সহিত অপর বৃক্ষের যে ভেদ তাহা সজাতীয় ভেদ, কারণ—  
বৃক্ষত্ব পূর্ব্বকারে আত্মবৃক্ষ ও বিহবৃক্ষ এক বস্তু । “এটা বৃক্ষ,  
প্রান্তর নহে” এইরূপ প্রান্তরের সহিত বৃক্ষের যে ভেদ, তাহা  
বিজাতীয় ভেদ, দুইটাই বস্তু, কিন্তু, একটা বৃক্ষ, অপরটা প্রান্তর,  
এখানে বস্তুত্ব পূর্ব্বকারে এক হইলেও আখ্যা ও গুণক্রিয়া রূপ ধর্ম  
পৃথক্ । ঈশ্বরে এই ত্রিবিধ ভেদ নাই । কারণ “সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং  
জগৎ” অর্থাৎ সর্ব্বাধিষ্ঠানস্বরূপ ঈশ্বরেই সকল বস্তুর অধ্যাস হইয়া  
থাকে, জ্ঞান যৎকালে সর্ব্বব্যাপী হয় তখন কোন জাগতিক বস্তুরই  
বস্তুত্ব থাকে না, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে । সহজ কথায়—  
জগৎ বলিয়া যে জ্ঞান, তাহা চরমকালে থাকে না, তবে তাহা  
অবিদ্যাক্রান্ত, একমাত্র ব্রহ্মেরই বর্জ্জুতে সর্ব্ববৎ পরিণাম মাত্রা ১০৭ .  
যাহা অদ্বয় জ্ঞান, তাহাকেই তত্ত্ববৈজ্ঞান্য বস্তুবস্তুরূপে উল্লেখ  
করিয়া থাকেন এবং সেই তত্ত্ব বস্তুই জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম, যোগীর

সংক্ষেপে কহিল কিছু ভিতরে আছে আর ।

উপাসনা তব্ব হেতু না করি বিস্তার ॥

অতএব কহি কিছু দিগ্‌দর্শনে ।

না কহিলে তব্ববস্ত জানিবে কেমনে ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ পরব্যোমে নারায়ণ ।

যাহার দ্বিতীয় দেহ মহা সঙ্কর্ষণ ॥

সঙ্কর্ষণের মহা অংশ মহাবিশু নাম ।

বিরজার জলে য়েহ করেন বিশ্রাম ॥

অপার ঐশ্বর্য য়ার নাহিক তুলনা ।

প্রতি লোমকূপে য়ার ব্রহ্মাণ্ড গণনা ॥

ব্রহ্মা রুদ্র আদি করি অণ্ড কর্তৃগণ ।

যাহার নিখাসে করি কালাবলম্বন ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায় ॥

যশ্চৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য

জীবন্তি লোমবিলজা জগদগুনাথাঃ ।

বিশ্বর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো-

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১০৯ ॥

নিকট পরমাত্মা এবং ভক্তের নিকট ভগবান্ বলিয়া কথিত  
হয়েন ॥ ১০৮ ॥

কালরূপী মহাত্মা যাহার নিখাসস্বরূপ, যাহার লোমচ্ছিন্ন-  
সমুৎপন্ন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতিগণ উক্ত কালকে অবলম্বন করিয়া জীবন  
ধারণ করেন, এই বিশ্বে তিনি মহাবিশু এবং সেই মহাবিশু যাহার  
অংশ বিশেষ, তাদৃশ, আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা  
করি ॥ ১০৯ ॥

সেই বিষ্ণুর এক অংশ গর্ভোদকশায়ী ।  
 বাহার মহিমা বেদ সর্বশাস্ত্রে গাই ॥  
 অগুণ্ডে স্তুতিয়াছে অনন্ত শয়নে ।  
 যার নাভিনাল মধ্যে চৌদ ভূবনে ॥  
 তাঁর অংশ ক্ষীরোদকশায়ী জগবান্ ।  
 সর্বভূত অস্ত্রধামী পরমাত্মা নাম ॥  
 গংক্ষেপে কহিল স্বরূপ আশ্রয় বিবরণ ।  
 কৃষ্ণ অক্ষ প্রভা কাস্তি ব্রহ্ম নিরূপণ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি- ।  
 কোটিষশেষ-বসুধাদি-বিভৃতি-ভিন্নং ।  
 তদ্বাক্সা নিকলমনস্তমশেষভূতং  
 গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১১০ ॥

এই ত কহিল তত্ত্ব বস্তু নিরূপণ ।

যাহা হইতে আমি কৃষ্ণের মহিমা কখন ॥

বস্তুতত্ত্ব বিচারিতে পরম ঐশ্বর্য্য ।

লীলাতত্ত্ব বিচারিতে কেবল মাধুর্য্য ॥

যে জগৎকারণ গোবিন্দের প্রভাকে ব্রহ্ম বলা যায় এবং সেই  
 ব্রহ্মই কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে স্বকীয় মায়ার-অধাস বশতঃ  
 পৃথিবাদি বিভূতিরূপে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, অথচ যে ব্রহ্ম নিকল  
 ( অংশহীন ), অনন্ত ( অসীম ), সূতরাং অশেষভূত অর্থাৎ অসীম-  
 স্বরূপ, ঈদৃশ প্রসিদ্ধ আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করিয়া  
 থাকি ॥ ১১০ ॥

তথাহি ।

বস্ত্ততত্ত্ববিচারেণ মহৈশ্বর্যং পুনঃ পুনঃ ।

তদেব লীলয়া তন্ত্বে পূর্ণমাধুর্য্যমেব চ ॥ ১১১ ॥

ইতি বস্ত্ততত্ত্বং সম্পূর্ণং ।

৩০ । অথ লীলাতত্ত্বং ।

সেই কৃষ্ণ লীলাতন্ত্বে করে গোচারণ ।

গোপপুত্র গোপবেশ মুরলীবদন ॥

লোহিত অম্বুজ নেত্র নীলাম্বুজ অঙ্গ ।

চুড়ায় ময়ূর পুচ্ছ ললিত ত্রিভঙ্গ ॥

কোটি কামদেব জিনি কমনীয় মূর্ত্তি ।

সাধকের হৃদয়ে সতত সেই ক্ষুণ্ণ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়ং ।

বেণুং কৃষ্ণসুন্দরবিন্দদলায়তাক্ষং

বর্হাবতংসমসিতাম্বুজসুন্দরাক্ষং ।

কন্দর্পকোটিকমনীয়কিশোরবেশং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তন্নহং ভজামি ॥ ১১২ ॥

বস্ত্ততত্ত্বের বিচার করিতে গেলে, তাহাতে পুনঃ পুনঃ মহৎ ঐশ্বর্য্যই আসিয়া পড়ে, কিন্তু সেই বস্ত্ততত্ত্বকে লীলারসে বিচার করিলে কেবল পূর্ণ মাধুর্য্যই তত্ত্বাংশে পরিস্কুট হয় ॥ ১১১ ॥

যিনি সর্ব্বদা সেণু বাদ্যে রত, বাঁহার লোচনযুগল পদ্মপলাশবৎ আয়ত, ময়ূর পিচ্ছ বাঁহার শিরোভূষণ, বাঁহার ত্রীঅঙ্গ নীলোৎপল তুলা সুন্দর অংগ বাঁহার কিশোর বেশ কোটি কন্দর্পের বাহনীয়, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১১২ ॥

সহজ মাছুষ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার ।  
 লোকের সহিত করে লোক ব্যবহার ॥  
 দাস সখা মাতা পিতা শয্যা বন্ধুগণ ।  
 ভাব অল্পসারে সুখ করে আনন্দদান ॥  
 রাজ্যে কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে ক্রীড়া করি ।  
 সখী আগে সেই কথা কহয়ে বিবরি ॥ ( ট )  
 অস্তুরে আনন্দধারা বাহিরে লজ্জিত ।  
 প্রফুল্ল সকল অঙ্গ নয়ন মুদ্রিত ॥  
 দেখি হরষিত কৃষ্ণ প্রেমেতে প্রবল ।  
 কিশোর বয়স্ বেশ করয়ে সফল ॥

উথাহি হরিতক্তি রসায়নসিদ্ধৌ ( দক্ষিণে । ১২৪ )

বাচা সূচিতশৰ্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং  
 ক্রীড়াকুণ্ডিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ ।

নৈশ বিলাসে শ্রীরাধার বঙ্গঃস্থলের চিত্র লেখা সকল বিলুপ্ত  
 হইয়াছে দেখিয়া এবং পরিহাস করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ  
 তাহা লিখিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু শ্রীরাধা সখী সমক্ষে তাহা  
 করাইতে লজ্জা বোধ করিতেছেন। এই ভাব সন্দর্শন করিয়া  
 তিনি এক কৌশল করিলেন। অর্থাৎ শ্রীরাধা গত রজনীতে  
 রতিকলা বিষয়ে যে বিশেষ প্রাগল্ভতা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই  
 সকল বৃত্তান্ত সখীগণের সাক্ষাতেই বর্ণন করিতে লাগিলেন, এই  
 ব্যাপারে শ্রীরাধা-লজ্জায় লোচনযুগল মুদ্রিত করিলে, তাঁহার বেশ

( ট ) কহয়ে উগারি। পাঠান্তর ।

তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ  
কৈশোরং সকলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ

॥ ১১৩ ॥

এই লীলা তব ভক্ত করে উগাসন ।

বস্তৃতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব দুই এক সম ॥

ইতি লীলাতত্ত্বং সম্পূর্ণং ।

৩৪ । অথ নিত্যলীলা ।

নিত্য লীলা কৃষ্ণের নাহিক পারাপার ।

অবিশ্রাম বহে লীলা যেন গঙ্গাধার ॥

প্রকটাপ্রকট আর নিত্য লীলা ক্রমে ।

জ্যোতিষক্ষে সূর্য্য যেন রাত্রি দিবা ভ্রমে ॥

স্বমেক শিখর ( ১ ) তার মধ্যে বাবহিত ।

তাহাতেই রাত্রি দিবা হয় নিয়মিত ॥

এঁছে কৃষ্ণ লীলাগণ ভ্রমে সূর্য্য প্রায় ।

এক অণু ছাড়ি লীলা আর অণু বার ॥

তাহাতেই প্রকটাপ্রকট লীলা হয় ।

নিত্য লীলা বলি তারে সর্ব্ব শাস্ত্রে কর ॥

অবকাশ হইল, তিনি নির্ব্বাধে তাঁহার স্তনযুগলের উপরি বিচিত্র  
কেলীনিপুণা একটা মকরিকা লিখিয়া দিলেন, চিত্রলেখন বিষয়ে  
শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল, অভিপ্রায়ও সিদ্ধ  
হইল । শ্রীকৃষ্ণ এইরূপেই কুঞ্জে বিহার করিয়া কৈশোর কাল  
সফল করিয়া থাকেন ॥ ১১০ ॥

( ১ ) স্বমেক পর্য্যন্ত । পাঠান্তর ।

তথাহি ।

উদয়াস্তে যথা সূর্য্যে প্রকটাপ্রকটা হরৌ ।

ব্যবধা বহুসানুশ্চ তথাগুনাং ক্রমক্রমাৎ ॥ ১১৪ ॥

সপ্তদ্বীপে নবখণ্ড সূর্য্যোর গমনে ।

ষাটি দণ্ড হয় তার চক্রাদি ভ্রমণে ॥

ব্রহ্মার এক দিনে হয় চৌদ্দ গঘন্তর ।

চৌদ্দ গঘন্তরে লীলা করেন ঈশ্বর ॥

বৈবস্বত স্বারোচিষ সভা ত্রেতা কলি ।

সব যুগে সব অণ্ডে ব্যাপে লীলাবলি ॥

গওয়া শত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট বিহার ।

সব অণ্ডে এইরূপ নিয়ম তাহার ॥

ব্রহ্ম দিবা রাত্রি মানে যত সংখ্যা হয় ।

ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ জানিহ নিশ্চয় ॥

উদয়াস্তে সূর্য্যে যেন কেহ কিছু বলে ।

এঁছে কৃষ্ণ প্রকটাপ্রকট মহীতলে ॥

বুন্দাবনে অপ্রকট নহেন কখন ।

সদাই প্রকট কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥

যেমন সূর্য্যাদেবের উদয় হইলে তাহার প্রকট ও অস্ত হইলে  
অপ্রকট হয়, বস্তুতঃ তাহার অস্তিত্বের ব্যাঘাত হয় না, এবং সূর্য্যের  
ভ্রমণ পথের পার্ব্বতীয়সাহু প্রদেশ দ্বারা কেবল সাধারণের দৃষ্টিগতের  
ব্যবধান হয় মাত্র, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কৃষ্ণলীলা এক স্থানে  
প্রকট অস্ত্র স্থানে অপ্রকট মাত্র, ইহাই যথাক্রমে বুঝিতে  
হইবে ॥ ১১৫ ॥

কারো ইচ্ছায় সেই লীলা হয় অপ্রকট।

বৃত্তিতে হ্রস্ব বড় আচ্ছয়ে নিকট ॥

তথাহি।

স্বয়ংরূপস্য যা লীলা প্রাকট্যং গোকুলে সদা।

কশ্চেচ্ছয়া ভবেদপ্রাকট্যন্ত মহিমণ্ডলে ॥ ১১৫ ॥

পুনরপি সূর্য্য তাতে দিয়েত প্রমাণে।

অন্ধকার দূর হয় সূর্য্যের কিরণে ॥ ( ড )

তথাহি।

কাশ্যপেয়ঃ স্থিতো যত্র তমস্তত্র ন তিষ্ঠতি।

এতাবৎ কৃষ্ণপ্রাকট্যং নিত্যলীলাক্রমাদপি ॥ ১১৬ ॥

বৃন্দাবন নাথ কৃষ্ণ ব্রজেশ্বর নন্দন।

বৃন্দাবন ছাড়া কাঁহা না করে গমন ॥

তথাহি বিষ্ণুজ্ঞানলে।

কৃষ্ণোহন্যো যদুসমুতো যন্ত গোপেন্দ্রনন্দনঃ।

স্বয়ংরূপ ভগবানের যে লীলা, তাহাই যখন গোকুলে প্রাকট্য বলিয়া বিখ্যাত, তখন এই মহীমণ্ডলে কাহার ইচ্ছায় অপ্রাকট্য হইবে? ॥ ১১৫ ॥

যথায় কাশ্যপেয় সূর্য্যদেব অবস্থিতি করেন তথায় যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না। সেইরূপ কৃষ্ণের নিত্য লীলা ক্রমে ইহাই কৃষ্ণের প্রাকট্য, অর্থাৎ যে ব্রজাণ্ডে কৃষ্ণ প্রাকট্য তথায় কখনও অপ্রাকট্য নহেন ॥ ১১৬ ॥

যদুসমুত বসুদেব নন্দন কৃষ্ণ অশ্রু অর্থাৎ ভিন্ন রসের নায়ক, বস্তুতঃ যিনি গোপেন্দ্র নন্দ মহারাজের পুত্র তিনি কখনও বৃন্দাবন

( ড ) অন্ধকার দূর হয় সূর্য্য যেই স্থানে। পাঠান্তর।



বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিৎমৈব গচ্ছতি ॥ ১১৭ ॥

আজ্ঞাকারী ধাম সে আপনে নহে গত ।

কৃষ্ণেচ্ছায় বৃন্দাবন হয় অণু-গত ॥ ( ৮ )

তথাহি ।

সর্বধামাধিকং শ্রেষ্ঠং বৃন্দারণ্যং মহৌত্তমং ।

ব্রহ্মাণানামন্তরন্তু স্বেচ্ছায়াং স্থান্নরৈরপি ॥ ১১৮ ॥

নিত্য কৈশোর কৃষ্ণ নিত্য সুবিহারী ।

যোগমায়া বলে জন্মাদিক লীলাকারী ॥

আবির্ভাব তিরোভাব প্রকটাপ্রকটে ।

উদয়াস্তে দিবাকর দেখহ নিকটে ॥

প্রকাশাপ্রকাশে সূর্যোর নিত্য নু না যায় ।

রাত্রি দিবা সেই সূর্য্য আছে নিত্য প্রায় ॥

বাণ্য গোগণ্ড সূর্যোর প্রত্যহ গমন ।

ঐছে কৃষ্ণ, কৃষ্ণলীলার জানিহ কারণ ॥

পরিত্যাগ করিয়া অন্তর মধুরা দ্বারকাদিতে গমন করিতে পারেন

না, অর্থাৎ সেরূপ হইলে তাহাতে রসগত বাঘাতে উপস্থিত হয় ।

বস্তুতঃ কৃষ্ণ হই নহে, রগানুসারে পার্থক্য মাত্র ॥ ১১৭ ॥

বৃন্দারণ্য সর্ব ধাম হইতে অধিক, শ্রেষ্ঠ এবং মহৌত্তম ।

তবুও বৃন্দারণ্যকে যে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অর্থাৎ ভুলোকে দেখা যায়

তাহা কেবল হরির স্বেচ্ছা মাত্র, অন্য কোন কারণ বশতঃ

নহে ॥ ১১৮ ॥

( ৮ ) শ্রীবৃন্দাবন ধামকে যে আমরা পৃথিবীর অন্তর্গত দেখি, তাহা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা মাত্র, নচেৎ তাহা জড় জগতের অন্তর্গত নহে, বস্তুতঃ চিন্ময় পদার্থ ।

রথ ছাড়ি সূর্য্য কতু না করে গমন ।

এঁছে কৃষ্ণ বৃন্দাবন না ছাড়ে কখন ॥

তথাহি ।

প্রকাশে যদ্বিধঃ সূর্য্যস্তপ্রকাশে চ তদ্বিধঃ ।

রথমুৎসৃজ্য সূর্য্যোহসৌ কুত্রাপি নৈব গচ্ছতি ॥১১৯

নিত্য স্থানে রহি কৃষ্ণ করে নিত্য লীলা ॥

লীলা সহ সব ধাম অণ্ডে প্রবেশিলা ॥

পুনঃ অপ্রকট হয় স্থানের সহিতে ।

অবিচিন্ত্য শক্তি তাঁর কে পারে বুঝিতে ॥

যাবৎ স্বরূপ তাঁর না হয় দর্শন ।

তাবৎ না দেখে কেহ শ্রীবৃন্দাবন ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ।

ভূমি চিন্তামণি, কল্পবৃক্ষময় বন ।

চন্দ্র চক্রে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥

প্রেম নেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ ।

গোপ গোপী সঙ্গে বাঁহা কৃষ্ণের বিলাস ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়ঃ ।

চিন্তামণিপ্রকরসদৃশ কল্পবৃক্ষ-

লক্ষাবৃতেষু স্বরভীরতিপালয়ন্তঃ ।

সূর্য্যদেব প্রকাশকালে অর্থাৎ দিব্যভাগে বেক্রপ, অপ্রকাশে অর্থাৎ নিশাভাগেও সেইরূপ । কারণ স্বকীয় রথ পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্যদেব কোথাও বাইতে পারেন না । (এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে প্রকট অপ্রকট উভয় কালেই সমান জানিবে) ॥ ১১৯ ॥

বহু বহু চিন্তামণি নির্মিত ভবনগুলি লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে

লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১২০ ॥

ভজনিক জন দেখে ভজনের বণে ।

অদ্যাপি হ কৃষ্ণ ক্রীড়া করিছে গোকুলে ॥

তথাহি ।

কৈরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ্ভি ভাগবতোত্তমৈঃ ।

যদ্যপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে ॥ ১২১ ॥

সংক্ষেপে কহিল নিত্য লীলার কথন ।

বিস্তার আছেয়ে কৈল দিগ্ দরশন ॥

ইতি নিত্যলীলা তত্ত্ব সম্পূর্ণং ।

৩৫ । অথ কৃষ্ণগৌর তত্ত্বং ।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন ।

শ্রীচৈতন্য রূপে কৈল প্রেম বিতরণ ॥

তথাহি স্মরণ বন্দনে ।

যোহসৌ নন্দসূতঃ কৃষ্ণঃ স এব ভগবান্ হরিঃ ।

আচ্ছাদিত, সেই ভবনে যিনি সুরভি অর্থাৎ দেবধেনুগণকে পালন করিতেছেন, এবং বিলাসসম্পন্ন অনন্ত লক্ষ্মীদেবীগণ যাহার সেবা কার্যে নিযুক্ত, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১২০ ॥

কোন কোন ভ্রষ্ট ভগবদ্ভক্তগণ ভগবৎ প্রেমে বিবশ হইয়া এখনও শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া থাকেন ॥ ১২১ ॥

যিনি নন্দসূত শ্রীকৃষ্ণ, সেই ভগবান্ হরিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপ

শ্রীচৈতন্যস্বরূপেণ প্রেমানন্দভরাকুলঃ ॥ ১২২ ॥

কৃষ্ণ যদি গৌর বৃন্দাবন রহে কতি ।

বৃন্দাবন নবদ্বীপ জানিহ সম্প্রতি ॥

গোপ গোপীগণ এবে যত স্বাক্ষোপাঙ্গ ।

এ সকল লইয়া লীলা করেন গৌরাঙ্গ ॥

তথাহি ভট্টৈব ।

অবতীর্ণঃ কলৌ সত্যং লোকনিস্তারকারণং ।

বৃন্দাবনং নবদ্বীপং স্বাক্ষোপাঙ্গং যথাক্রমং ॥ ১২৩ ॥

অতএব এইরূপে চৈতন্য বিহার ।

অষ্টচল্লিশ বৎসর নিয়ম তাহার ॥

যুগধর্ম্য হেতু এই প্রেম বিতরণ ;

এই ছই লাগি হইল শচীর নন্দন ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ।

কলি যুগে যুগধর্ম্য নাম পরচার ।

ইথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥

তথাহি ভট্টৈব শ্রীকৃষ্ণোক্তিঃ ।

যুগধর্ম্য প্রবর্তন হয় অংশ হইতে ।

আমা বিমে আর্নে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥

কৃষ্ণ ছইতে প্রেম দাতা কে আছে ভুবনে ।

অন্তের কা কথা প্রেম দিল নৃগগণে ॥

ধারণ করিয়া, প্রেমানন্দভরে আকুল হইয়াছেন ॥ ১২২ ॥

সত্য সত্যই কেবল কলিকলুষিত জীবের রক্ষার জন্ত ভগবান্ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন । বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ স্মৃতরাং এক এবং স্বাক্ষোপাঙ্গ ভক্তগণও যথাক্রমে ব্রজের সখা ও সখী ॥ ১২৩ ॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে বিধমঙ্গলঃ ।

সম্ভবতারা রহবঃ, পঙ্কজনাভস্ত সৰ্ব্বতোভদ্রাঃ ।

কৃষ্ণাদন্তঃ কো বা, লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥১২৪

শুগন্ধম্ প্রাবর্তন যত ইতি হয় ।

বাসুদেবের কৰ্ম সব জানিছ নিশ্চয় ॥

স্বয়ং ভগবান্ যবে করে অবতারে ।

বাসুদেবের অঙ্গ আসি মিলয়ে তাহারে ॥

জলে জল মিলে যৈছে না হয় বারণ ।

কৃষ্ণ অঙ্গে রহি করে দৈত্য সংহারণ ॥

তথাহি ।

মিলেজ্জলং জলেনৈব ন তত্র বারণং ভবেৎ ।

লীনো নন্দস্থতে রাজন্ ঘনে সৌদামিনী যথা ॥১২৫

আশ্রয় জাতীয় ধর্ম হয় রাধিকার ।

আচরিতে চাহে তাহা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

দেখি চমৎকার হয় আপন মাধুবী ।

রাধিকা স্বরূপ বিনে আশ্রয়দিতে নারি ॥

পদ্মনাভ হরির সৰ্ব্ব মঙ্গলময় বহু বহু অবতার থাকুক, কিন্তু এক শ্রীকৃষ্ণাবতার ব্যতীত অত্র কোন্ অবতারী লতাপ্রভৃতিতেও প্রেম দান করিয়াছেন ? অর্থাৎ কেহই নহে । তাৎপর্য্য, বৃন্দাব নের ওকলতাদি জড় প্রাণীও কৃষ্ণপ্রেম অনুভব করিয়াছিল ॥ ১২৪ ॥

যেমন স্বভাবের গুণে মেঘমধ্যে সৌদামিনী লুকায়িত হয় এবং জলে জল মিশাইয়া যায়, তাহাতে কোনই বাধক নাই, হে রাজন্ ! সেইরূপ, অংশভূত স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অংশভূত বাসুদেবাদি নির্বাধে লীন হইয়া থাকেন ॥ ১২৫ ॥

নিজেন্দ্রিয় ত্যাগ এই গোপীর ভজন ।

এই তিন লাগি হইলা শচীর নন্দন ॥

তথাহি ত্রিচৈতন্যচরিতামৃতে ত্রিকুণ্ডলাসকবিরাজগোখামিনোক্তং ।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়েবা-

স্বাদ্যো যেনাদুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ ।

সৌখ্যঞ্চাস্তা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ-

তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥১২৬॥

পাষাণ দলন আর ধর্ম সংস্থাপন ।

বাহুদশায় সাধে প্রভু যুগ প্রয়োজন ॥

অন্তর্দশা অর্ধবাহু আর তিন স্রুথ ।

তাহা আশ্বাদিতে প্রভু সদাই উদ্ধুথ ॥

তথাহি ।

অন্তর্গতো যদা ভাব আশ্বাদয়তি স্বং স্রুথং ।

ফেন-হর্ষ-বিষাদশ্চ অশ্রু-কম্পাদি রোদনং ॥ ১২৭ ॥

শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ ? মদীয় অদ্বুত মধুরিমাকেই বা এই শ্রীরাধা কিরূপ আশ্বাদন করিয়া থাকেন ? এবং মদীয় রসাস্বাদে শ্রীরাধার স্রুথানুভবই বা কেমন হয় ? এই তিনটি ভাবের লালসায় হরিকৃষ্ণী স্রুথাকর শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া শ্রীমতী শচীমাতার গর্ভসাগরে উদ্ভিত হইয়াছেন ॥ ১২৬ ॥

মহাপ্রভু অন্তর্গতভাবে বিভোর হইয়া আশ্বাদিতে স্বীয় স্রুথ আশ্বাদ করিয়া থাকেন এবং শ্রীঅঙ্গ হইতে ফেনোদগম, হর্ষ, বিষাদ, অশ্রুপাত, কম্পন ও রোদনরূপ সাত্ত্বিক ভাবাবগী প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ১২৭ ॥

অপিচ ।

কিঞ্চিদ্ভাববিভঙ্গেন ত্ত্বত্ববাহদশা ভবেৎ ।

সম্বোধনবিধানেন প্রলাপয়তি তত্ত্বতঃ ॥ ১২৮ ॥

ইত্যাস্বাদ-দশায়াঞ্চ গৌরশ্চ মূলকারণং ।

বাহ্যাবস্থা বদা ভাতি তদা যুগপ্রয়োজনং (গ) ॥ ১২৯

অন্তরে কেবল কৃষ্ণ বাহিরে গৌরাজ ।

এ সকল জানে যত নিজ স্বাক্ষোপাঙ্গ ॥

তথাহি ভগবৎসম্বর্ভে ।

অন্তঃকৃষ্ণবহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং ।

কলৌ সঙ্কীর্ণনাদ্যৈঃ স্ব কৃষ্ণচৈতন্যমাস্ত্রিতাঃ ॥ ১৩০ ॥

কহিয়ে রাধার বর্ণ করিয়া প্রকাশ ।

অন্তরে আস্বাদে প্রেম জানে নিজ দাস ॥

যৎকালে প্রভুর ভাবের কিঞ্চিৎ ভঙ্গ হয়, তখনই অন্তর্বাহ দশা উপস্থিত হয় এবং নানা ভক্তকে সম্বোধন করিয়া প্রকৃত ভাবময় প্রলাপ করিয়া থাকেন ॥ ১২৮ ॥

এই রসাস্বাদ দশাতেই গৌরাজের অবতারের মূল কারণ প্রকাশ পায় । যখন বাহ্যাবস্থা প্রকাশ পায় তখন কেবল যুগপ্রয়োজন অর্থাৎ হরিনাম সঙ্কীর্ণনাদি করিয়া থাকেন ॥ ১২৯ ॥

বাহ্যর অন্তরে কৃষ্ণভাব, বাহিরে গৌরভাব, এবং অশ্রকম্পাদি আঙ্গিক বৈভব বাহার প্রায়শঃ পরিদৃষ্ট হয়, সেই কৃষ্ণরূপী চৈতন্য প্রভুকে কলিযুগে সঙ্কীর্ণনাদি দ্বারা আমরা আশ্রয় করি ॥ ১৩০ ॥

(খ) “প্রভুবা” ইতি পিঙ্গলমুদ্রং । প্র এবং হ্র পরে থাকিলে পূর্ববর্ণের বিকল্পে গুরুত্ব হয় । এখানে গুরুত্ব হয় নাই হ্রস্বত্ব হইয়াছে ।

## শিষ্টাঙ্গ-চন্দ্রোদয় ।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং ।

রায় কহে প্রভু তুমি ছাড় ভারি ভুরি ।  
মোর কাছে নিজ রূপ না করিহ চুরি ॥  
সম্মুখে দেখিয়ে তোমার কাঞ্চন পঞ্চালিকা ।  
তঁার গৌরকান্ত্যে তোমার শ্রাম অঙ্গ ঢাকা ॥ (ত)

তথাহি শ্রীচৈতন্যদেবশ্রীমুখবাক্যং ।

গৌরকান্তি নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন ।  
ব্রজেন্দ্রনন্দন নিহু না স্পর্শে অত্র জন ॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিনোস্তুং ।

অপারং কস্মাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী  
রসস্তোমং হিত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ ।  
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্  
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কুপয়তু ॥ ১৩১ ॥

---

যিনি কোঁতুইলাক্রান্ত হইয়া কোন প্রণয়িজনগণের (ব্রজজনের)  
অসীম রসরাশি পরিত্যাগ পূর্বক কোন একটা (শ্রীরাধা স্নেহকীর্ত্তি)  
মধুর রস উপভোগ করিবার জন্ত নিজের দেহকান্তিকে আবরণ  
করিয়াছেন এবং তাঁহার (শ্রীরাধার) দেহকান্তিকে বাহিরে প্রকট  
করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি দেব আমাদের প্রতি সমধিক  
রূপাকটাক্ষ করুন ॥ ১৩১ ॥

---

(ত) সম্মুখে দেখিয়ে তোমার কাঞ্চন প্রতিমা ।

তঁার গৌরকান্ত্যে ঢাকা তোমার স্বরূপ মহিমা ॥

(পাঠান্তর)



তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।

শ্রীরাধার ভাব কাস্তি করি অঙ্গীকার ।

তিন স্মৃতি আস্বাদিতে কৈল অবতার ॥

কৃষ্ণ গৌররূপ আর তাবাদি গ্রহণ ।

সংক্ষেপে কহিল ইহা দিগ্ দরশন ॥

ইতি কৃষ্ণগৌরতত্ত্ব সম্পূর্ণ ॥

৩৬ । অথ নামমাহাত্ম্যং ।

মানের মহিমা কিছু কহিতে না পারি ।

দিগ্ দরশন হেতু কহি ছই চারি ॥

সঙ্কেত করিয়া যেন লয় কৃষ্ণ নাম ।

উপহাস করি কিংবা শ্রদ্ধার বিধান ॥

তা সভার যত পাপ হয় সব নাশ ।

কৃপা করি ভাগবতে কহিয়াছে ব্যাস ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে । ৬ । ২ । ১৪

সাক্ষেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা ।

বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষঘরং বিদুঃ ॥ ১৩২ ॥

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ততে ।

ভাস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ ॥ ১৩৩ ॥

সঙ্কেত করিয়া, পরিহাস করিয়া, ছল করিয়া বা অবহেলা করিয়াও যদি বৈকুণ্ঠ হরির নাম গ্রহণ করা যায়, তবে নিশ্চয় জানিবে যে, তাহাতেও অশেষ কলুষ দূর হইয়া থাকে ॥ ১৩২ ॥

“কৃষ্ণ”-এই মঙ্গলময় নাম ঘাঁহার বাগ্যশ্রে উচ্চারিত হয়, হে রাজেন্দ্র ! তাঁহার কোটি কোটি মহাপাতক শুধনই ভাস্মীভূত হইয়া

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্বং ত্র্যম্বহা গুরুতল্লগঃ ।

স্ত্রীরাজপিতৃগোহস্তা যে চ পাতকিনো হপরে ॥ ১৩৪

সর্বেষামপ্যধ্বতামিদমেব স্তুনিশ্চিতং ।

নামব্যাহরণং বিশেষ্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥ ১৩৫ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ধৃতং পাদ্যোত্তরখণ্ডবচনং ।

বেপন্তে ছুরিতানি মোহমহিমা সম্মোহমালম্বতে

সাতকং নখরঞ্জনীং কলয়তে শ্রীচিদ্ৰগুপ্তঃ কৃতী ।

বার । ( ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুকথা গমন, এই চারিটা মহাপাতক এবং এই চারিটার অত্যাচার যে সঙ্গ কবে সেও মহাপাতকী ) ॥ ১৩৩ ॥

চৌর, সুরাপানী, মিত্র ঘোহকারী, ব্রহ্মঘাতক, গুরুদারগামী, স্ত্রীহন্তা, রাজহন্তা, পিতৃহন্তা গোহন্তা এবং অপর যে কোন মহাপাতকী আছে, তৎসমুদয় পাতকিগণের এই একমাত্র স্তুনিশ্চিত উপায় অর্থাৎ বিষ্ণুর নামোচ্চারণই তাহাদের পাতকোদ্ধারের কারণ । যেহেতু ভগবন্নামোচ্চারণে ক্রমে ক্রমে ভগবদ্বিষয়া মতির উদয় হয়, কুমতি দূরে পলায়ন করে ॥ ১৩৪-৫ ॥

হে জগদীশ ! কোন ব্যক্তি যদি আপনার নাম উচ্চারণ করিবার অভিলাষ করেন, তবে অভিলাষ মাত্রেই তাঁহার পাপসকল ভয়ে কম্পিত হইয়া দূরে পলায়ন করে, মোহ মহিমা সম্যক্ মুক্ততাব্দ অবলম্বন করে, কাঁধানিপুণ শ্রীচিদ্ৰগুপ্ত যে ব্যক্তির নাম পূর্বে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, পরে তাঁহার ভগবন্নামোচ্চারণের অভিলাষ জানিয়া সতয়ে নখরঞ্জনী অর্থাৎ নকনু দ্বারা সেই নাম কাটিয়া উন্মোচন করেন, বিদাতা আনন্দের সহিত তাঁহার পূজা করিবার

সানন্দং মধুপর্কসংভূতিবিধৌ বেধাঃ করোতু্যদ্যমং  
বক্তুং নান্নি তবেশ্বরভিলষিতে ক্রমঃ কিমন্যৎ পরং॥

১৩৬ ॥

তদন্তঃ ।

কৃষ্ণশ্রবণমাত্রেন নরো যাতি নিরাপদং ।

যে শ্রবন্তি সদা কৃষ্ণং কে বা জানন্তি তৎফলং॥ ১৩৭

উপাধি ।

বর্তমানঞ্চ যৎ পাপং যদুতং যদুভবিষ্যতি ।

তৎসর্বং নিদহিত্যাশু গোবিন্দনামকীর্ণাৎ॥ ১৩৮ ॥

জন্ম মধুপর্কাদির 'আয়োজন' ব্যাপারে উদ্যান করেন অর্থাৎ “যিনি ভগবন্নামোচ্চারণ করেন তিনিও ব্রহ্মলোকেও থাকিবেন না, মুক্ত হইয়া ভগবৎ পাদপদ্ম লাভ করিবেন, অতএব নামোচ্চারণের ইচ্ছা মাত্রে যদি তিনি ব্রহ্মলোকে আসিয়া আমার ভাগ্যবলে ক্ষণকালও অবস্থিতি করেন, তবে তৎকাল মগ্ন হই তাঁহার পূজা করিব” এই চেষ্টা করেন । নামোচ্চারণের অভিলାষের যখন এই ফল, তখন নামোচ্চারণ করিলে যে কি হয়, তাহা আর কি বলিব ? ॥ ১৩৬ ॥

মানব একবার মাত্র কৃষ্ণশ্রবণ করিলে সকল আপদ হইতে মুক্তিলাভ করেন, যে ব্যক্তি সর্বদাই কৃষ্ণশ্রবণ করেন, তাঁহার ফল কে জানিতে পারে ? ॥ ১৩৭ ॥

যে পাপ বর্তমান, বাহ্য হইয়া গিয়াছে এবং বাহ্য পরে হইবে, তৎসমস্ত ত্রৈকালিক পাপ একমাত্র গোবিন্দ নাম উচ্চারণে ভস্মীভূত হয় ॥ ১৩৮ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই যেবা বলে তিন বার ।

যোর নরক হইতে তার হয়ত উদ্ধার ॥ (খ)

তথাহি পঞ্চপুরাণে ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাতুষ্করাম্যহং ॥ ১৩৯ ॥

বাহিরের ধন ধাত্ত চোরে চুরি করে ।

অন্তর্গত জীব্য চোরে লইতে না পারে ॥

কৃষ্ণ নাম হইতে চোর নাহিক ভুনে ।

শ্রদ্ধা নাহি তবু যদি প্রবেশে শ্রবণে ॥

অনেক জন্মের পাপ হয়ত সঞ্চিত ।

শ্রুতিমাত্র সর্বপাপ হয় নিমোচিত ॥

তথাহি গীতায়াং ।

নারায়ণো নাম পরং নরাণাং

প্রসিদ্ধচোরং কথিতং পৃথিব্যাং ।

অনেকজন্মার্জিতপাপসঞ্চয়ং

হরত্যশেষং শ্রুতিমাত্রাকৈবলং ॥ ১৪০ ॥

ভগবান্ কহিলেন “কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ” এই বলিয়া তিনবার মাত্র যে ব্যক্তি আমাকে সর্বদা স্মরণ করেন, অগাধ জগন্থা হইতে পদ্ম সেমন উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমিও সেই ব্যক্তিকে অসীম নরক হইতে উদ্ধার করি ॥ ১৩৯ ॥

নারায়ণের নাম নরমাত্রেয় একমাত্র পরাৎপর বস্তু, কারণ যে মান বহুজন্মের সঞ্চিত কলুষরাশিকে একবার শ্রুতিমাত্রেই হরণ

(খ) নরক হইতে কৃষ্ণ করেন উদ্ধার । পাঠান্তর ।

বহুজন্মার্জিতং পাপং স্বল্পং বা যদি বা বহু ।

তৎক্ষণাৎ ক্ষয়মাপ্নোতি ভগবন্নামকীর্তনাৎ ॥ ১৪১ ॥

কৃষ্ণ নাম চিন্তামণি জ্ঞান রসময় ।

বাহা হইতে প্রেম ভক্তি করয়ে উদয় ॥

নিত্য সিদ্ধ পূর্ণ মুক্ত নাম অবতার ।

নান নামী অভিনায়া তারিতে সংসার ॥

তথাহি ।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ ১৪২

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ নাম জপিতে জপিতে ।

বহুতুণ্ড বাহা কৈল নান আশ্বাদিতে ॥

ছুই কর্ণে কিবা নাম করিল শ্রবণ ।

অর্কদু অর্কদু কর্ণ করিল বাঞ্ছন ॥

এই মোর অল্প চিন্ত প্রাঙ্গণসম হয় ।

কৃষ্ণ এই ছুই বর্ণ তাহা বিলাসয় ॥

করিয়া থাকেন । প্রসিদ্ধ চৌর সেমন বহুদিনের সঞ্চিত ধনও হরণ  
কবে, নারায়ণ নামও তজ্জপ, সুতরাং পৃথিবীতে নারায়ণ নামকে  
চৌর বলিলেও বলা যায় ॥ ১৪০ ॥

ভগবন্নাম কীর্তন মাঝে স্বল্পই হোক আর অনেকই হোক  
বহুজন্মার্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪১ ॥

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি স্বরূপ, এবং কৃষ্ণ মূর্তিমান জ্ঞানরসের  
বিগ্রহ । উভয়েই পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত স্বরূপ, কারণ নাম ও  
নামীতে কেমন প্রভেদ নাই ॥ ১৪২ ॥

কি অমৃত জন্মাগছে এই দুই বর্ণ ।

৫. তাহাতে করিল তৃপ্ত মোর মন কর্ণ ॥

তথাহি বিদ্যনাথর্থে । ১ । ৩৩

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলৌলক্যে  
কর্ণক্ৰোড়করশ্বিনী ঘটয়তে কর্ণকর্ষুদেভ্যঃ স্পৃহাং ।  
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বৈন্দ্রিয়াণাং কৃতিং  
নো জানে জনিতা কিয়ন্তিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

১৪৩ ॥

তথাহি আগমে ।

গোকোটাদানং গ্রহণেষু কাশী-  
মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসী ।

“যখন শ্রীরাধা কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ করেন, তখনই রোমাঞ্চিত হইয়া কোন এক রমণীয় ভাব প্রাপ্ত হইলেন” নান্দীমুখীর মুখে শ্রীরাধার এই কথা শুনিয়া গোঁর্ণমাসী কহিলেন :—“কৃষ্ণ” এই দুইটী বর্ণ সে কত অমৃত দ্বারা উৎপাদিত হইরাছে তাহা আমি কিছুই জানি না, কারণ—উচ্চারণ মাত্রে মুখে যেন নৃত্য করিয়া উঠে এবং অসংখ্য মুখের জন্ত বাসনা জন্মায়, কর্ণে শ্রবণ মাত্রে কর্ণদেশ ব্যাপ্ত করিয়া অর্কবৃন্দ কর্ণ লাভের স্পৃহা জন্মায় এবং চিত্ত-প্রাঙ্গণে (মনোমধ্যে) চিন্তা করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারিতা লোপ করিয়া নিশ্চেষ্ট করিয়া দেয় ॥ ১৪৩ ॥

বহু বহু গ্রহণকালে কোটি কোটি গোদানের যে ফল, কাশীধামে ও প্রয়াগধামে মাঘ মাসে কল্পকাল বাসের যে ফল এবং স্মৃৎসক

মেরুপ্রমাণঞ্চ স্তবর্ণদানং

গোবিন্দনাম্নঃ সদৃশং ন জাতং ॥ ১৪৪ ॥

উপরাগ সময়ে গোকোট করে দান ।

তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান ॥

যে জন কহয়ে নামের মহিমা আমি জানি ।

তাহাকে কহিয়ে মাত্র অদমেতে গনি ॥

ইতি নামমাহাত্ম্যং সম্পূর্ণং ।

৩৭ । অথ যুগমাহাত্ম্যং ।

সত্যযুগে ধ্যান পূজা করে ভক্তগণ ।

ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, ধর্ম প্রাপ্তির কারণ ॥

দ্বাপরেতে পরিচর্যা পূজন বিধানে ।

এই রূপে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় ভক্তগণে ॥ ( দ )

কলিযুগের ধর্ম কেবল নাম সঙ্কীর্তন ।

বাহা হইতে সর্ব সুখ হয় আশ্বাদন ॥

তথাহি ।

কৃতে যদ্ব্যয়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাং ॥ ১৪৫ ॥

পর্বতের সমভাগ স্তবর্ণ দানের যে ফল, একবার মাত্র গোবিন্দ-  
নামোচ্চারণের ফলের সহিত উক্ত সমস্ত ফলের কিছুতেই তুলনা  
হয় না ॥ ১৪৪ ॥

সত্যযুগে ধ্যান ধারণা করিয়া যে ফল হয়, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ সমূহে  
বিষ্ণুর অর্চনা করিয়া যে ফল হয়, এবং দ্বাপরযুগে পরিচর্যা করিয়া

( দ ) এই রূপে কৃষ্ণ কুপা করে ভক্তগণে । ( পাঠান্তর )

কত“এব” দিয়া পুনঃ কহে বাস মুনি

কলিযুগে হরিনাম পুরাণে বাথানি ॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে ।

হরেন্নাম-হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলং ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥১৪৬॥

ইতি যুগমাছায়া সম্পূর্ণং ।

৩৮ । অথ বৈষ্ণবমাছায়া ।

বৈষ্ণবে সকল বর্ণ হয়েত প্রসিদ্ধ ।

সকলবর্ণ হইতে বৈষ্ণব হয় সর্ব শ্রেষ্ঠ ॥

প্রবিশন্তি সর্ববর্ণা বৈষ্ণবভেহপি বৈষ্ণবাঃ ।

অপি শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণবশ্চ সর্ববর্ণে মহৎ পদং ॥১৪৭॥

‘ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি ।

বৈষ্ণব হইলে সভার হয় মহোন্নতি ॥

হ্রাস বৃদ্ধি নাহি কারু সভেই সমান ।

সাধুর বচন ইথে আছেয়ে ঐশাণ ॥

যে কল হয়, কলিযুগে একমাত্র হরি কীর্তনে উল্লিখিত ত্রিবিধ  
কল লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৪৫ ॥

হরিনামই সুনিশ্চিত কৈবল্য বা মুক্তির উপায়, অথবা হরিনামই  
কেবল জীবের সম্বল । কলিযুগে হরিনাম ব্যতীত অন্য উপায়  
নাই, নাই, নাই ॥ ১৪৬ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি সর্ব বর্ণই বৈষ্ণব ধর্মে প্রবেশ  
করিয়া বৈষ্ণবাখ্যা প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ বৈষ্ণব সর্ব জাতির শ্রেষ্ঠ,  
এবং বৈষ্ণব একটা মহৎ পদ ॥ ১৪৭ ॥



সামান্য উদক কিংবা আর তীর্থজল ।

গঙ্গায় পড়িলে গঙ্গা হয়ত নির্মল ॥

তথাহি ।

অন্যতীর্থোদকৈব সামান্যমুদকং তথা ।

গঙ্গায়াং পতিতং গঙ্গা হ্রসতে ন বিশেষতাং ॥ ১৪৮ ॥

তা'ব সাক্ষী ভানুসূতা, বহু নদীগণ ।

গঙ্গার সহিত আসি হইল মিলন ॥

সর্বত্র জাহ্নবী খ্যাতা কারু নাম নাই ।

তীর্থ শিরোমণি গঙ্গা সর্ব শাস্ত্রে গাই ॥

তথাহি ।

ভানুজা বহুনদ্যেব ত্রিস্রোতাশ্চ সমন্বিতা ।

সর্বত্র জাহ্নবী খ্যাতা সর্ববতীর্থময়ী পরা ॥ ১৪৯ ॥

বৈষ্ণব মহিমা হয় অগাধ সমুদ্র ।

অনন্ত কহিতে নারে কিবা ব্রহ্মা ব্রহ্ম ॥

জগৎ পবিত্র হয় দার নাম শুনি ।

তার আগে তীর্থ পদবী কিবা গণি ॥

গঙ্গাভিন্ন অন্যতীর্থের জল এবং সাধারণ জল, এ সমস্তই গঙ্গাতে পতিত হইলে গঙ্গাও লাভ করে, তাহাতে গঙ্গার দৃশ্যতা বা কোন বিশেষত্ব হয় না ॥ ১৪৮ ॥

ভানুজা যমুনা ও ত্রিস্রোতা গঙ্গা এই উভয়ে মিলিত হইয়া এবং বহুতর নদীর সহিত সমন্বিতা হইয়াও সর্বত্র জাহ্নবী অর্থাৎ গঙ্গা বলিয়াই বিখ্যাতা এবং সর্ব তীর্থ শিরোমণি হইয়াছেন, কিন্তু বহু নদীর সংমিশ্রণেও গঙ্গাও লোপ পায় নাই ॥ ১৪৯ ॥

কৃষ্ণদাসের অবিস্পষ্ট নাহি কোন কর্ম । ( ৬ )

যদ্যপি না ভজে তত্ জ্ঞানে সর্ব ধর্ম ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে । ৭ । ৫ । ১৬

যন্মানশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ ।

তস্ম তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ১৫০ ॥

সর্ব পাপাশ্রিত তীর্থ পাপি স্থানে হয় ।

সাধু স্থানে সেই তীর্থ হয় তীর্থময় ॥

তথাহি :

গঙ্গা পাপং শশী তাপং দৈন্ত্যং কল্পতরুর্হরে ।

পাপং তাপং তথা দৈন্ত্যং সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ ॥ ১৫১ ॥

অন্তঃস্থিত হয় তার স্বয়ং ভগবান্ ।

অতএব তীর্থগণের করি পরিভ্রাণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে । ১ । ১৩ । ১০

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভোঃ ।

ঈহার নাম শ্রবণ মাত্রে পুরুষ মাত্রেই নির্মল বা নিম্পাপ হয়, সেই তীর্থাস্পদ ভগবানের দাসগণের আর কোন্ কার্য অবশেষ থাকে ? অর্থাৎ ভগবানের দাস হইবামাত্র তাঁহার সমস্ত কর্তব্য নিঃশেষ হয় ॥ ১৫০ ॥

হে হরে ! গঙ্গা পাপ হরণ করেন, চন্দ্র তাপ হরণ করেন, কল্পবৃক্ষ দৈন্ত্য হরণ করেন, কিন্তু সাধুসমাগম পাপ, তাপ ও দৈন্ত্য এই তিনটিকেই তৎক্ষণাৎ হরণ করিয়া থাকেন ॥ ১৫১ ॥

বুদ্ধিতির বিদ্বরকে कहিলেন—হে বিদ্বর ! ভবাদৃশ ভগবদ্ভক্তগণের তীর্থ পর্যটন আরের জন্ত নহে বস্তুতঃ তীর্থ সকলকে

তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্মান্তুর্নৈন গদাভূতা ॥ ১৫২ ॥

ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণ থাকয়ে সতত ।

কৃষ্ণ বিনে ভক্ত নাহি জানে অত্ন মত ॥

পরস্পর কৃষ্ণ ভক্ত জানিহ নিশ্চয় ।

নিশ্চয় করিয়া ইহা ভাগবতে কয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে । ৯ । ৪ । ৬৮ ।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহং ।

মদন্তুন্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ১৫৩ ॥

অকিঞ্চনা ভক্তি ভক্তের দেখি দেবগণ ।

সর্বগুণ সহ আমি লইল শরণ ॥

হরিতে অভক্ত জনের মহাগুণ কোথা ।

অসদ্ বিষয়ে সেই ধাবয়ে সর্বধা ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে । ৫ । ১৮ । ১২

যস্মাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা

সর্বৈবগুণৈস্তত্ত্ব সমাসতে স্মরাঃ ।

অনুগ্রহ করার জন্তই । কারণ আপনারা অস্বয়ং হরির পবিত্র বস্তুস্বরূপ ; এজন্য পাগিজনের সম্পর্কে যে সকল তীর্থ অতীর্থ হইয়াছে আপনারদের অন্তঃকরণে সাক্ষাৎ গদাধর ভগবানের বাস তদ্বারা সেই সকল কলুষিত তীর্থকেও পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ১৫২ ॥

সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমি সাধুগণের হৃদয়, সাধুগণ আমা ভিন্ন কিছু জানেন না এবং আমিও সেই সাধুগণ ব্যতীত আর কিছু জানি না ॥ ১৫৩ ॥

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ ! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাঁহার অকি-

হরাবভক্তস্য কুতো মহদগুণা-

ম্নোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ১৫৪ ॥

দৈবাৎ নিষিদ্ধ কৰ্ম করে ভক্তজন ।

প্রায়শ্চিত্ত নাহি তার শাস্ত্রের বচন ( ন ) ॥

তথাহি ।

নিষিদ্ধাচারতো দৈবাৎ প্রায়শ্চিত্তঞ্চ নৈব তৎ ।

ইতি বৈষ্ণবশাস্ত্রাণাং রহস্যং তদ্বিদাং মতং ॥ ১৫৫ ॥

নিষিদ্ধ আচার করি যদি ভক্ত হয় ।

তথাপি সৰ্বদা শুচি জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে । ১১।৫।৪২

অপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়শ্চ

ত্যাক্তান্যভাবশ্চ হরিঃ পরেশঃ ।

কন। অর্থাৎ নিকাম ভক্তি হয় তাঁহার দেহে দেবগণ বশীভূত হইয়া  
ধনাদি সমস্ত গুণের সহিত নিতা অবস্থিতি করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি  
হরির প্রতি ভক্তি করে না অর্থাৎ যে গৃহাদিতে আসক্ত, তাহার  
জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি মহদগুণ কিরূপে হইবে ? সে কেবল অগত  
বিষয় স্মৃতির প্রতি বাকুলচিত্ত হইয়া ধাবিত হয়, তাহার কোন  
অর্গই সিদ্ধ হয় না ॥ ১৫৪ ॥

একান্ত ভক্তের দৈবাৎ নিষিদ্ধাচার ঘটিলে তাহার পৃথক্  
প্রায়শ্চিত্ত নাই । ইহাই বৈষ্ণব শাস্ত্র সমূহের মত, এবং সেইমত  
বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞদিগের সম্মত ॥ ১৫৫ ॥

করভাজন কহিলেন রাজন ! যিনি অল্প দেবতায় বা দেহাদিতে

( ন ) তথাপি সৰ্বদা শুচি পতিত পাবন । ( পাঠান্তর )

বিকস্ম যচোৎপতিতং কথঞ্চিৎ

ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টং ॥ ১৫৬ ॥

হরিভক্তিবিলাসে । ১০ । ৭ ধৃতঃ স্বাক্ষরচনং ।

স কর্তা সর্বধর্মাণাং ভক্তো বস্তব কেশব ।

স কর্তা সর্বপাপাণাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যত ॥ ১৫৭ ॥

তথাহি ।

মদর্থে ক্রিয়তে পাপমপি ধর্মায় কল্পতে ।

মামনাদৃত্য ধর্মোহপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ ॥ ১৫৮ ॥

আমার ভক্তের দোষ দেখে যেই জন ।

জন্মে জন্মে করে সেই নরক ভোজন ॥

উপাস্ত্যভাব ত্যাগ করিয়া পরম ঈশ্বর হরির পাদমূল ভজনা করেন তিনি হরির একান্ত প্রীতিনিকেতন হয়েন, যদি কখন প্রমাদ বশতঃ নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ ঘটিয়া উঠে, তাহার নিষ্কৃতি জ্ঞাত পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না, হৃদয়স্থ হরি সমুদায় পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন । (শ্রুতি স্মৃতি ভগবদাক্তা, তাহার দৃষ্ট্যনে একান্ত-ভক্তের দোষ হয় না, কারণ তিনি পাপক্ষয়ের জ্ঞাত ভজন করেন না) ॥ ১৫৬ ॥

হে কেশব ! যিনি আপনার ভক্ত তিনি সকল ধর্মের অমুষ্ঠাতা হে অচ্যুত ! যে আপনার ভক্ত নহে, সে সকল পাপেরই অমুষ্ঠাতা ॥ ১৫৭ ॥

ভগবান্ কহিলেন, আমার জ্ঞাত যদি পাপও অমুষ্ঠিত হয়, তাহা ধর্মের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে, কিন্তু আমাকে অনাদর করিয়া ধর্মামুষ্ঠান করিলে সে ধর্মও আমার প্রভাবে পাপ হইয়া যায় ॥ ১৫৮ ॥

তথাহি ।

নিষিদ্ধাচারকারী চ মন্তৃত্তঃ সর্বদা শুচিঃ ।

তদৌষদর্শিনো লোকান্তে বৈ নরকগামিণঃ ॥ ১৫৯ ॥

বে জানে আমার ভক্তে সে জানে আমারে ।

অন্তর স্বভাবে আমি জানিতে না পারে ॥

তথাহি ।

হ্যাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমঃ প্রকৃষ্টঃ

সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ ।

সাক্ষাৎ তদৈব পরমার্থবিদাং নতৈশ্চ

নৈবাস্তরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুং ॥ ১৬০ ॥

অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্ত প্রাকৃত কভু নয় ।

দেহের স্বভাব দোষে বিকারাদি হয় ॥

তার সাক্ষী গঙ্গাজল হয় সম ব্রহ্ম ।

বুঝু দাদি কেন পক্ষ নীরের স্বধর্ম ॥

আমার ভক্ত নিষিদ্ধাচার করিলেও সর্বদা পবিত্র, কিন্তু সেই ভক্তের দৌষদর্শী লোক সকল নিশ্চয় নরকগামী হয় ॥ ১৫৯ ॥

হে ভগবনু । আপনার স্বভাব, রূপ, চরিত্র, সম্বল, সাত্ত্বিক-ভাব, প্রবল শাস্ত্রজ্ঞান এবং পরমার্থবেত্তাদিগের মত, এই সকল প্রশস্ত কারণে বাহার পরমজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেই প্রকৃষ্ট ভক্ত অবিলম্বে আপনাকে জানিতে সমর্থ হইবেন, কিন্তু অন্তর প্রকৃতি ভক্ত লোক কিছুতেই জানিতে পারে না ॥ ১৬০ ॥

তথাহি উপদেশায়তে ।

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষস্ত দোষৈ-  
র্ন প্রাকৃতভ্রমিহ ভক্তজনস্ত পশ্যেৎ ।  
গঙ্গাস্তসাং ন খলু বুদ্ধদক্ষেনপঠৈ-  
ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধশ্মৈঃ ॥ ১৬১ ॥

এই ত মনুষ্যালোকে দেবাস্থর সৃষ্টি ।

সেই ত অস্থরমতি যার নাহি দৃষ্টি ॥

আমাতে প্রেপন্ন বেই তারে কহি স্থর ।

পুৰাণে প্রমাণ ইহার আছয়ে প্রচুব ॥

তথাহি গীতায়াম্ ১৬ । ৩ ।

যৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আস্থর এব চ ।  
বিস্মৃতকৃতঃ স্মৃতৌ দৈব আস্থরস্তদ্বিপৰ্য্যয়ঃ ॥ ১৬২ ॥  
অন্তত্র চ ।

সৃষ্টিস্তুদ্বিবিধা প্রোক্তা স্থরাস্থরবিভেদতঃ ।  
হরিভক্তো যতো দৈবী তাং বিনা চাস্থরীঙ্গণা ॥ ১৬৩

বুদ্ধবুদ, ফেন ও পঙ্কদ্বারা যেমন, গঙ্গাজলের ব্রহ্মদ্রবত্ব অপগত হয় না কারণ তাহা জলের স্বভাব, সেইরূপ ভক্তজনের দেহে, দেহ-স্বভাব বশতঃ কোন দোষ দেখিয়া তাহাকে সাধারণ প্রাকৃত বোধ করিবে না ॥ ১৬১ ॥

এই সংসারে প্রাণিগণ দুই প্রকারে সৃষ্ট হইয়াছে, দৈব ও আস্থর । ভ্রমধ্যে বিস্মৃতকৃত দৈব এবং তদ্বিপৰ্য্যয় অর্থাৎ বিস্মৃত অভক্ত ব্যক্তি আস্থর ॥ ১৬২ ॥

স্থর ও অস্থর ভেদে সৃষ্টি দুই প্রকার । ভ্রমধ্যে হরিভক্ত দৈবী সৃষ্টি, তদ্ব্যতীত অর্থাৎ হরির অভক্ত আস্থরী সৃষ্টি । ১৬৩ ॥

ভক্তের মহিমানস্ত সংক্ষেপে কহিল ।

গ্রন্থের বাহুল্য ভরে দিগ্‌ দেখাইল ॥

৬ ইতি বৈষ্ণবমাহাত্ম্যং সম্পূর্ণং ।

৩৯ । অথ মানবেশ্বর লক্ষণং ।

পর পূর্ব নাহি জানে মনুষ্যের ধর্ম ।

বর্তমান বিবেচক এই তার কর্ম ॥

বালা পোগণ্ড আর যৌবনাদি বত ।

কাল অনুসারে ক্রমে ক্রীড়া অনুরত ॥

এই ত কহিল শুদ্ধ মানব লক্ষণ ।

এই সব চিহ্ন ধরে ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥

তথাহি ।

পরং পূর্বং ন জানাতি বর্তমানবিবেচকঃ ।

বাল্যাদিক্রীড়য়াসক্তঃ শুদ্ধমানবলক্ষণং ॥ ১৬৪ ॥

লোকের চরিত রীতি লোকের আচাৰ ।

ভক্ত অনুগ্রহ হেতু লোক ব্যবহার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ । ৩৩ । ৩৬ ।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাস্রিতঃ ।

মানব পর ও পূর্ব অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ও অতীত বিষয় অবগত নাহে, কেবল বর্তমান বিষয়েরই বিবেচনা করিয়া থাকে এবং বালা হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত কেবল ক্রীড়ারসে উন্মত্ত থাকে, ইহাই শুদ্ধ মানবলক্ষণ ॥ ১৬৪ ॥

শুকদেব কহিলেন হে মহারাজ ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রাণিদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই নরদেহ ধারণ করিয়াছেন এবং সেই নর-



ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রদ্ধা তৎপরো ভবেৎ ॥

১৬৫ ॥

দুর্ঘট ঘটিকা শক্তি সেই সে ঈশ্বর ।

ত্রৈকালিক নিত্য প্রপঞ্চের অগোচর ॥

তথাহি ।

দুর্ঘট ঘটিকা শক্তিরস্তি যস্য স ঈশ্বরঃ ।

ত্রিকালে সত্যরূপোহসৌ প্রপঞ্চানামগোচরঃ ॥১৬৬

ঈশ্বর হইতে কৃষ্ণ দেখিয়ে নামাত্ম ।

সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে সতে কবে ধৃত ধৃত ॥

সেই নহে কৃষ্ণ হয় সকলের শ্রেষ্ঠ ।

কোটিশ্বর হয় যদি কবে এক দৃষ্ট ॥

মানব লক্ষণ এই ঐশ্বর্য্য গন্ধ হীন ।

অসম্ভব নাহি করে সকল প্রবীণ ॥

দেহোচিত কার্যাবলীও আচরণ করিয়া থাকেন । অথচ সেই সকল আচরণ তাঁহার লীলা, তাহাব শ্রবণে ভগবৎপর হওয়া যায় । অতএব পরদাবাভিমর্শনরূপ নিন্দিত কার্য্যে সেই আগুতান ঈশ্বরের কখনই প্রবৃত্তি হইতে পারে না কেবল অতি বহির্ভূত অথচ শৃঙ্খল-বসে বাহাদিগের মন আকৃষ্ট তাহাদিগকে ভগবৎপব করাই উদ্দেশ্য ॥ ১৬৫ ॥

যাহার দুর্ঘট বস্তুর ঘটনাশক্তি আছে, তিনিই ঈশ্বর, সেই ঈশ্বর ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান তিন কালেই সত্য এবং প্রপঞ্চের অগোচর ॥ ১৬৬ ॥

তথাহি ।

যদি বা সর্বমুৎকৃষ্টং কিন্তু মানবলক্ষণং ।

ঐশ্বর্য্যগন্ধহীনঞ্চ নকৃতাসম্ভবং তথা ॥ ১৬৭ ॥

কৃষ্ণ হইতে হয় কোটি ঈশ্বর উৎপত্তি ।

প্রমাণে প্রবেশ করি দেখহ সংপ্রতি ॥

মৃত্তিকা স্বরূপা পৃথ্বী তাতে জন্মে মণি ।

ঝল মল করে অতি কোটি স্বর্ঘ্য জিনি ॥

রত্ন রাশি প্রসবয়ে সেই মণি গণ ।

কেবা কোথা দেখিয়াছে স্বরূপ কেমন ॥

তথাহি ।

মৃত্তিকাস্বরূপা পৃথ্বী মণিরেব তদুদ্ভবঃ ।

কোটিস্বর্ঘ্যসমশ্চৈব রত্নরাশিং প্রসূয়তে ॥ ১৬৮ ॥

এছে মণি স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।

নারায়ণ আদি সর্ব স্বরূপ প্রধান ॥

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ অনিরুদ্ধ আদি ।

বিষ্ণু কৃষ্ণ মৎস্তাদিক অনন্ত অবধি ॥

নরদেহধারী ভগবানে যদিও সর্বোৎকৃষ্ট মানব লক্ষণ পরিষ্কৃট এবং তাহাতে ঐশ্বর্য্য শক্তির গন্ধও নাই, তথাপি তাহাতে কৃত-কার্য্যের অসম্ভব হইতে পারে না । অর্থাৎ মানবরূপী হইলেও তাহাতে প্রচ্ছন্ন ঐশী শক্তি সময়ে সময়ে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া লোকান্তীত কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইয়া দেয় ॥ ১৬৭ ॥

পৃথিবী মুগ্ধরী বটে, কিন্তু তাহাতে মহামূল্য মণির উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই মণি আবার কোটি স্বর্ঘ্যের জায় দীপ্তিশালী এবং রত্নরাশি প্রসব করিতে পারে, কিন্তু মূল সেই মৃত্তিকা ॥ ১৬৮ ॥

আনের কা কথা বলদেবের প্রধান ।

অতএব কৃষ্ণ হয় স্বয়ং উগবান্ ॥

তথাহি ।

যঃ সত্যরূপঃ কৃষ্ণোহসৌ ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ স্বয়ং ।

নারায়ণাদীশ্বরানামত এব সমুদ্ভবঃ ॥ ১৬৯ ॥

মহৈশ্বর্যাস্ত যোনিশ্চ বিশ্বোবাত্মরূপকঃ ।

ঈশ্রিতৈঃ কুরুতে নাশং কোট্যাণ্ডং সৃজতে পুনঃ ॥ ১৭০ ॥

মানব্যাশেষ্বরাজ্জাতাঃ কোটিশঃ পৃথিবীতলে ।

পৃথিব্যাং জায়তে কিন্তু মণিঃ ক্বাপি ন জায়তে ॥ ১৭১ ॥

মাছুষে ঈশ্বর জন্ম মানে অসম্ভব ।

রসিক ভক্ত সব জানয়ে এ সব ॥

তথাহি ।

গুহগুহ্যতিবাক্যেন মন্যতে কোহপ্যসম্ভবং ।

বিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন, তিনিই সত্যরূপী শ্রীকৃষ্ণ । এই শ্রীকৃষ্ণ হইতে মূল নারায়ণ এবং তাহা হইতেই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে । সেই বাসুদেবাদি মহৈশ্বর্যের যোনি ও বিশ্বের আত্মা হইয়া কটাক্ষমাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নাশ এবং পুনশ্চ সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ১৬৯ ॥ ১৭০ ॥

এই ধরাতলে ঈশ্বর হইতে কোটি কোটি মানবের জন্ম হইতেছে । মণির উৎপত্তি যেমন পৃথিবী ভিন্ন অস্ত্র অসম্ভব, তজ্জণ মানব হইতেই ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপী ঈশ্বরের জন্ম, অস্ত্র নহে ॥ ১৭১ ॥

মানব দেহে যে ঈশ্বরের উৎপত্তি তাহা কোন কোন ব্যক্তি

অন্তরঙ্গং বিনা কোহপি বহিরঙ্গো ন বেত্তি চ ॥ ১৭২

শাস্ত্রং কিং বদতে সত্যমসত্যং কিং হৃদুদগমং ।

সত্যং হি কিন্তু কৃষ্ণে লীলাসিদ্ধির্ন গম্যতে ॥

অতএব নরাণাম্ ন দোষঃ পরিকীর্তিতঃ ।

বদ্যপি কথয়েত্তত্তো মহদুঃখং প্রজায়তে ॥ ১৭৩ ॥

ইতি নানবেশ্বর লক্ষণং সম্পূর্ণং ।

৪০ । অথ ষোড়শ সেবাঃ ॥

তথাহি ।

তাম্বূলে ললিতা দেবী কর্পূরাদৌ বিশাখিকা ।

চামরে চম্পকলতা চিত্রা বসনসেবনে ॥ ১৭৪ ॥

অঙ্গরাগে রঙ্গদেবী শ্রুদেবী জলসেবনে ।

নানাবাদ্যে তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা চ নর্তনে ॥ ১৭৫ ॥

অসম্ভব মনে করিতে পারেন, কারণ মানব লীলার বাক্য সকল  
শুধু হইতেও অতি শুধু । সুতরাং ইহা অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত কোন  
বহিরঙ্গ ভক্ত জানিতে পারেন না ॥ ১৭২ ॥

শাস্ত্র কি মানসিক সত্য প্রকাশ করে কিংবা অসত্য প্রকাশ  
করে অর্থাৎ অবস্থাভেদে শাস্ত্রে সত্যাসত্য উভয়ই প্রকাশ পায় ।  
কিন্তু কৃষ্ণের লীলাসিদ্ধি শাস্ত্রাদির অগম্য ইহা ধ্রুবসত্য, মানবের  
যে অগম্য, তাহা বলাই বাহুল্য । অগম্য হইলেও অসত্য নহে,  
সাধারণ মানব অসত্য বলিলে তত দোষের কারণ হয় না, কিন্তু যদি  
ভক্তলোকে অসত্য বলে, তাহাই মহৎ দুঃখের কারণ হয় ॥ ১৭৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের তাম্বূলে ললিতা, কর্পূরাদিতে বিশাখা, চামরে  
চম্পকলতা, বস্ত্রসেবায় চিত্রা, অঙ্গরাগে রঙ্গদেবী, জলসেবায়  
শ্রুদেবী, নানাবাদ্যে তুঙ্গবিদ্যা, নৃত্যকার্যে ইন্দুরেখা, দর্পণদাত্ত

দর্পণে শশিরেখা চ বিমলা পাদসেবনে ।

পালিকা পুষ্পশয্যায়াং (ন) বেশে চানঙ্গমঞ্জরী ॥ ১৭৬

শ্যামলা চন্দনাদৌ চ গানে মধুমতিস্তথা ।

ধন্য রত্নবিভূষায়াং মঙ্গলা মালাসেবনে ॥ ১৭৭ ॥

ইতি ষোড়শ সেবাঃ সম্পূর্ণাঃ ॥

৪১ । অথ শক্তিতত্ত্বং ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাত্যা তথাপরা ।

অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞাত্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১৭৮ ॥

অন্তর্থাঃ ।

পরা শব্দে চিচ্ছক্তি সর্বশ্রেষ্ঠা হয় ।

অন্তরঙ্গা বলি তারে সর্ব শাস্ত্রে কয় ॥

অপরা শব্দে জীবশক্তি তটস্থ আখ্যান ।

সর্ব অণ্ডে বাপিমাছে নাহি পরিমাণ ॥

অবিদ্যা শব্দে মায়াশক্তি বহিরঙ্গা বলি ।

কুষোচ্ছায় এসবিল ব্রহ্মাণ্ড সকলি ॥

শশিরেখা, চরণসেবায় বিমলা, পুষ্পশয্যা রচনাদিতে পালিকা, বেশবিশ্রাস কার্যে অনঙ্গমঞ্জরী, চন্দনাদিতে শ্যামলা, গানে মধুমতি, রত্নভূষণে ধন্য এবং মালাসেবায় মঙ্গলা সযী নিযুক্তা ॥ ১৭৪-৭ ॥

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার । পরা, অপরা, অবিদ্যা । পরা শব্দে চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি, অপরা ক্ষেত্রজ্ঞাত্যা অর্থাৎ জীবনায়ী শক্তি ; তৃতীয়া অবিদ্যা শক্তি, ইহার নামান্তর কর্ম ॥ ১৭৮ ॥

( ৮ ) পালী কুম্ভশয্যায়াং । ইতি পাঠান্তরং ।

অনন্ত কৃষ্ণের শক্তি অনন্ত আখ্যান ।  
 সর্ব শক্তি হইতে হয় এ তিন প্রধান ॥  
 সচ্চিৎ আনন্দ তনু ব্রহ্মেন্দ্র কুমার ।  
 একই চিহ্নিত্তি তার ত্রিবিধ প্রকার ॥  
 হ্লাদিনী সন্ধিনী সখিৎ এই তিন হয় ।  
 আনন্দাদি তিন অংশে এই তিন কয় ॥

তথাহি ।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সখিৎপ্রযোকা সর্বসংশ্রয়ে ।  
 হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্রয়ি নো গুণবর্জিত্তে ॥ ১৭৯ ॥

আনন্দাংশে হ্লাদিনী রাধিকা আখ্যান ।  
 যাব গুণে বশ কৃষ্ণ দেখ বিদ্যমান ॥  
 সদংশে সন্ধিনী যোগমায়া বলি যারে ।  
 যত ইতি লীলা কৃষ্ণ করে যার দ্বারে ॥  
 চিদংশে সখিৎ জ্ঞান কৃষ্ণ তব জানি ।  
 ব্রহ্মজ্ঞান আদি করি জ্ঞান শিবোমণি ॥

তথাহি ।

হ্লাদাংশসম্ভবা রাধা কৃষ্ণসৌখ্যপ্রদায়িনী ।  
 সদংশে সন্ধিনী খ্যাতা যোগমায়া প্রকীর্তিতা ॥ ১৮০ ॥

হে ভগবন্ ! আগনি সর্বধার, আপনাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সখিৎ শক্তি বর্তমান । এক মাত্র হ্লাদ ও তাপকরী মিশ্রা শক্তি আপনাতে থাকে না, কারণ আপনি গুণবর্জিত বা গুণাতীত, উল্লিখিত মিশ্রা শক্তি সগুণা ॥ ১৭৯ ॥

শ্রীরাধা হ্লাদাংশসম্ভবা হইয়া কৃষ্ণসুখ প্রদান করেন, সদংশে সন্ধিনী নামে খ্যাত, তাঁহাকেই যোগমায়া বলা যায় ॥ ১৮০ ॥

চিদংশে সম্বিতা জ্ঞানং কৃষ্ণতত্ত্বং বিধানতঃ ।

এতদ্ধি স্বরূপে তত্ত্বং ত্রিবিধং তত্র ভণ্যতে ॥ ১৮১ ॥

আনন্দ চিন্ময় রস প্রেম নাম যার ।

প্রেমের স্বরূপ রাধা প্রেমের বিকার ॥

প্রেমেতে ভাবিত রাধা প্রেমময়ী তম্বু ।

কৃষ্ণেক না জীয়ে প্রাণপণে রস বিম্বু ॥

নিজ শক্তি শ্রীরাধিকা লঞা নন্দমুত ।

বৃন্দাবনে নিতালীলা করয়ে অদ্ভুত ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়ং ।

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-

স্তাভির্ষ এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।

গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৮২ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ বৈছে হয় নারায়ণ ।

রাধার স্বরূপ তৈছে হয় লক্ষ্মীগণ ॥

সম্বিত শক্তি দ্বারা চিদংশে জ্ঞান হয়, তাহাই বিধানতঃ কৃষ্ণ তত্ত্ব এবং এই হেতু স্বরূপবিষয়ে তত্ত্ব তিন প্রকার ॥ ১৮১ ॥

যাঁহারা আনন্দ ও চিন্ময় বা জ্ঞানময় রসে প্রতিভাবিত (পরিপূর্ণ), এবং যাঁহারা কৃষ্ণের নিজরূপ এবং এই জন্ত সাক্ষাৎ ফল স্বরূপা, ঈদৃশ নিত্যপ্রেমসী বা শক্তিগণের সহিত যে অখিলাত্মস্বরূপ গোবিন্দ গোলোকেই রাধা করেন সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১৮২ ॥

কৃষ্ণের বিভূতি অংশ দ্বারকামণ্ডলে ।  
 রাধিকার অংশ বিভূ মহিষী সকলে ॥  
 কৃষ্ণের স্বরূপ নিজ বৈছে গোপগণ ।  
 রাধিকার কায়বাহ তৈছে গোপীগণ ॥  
 তথাহি ।

গোপী-লক্ষ্মী-মহিষীগাং রাধিকা স্বয়মংশিনা ।  
 কৃষ্ণোহংশী চ স্বরূপাণাং গোপানাং পরিকীর্তিতঃ ॥ ১৮৩  
 তথাহি ।

সদংশে বলদেবশ্চ বাসুদেবশ্চিদংশকে ।  
 চিচ্ছক্তিরূপঃ শ্রীকৃষ্ণো ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ স্বয়ং ॥ ১৮৪ ॥

সংক্ষেপে কহিল রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ ।  
 তথি মধ্যে জানাইল শক্তি তিন রূপ ॥  
 ইতি শক্তিতত্ত্বং সম্পূর্ণং ।

৪২। অর্থ কর্মকাণ্ডনিবেধঃ ।

তথাহি ।

অবাচ্য। মহতী ভিক্ষা মুষ্টিভিক্ষা চ মধ্যমা ।  
 বিষয়িণাং গৃহে ভিক্ষা সামান্যাপি বরাটিকা ॥ ১৮৫ ॥

যেমন গোপী, লক্ষ্মী ও মহিষীগণ শ্রীরাধার অংশ, স্বয়ং শ্রীরাধা  
 অংশিনী, সেইরূপ গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বা অংশ শ্রীকৃষ্ণ  
 অংশী ॥ ১৮৩ ॥

সৎ, চিৎ, এই দুই শক্তির মধ্যে বলদেব সদংশ, বাসুদেব  
 চদংশ, আর স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ চিৎ বা জ্ঞানশক্তি  
 স্বরূপ ॥ ১৮৪ ॥

অশাচক ভিক্ষা মহতী বা উত্তমা ভিক্ষা, মুষ্টিমেয় ভিক্ষা মধ্যমা



সামান্যায়ং মহত্যাঞ্চ ভিক্ষায়ং ন চ হীনতা ।  
 যোগাদিনা ক্রিয়াভুক্তং বৈষ্ণবত্বং ন তিষ্ঠতি ॥ ১৮৬ ॥  
 অমাবস্তা পৌর্ণমাসী গ্রহোপরাগ এব চ ।  
 শুভং বাপ্যশুভং কৰ্ম্ম চেতি যোগাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১৮৭ ॥  
 পূজানিস্পত্তিমাশ্রয়েণ ( প ) গৃহিণাপি চ মিত্রতা ।  
 চিকিৎসায়ং বটং গ্রাহ্যং বৈষ্ণবত্বং ন তিষ্ঠতি ॥ ১৮৮ ॥  
 তথাহি ।  
 রাজসেবা কৃষীকৰ্ম্ম বাণিজ্যং ক্রিয়তে যদি ।  
 অনল্পবিভবধ্যানং বৈষ্ণবত্বং ন তিষ্ঠতি ॥ ১৮৯ ॥

ভিক্ষা, আর বিষয়াগত জনগণের গৃহে যে ভিক্ষা, তাহা সামান্য  
 ধরাটিকা অর্থাৎ অধম ভিক্ষা ॥ ১৮৫ ॥

সামান্য বা মহতী ভিক্ষাতে হীনতা নাই, কিন্তু কোন  
 যোগকালে বা ক্রিয়াকাণ্ডে ভিক্ষালব্ধ বস্তুর যে ভোজন করা,  
 তাহাতে বৈষ্ণবতা থাকে না ॥ ১৮৬ ॥

অমাবস্তা, পূর্ণিমা, গ্রহণকাল, বিবাহাদি শুভকার্য্য এবং  
 শ্রাদ্ধাদি অশুভ কার্য্যকে যোগ কহে ॥ ১৮৭ ॥

“গৃহী ব্যক্তি আমার বিশেষ পূজা করিবে” এই ভাবিয়া গৃহি  
 সহিত মিত্রতা অথবা স্ত্রীলোক স্পর্শ এবং কোন ব্যক্তির চিকিৎসা  
 করিয়া তাহার নিকট চিকিৎসার মূল্য স্বরূপ ধনাদি গ্রহণ, এই সকল  
 কার্য্যে বৈষ্ণবতা থাকে না ॥ ১৮৮ ॥

রাজসেবা, কৃষীকৰ্ম্ম, বাণিজ্য ও বহুতর অর্থাৎ প্রয়োজনের  
 অতিরিক্ত ধন চিন্তা, এই সকল কার্য্যে বৈষ্ণবতা থাকে না ॥ ১৮৯ ॥

( প ) প্রকৃতিস্পর্শমাশ্রয়েণ । ইতি পাঠান্তরং ।

কর্মাদৌ ভয়গানিত্বং গুরুবাদে প্রয়োজনং ।  
 নিমিত্তাচরণে লজ্জা বৈষ্ণবত্বং বধূরিব ॥ ১৯০ ॥  
 কর্ম্মীব কর্ম্মকার্য্যেব বৈষ্ণবো যো নিমিত্তিতঃ ।  
 উভয়োর্থশ্মহানিঃ স্যাৎস্বকৌ পত্রমসির্গথা ॥ ১৯১ ॥  
 নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমানসং ।  
 দৈবং কর্ম্ম তথা পৈত্রং ন কুর্য্যাৎবৈষ্ণবো গৃহী ॥ ১৯২ ॥  
 সসঙ্কল্পমর্থদানং পিতৃদেবার্চনাদিকং ।  
 বিষ্ণুমণ্ডপ্রতিষ্ঠাঞ্চ ন কুর্য্যাৎ কুশধারণং ॥ ১৯৩ ॥

কর্ম্মাদিতে ভয়গানিত্ব অর্থাৎ সময়ে সকল কার্য্য সম্পাদন  
 করিলে, গুরুতর লোকের বাক্য পালনকে প্রয়োজনীয় বোধ  
 করিলে, নিষিদ্ধ কার্য্যের আচরণে লজ্জা বোধ করিলে, স্ত্রুতরাং  
 বৈষ্ণবতাকে কুগতধূর ছায়া বৃত্তিতে ইটবে ॥ ১৯০ ॥

পত্রমসি অর্থাৎ কাগজের লেখা যেমন অগ্নিতে গড়িলে কাগজ  
 ও কাগী দুই নাশপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কর্ম্ম বা কর্ম্ম সম্পাদক বলিয়া  
 গৃহী কর্ত্ত্বক যদি বৈষ্ণব নিমিত্তিত হয়েন, তবে গৃহী ও বৈষ্ণব  
 উভয়েরই ধর্ম্ম হানি হয় ॥ ১৯১ ॥

নিত্য, নৈমিত্তিক, সঙ্কল্প মনে কাম্য দান, দৈবকর্ম্ম ও পৈতৃক  
 কর্ম্ম, এই গুলি গৃহী বৈষ্ণব করিবেন না ॥ ১৯২ ॥

গৃহী বৈষ্ণব সঙ্কল্প পূর্ব্বক অর্থ দান, পিতৃ ও দেবগণের অর্চন  
 এবং বিষ্ণুমঠাদি প্রতিষ্ঠা তথা কোন ক্তার্য্যে কুশধারণ করিবেন  
 না ॥ ১৯৩ ॥

ন বাতি বৈষ্ণবত্বং হি স্ত্রীতৈলানিষসেবনৈঃ ।  
কিন্তু যাত্যন্তনির্মাত্যৈঃ শ্রাদ্ধাদিবু নিমন্ত্রণৈঃ ॥  
ব্রাহ্মণকৃত্রিয়বিশাং সুরাপানে যথা ভবেৎ ।  
বৈষ্ণবানাং তথা কৰ্ম্ম-দেবনির্মাল্যধারণাং ॥ ১৯৪ ॥

কৃষ্ণ ভক্ত জনর কিছু না বুঝিয়ে মৰ্ম্ম ।

তোমাতে বাসনা যার যজে অশ্রু কৰ্ম্ম ( ফ ) ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ! ১১। ২০। ১।

তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুবীত ন গিবিদ্যেত যাবত ।  
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ১৯৫ ॥  
। ইতি কৰ্ম্মকণ্ডনিবেদঃ সম্পূর্ণঃ ।

বিশেষ কারণে স্ত্রী, তৈল ও আমিষ সেবন করিলে ও বৈষ্ণবতা  
নষ্ট হয় না, কিন্তু কৃষ্ণ ভিন্ন অশ্রু দেবের নির্মাল্য ভোজন ও  
শ্রাদ্ধাদি কার্যের নিমন্ত্রণ পালনে বৈষ্ণবতা নষ্ট হয় । ব্রাহ্মণ,  
কৃত্রিয় এবং বৈষ্ণবের সুরাপান রূপ মহাপাপে যেমন পাতিত্য জন্মে  
সেইরূপ বৈষ্ণবেরও কৰ্ম্মকাণ্ডে ও অশ্রুদেবের নির্মাল্যধারণে  
পাতিত্য হইয়া থাকে ॥ ১৯৪ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব ! যত কাল পর্য্যন্ত  
নির্বেদ অর্থাৎ নৈরাগ্য বা প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি না জন্মে,  
অথবা যত কাল পর্য্যন্ত আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে,  
তত কাল পর্য্যন্ত নিত্য নৈমিত্তিক কার্যের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ১৯৫ ॥

( ফ ) “যার” কথার পরিবর্তে “করি” পাঠান্তর ।

৪৩। অথ বাদিনিরাসঃ।

হরিভক্তিবিলাসে। ১০। ১১২ ধৃতং পাদ্বচনং।

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তান্তেতু ভাগবতা মতাঃ।

সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে ॥১৯৬॥

তথাহি।

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী

ভারস্ত বেত্তা নতু চন্দনস্ত।

এবং হি বিপ্রাঃ শ্রুতিবেদপূর্ণা-

মদ্ভক্তিহীনাঃ খরবদ্বহন্তি ॥ ১৯৭ ॥

চণ্ডালোহপি মুনে শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।

বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্ত দ্বিজোহপি স্বপচাধমঃ ॥ ১৯৮ ॥

ভগবদ্ ভক্তগণকে শূদ্র বলিয়া অবজ্ঞা করিবে না, তাঁহারা ভাগবত বলিয়া গণ্য। সমস্ত জাতির মধ্যে তাহারাই শূদ্র অর্থাৎ হীন, যাহারা জনার্দন হরিকে ভজন করে না ॥ ১৯৬ ॥

ভগবান্ কহিলেন—যেমন গর্দভ চন্দনভার বহন করিলেও তাহার ভার বোধই হইয়া থাকে কিন্তু চন্দন বোধ হয় না, এইরূপ ব্রাহ্মণগণ বেদ জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়াও যদি আমার প্রতি ভক্তি-হীন হইলেন, তবে তাহার সেই বেদ জ্ঞান কেবল গর্দভের ভার বহনের ক্ষুদ্রা ॥ ১৯৭ ॥

হে মুনে! চণ্ডালজাতিও যদি বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ হইলেন তবে তিনিও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রাহ্মণও যদি বিষ্ণু ভক্তিতে বিরূপ হয় তবে সে স্বপচ অর্থাৎ চণ্ডাল হইতেও অধম ॥ ১৯৮ ॥



ন মে ভক্তশচতুর্বেদী মদুক্তঃ স্বপচঃ প্রিয়ঃ ।

তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহং সচ পূজ্যো যথা হুহং ॥ ১৯৯

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে । ৩ । ৩৩ । ৭ ।

অহোবত স্বপচোহতো গরীয়ান্

যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যং ।

তেপুস্তপস্তে জুহবুঃ সন্মুরার্য্য

ব্রহ্মাণম্ চূর্ণাম গৃণন্তি যে তে ॥ ২০০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে । ৭ । ২ । ১০ ।

বিপ্রাদ্বিষড়্গুণ-যুতাদরবিন্দনাভ-

পাদারবিন্দবিমুখাচ্ছ পচং বরিষ্ঠং ।

চতুর্বেদী ব্রাহ্মণও আমার ভক্ত না হইলে প্রিয় হয় না, কিন্তু আমার ভক্ত হইলে চণ্ডালও প্রিয় হয়েন এবং সেই মদীয় ভক্ত চণ্ডালকেই দান করিবে, তাঁহার নিকট হইতে আমি গ্রহণ করি । এইরূপ চণ্ডালই আমার তায় সর্বপূজ্য ॥ ১৯৯ ॥

দেবহুতি কপিলদেবকে কহিলেন, হে ভগবন্ ! বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, ঐহার জিহ্বাগ্রে আপনার নাম উচ্চারিত হয়, তিনি চণ্ডাল হইলেও অতীশ গুরুতর, কারণ ঐহার আপনার নামোচ্চারণ করেন, তাঁহাদিগকেই তপস্শাকারী, হোম-কারী এবং বেদাধ্যয়নকারী ও সদাচার বলিয়া জানিতে হয়, অথবা জন্মান্তরে তপস্শা, হোম ও বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের ভবদায় নামোচ্চারণে মতি জন্মিয়াছে ॥ ২০০ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে প্রভা ! আমার বোধ হয় যে, দ্বাদশ গুণ ভূষিত যে বিপ্র তিনিও যদি অরবিন্দনাভ ভগবানের পদাব-

মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-

প্রাণং পূনাতি স কুলং নতু ভূরিমানঃ ॥ ২০১ ॥

বিপ্রো ব্রহ্মপদং রাজা মহীমুদধিমেষলাং ।

বৈশ্যো ধনসমৃদ্ধীশ্চ শূদ্রঃ সদগতিমাপ্নুয়াৎ(ব) ॥ ২০২ ॥

বিন্দে নিমুখ হয়, তবে তাঁহা অপেক্ষা সেই চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, যে হেতু তাঁহার মন, বাক্য, কর্ম, ধন এবং প্রাণ ভগবানেই অর্পিত, কারণ ঐ প্রকার চণ্ডালসকলও কুল পবিত্র করিতে পারে, কিন্তু ভূরি গর্ভাঙ্কিত উক্ত বিপ্র আপনার আত্মাকেও পবিত্র করিতে পারেন না, কুল কি প্রকারে পবিত্র করিবেন ! ফলতঃ ভক্তিহীন ব্যক্তির গুণ কেবল গর্ভাঙ্কই হয়, আত্মশোধনার্থ হয় না, সুতরাং সে চণ্ডাল অপেক্ষাও হীন ।

ব্রাহ্মণের দ্বাদশ গুণ যথা, শ্রীধর স্বানিধৃত মহাভারতীয় উদ্যোগ পর্বে সনৎকুজাতোক্তিঃ—

ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ, মাৎসর্যং হ্রীন্তিতিক্ষানশ্রয়া ।

যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ ক্ষতঞ্চ, ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণশ্চ ॥

অথবা—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্ত্যার্জববিরক্ততাঃ ।

মৌনবিজ্ঞানসন্তোষাঃ সত্যাস্তিক্যে দ্বিষড়্ গুণাঃ ॥

অর্থঃ—শম ( অন্তরিস্ত্রিয় নিগ্রহ ), দম ( বহিরিস্ত্রিয় নিগ্রহ ), তপশ্চ, শৌচ, ক্ষমা, সারণ্য, বিরক্তি, মৌন, বিজ্ঞান, সন্তোষ, সত্য, আস্তিক্য এই ১২টি ব্রাহ্মণের গুণ ॥ ২০১ ॥

হরিভক্ত হইলে বিপ্র ব্রহ্মপদ, রাজা সাগরবেষ্টিতা পৃথিবী, ঐশ্বর্য নিপুল ধনসমৃদ্ধি এবং শূদ্র সদগতি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২০২ ॥

( ব ) বিপ্র-ইতি তা প্রয়ঃ প্রজ্ঞাং রাজস্বোদধিমেষলাং ।

বৈশ্যো নিধিপাতিঃ শূদ্রঃ স্তোভাত পাতকঃ ॥

( ইতি তু শ্রীমন্ত্বেগবতারঃ পাঠঃ । ১২ । ১২ । ৬৫ ।

অবৈষ্ণবস্ত পাণ্ডিত্যং সৰ্বশাস্ত্রসমম্বিতং ।  
 তস্ত্য বাক্যং ন গৃহীয়াৎ শুনা লীড়ং হবিৰ্যথা ॥ ২০৩ ॥  
 অবৈষ্ণবমুখোদগীর্ণং শাস্ত্রং ভাগবতং হি যৎ ।  
 বৈষ্ণবাস্তম্ সেবন্তে সৰ্পোচ্ছিষ্টং হবিৰ্যথা ॥ ২০৪ ॥

ইতি বাদিনিরাসঃ সম্পূর্ণঃ ।

ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে উপাসনাতত্ত্বনিবন্ধপঞ্চং নাম

৪

ষষ্ঠপ্রকরণং সম্পূর্ণং ।

## অথ সপ্তমপ্রকরণং ।

১ । প্রীতিনির্ণয়ঃ ॥

প্রীতিস্বভাবকথনং সাধকানাং মনোরমং ।  
 যতশ্চ চিত্তং সরসং কুথয়ামি যথাক্রমং ॥ ২০৫ ॥  
 ভক্ত স্মৃথ হইলে কৃষ্ণ নিজ স্মৃথ মানে ।  
 ভক্তের স্বভাব স্মৃথ নিজ করি জানে ॥

অবৈষ্ণবের পাণ্ডিত্য সৰ্ব শাস্ত্র সমম্বিত হইলেও কুঙ্করোচ্ছিষ্ট  
 [স্বতের ছায় তাহার বাক্য অগ্রাহ ॥ ২০৩ ॥

অবৈষ্ণবের মুখোচ্চারিত ভাগবত শাস্ত্রও বৈষ্ণবগণ শ্রবণ  
 করিবেন না, কারণ তাহা সৰ্পোচ্ছিষ্ট স্বতের ছায় পরিণাম-  
 বিবস ॥ ২০৪ ॥

সাধকদিগের মনোরম প্রীতির স্বভাববর্ণন যথাক্রমে নিরূপণ  
 করিতেছি, ইহার অবগে চিত্ত সরস হয় ॥ ২০৫ ॥

তথাহি ।

ভক্তস্যৈব স্নখাং কৃষ্ণে মন্যতে স্বস্নখং সদা ।

তদগুণং স্বগুণং বেত্তি তৎস্বভাবং স্বকীয়কং ॥২০৬

আমার নিমিত্তে কিম্বা নিজ স্নখ হেতু ।

করয়ে যে সব কার্য্য সেই ধর্ম্ম সেতু ॥

ভক্তের সে সব কার্য্য সে কার্য্য আমার ।

বিধি বৈদিক হৈলে তাহে নাহি অধিকার ॥

অতি সুনির্ম্মল কর্ম্ম সকলি নির্দোষ ।

সামান্য বিশেষ কিম্বা আমার সম্ভাষ ॥

তথাহি ।

স্বস্নখং মৎস্নখার্থে যো বিধিবৈদিকবর্জিতং ।

যদ্যপি ক্রিয়তে কার্য্যং ন কোহপি দোষ উদ্ভবেৎ

॥ ২০৭ ॥

নিষিদ্ধ আচার কর্ম্ম করে ভক্তগণ ।

তথাপি সর্ব্বদা গুচি পতিতপাবন ॥

তার দোষ যেবা দেখে সে নরকে যায় ।

জন্মে জন্মে বস তাকে নরক ভুঞ্জায় ॥

শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তের স্নখেই সর্ব্বদা আত্মস্নখ, ভক্ত গুণকে নিজ-  
গুণ এবং ভক্তের স্বভাবকে নিজের স্বভাব মনে করেন ॥ ২০৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ভক্ত যদ্যপি আমার স্নখের জন্তু বিধি  
বৈদিক বর্জিত নিজ স্নখ অনুষ্ঠান করেন তাহাতে কোন দোষের  
উদ্ভব হয় না ॥ ২০৭ ॥



নিষিদ্ধাচারকারী চ মন্তকঃ সর্বদা শুচিঃ ।

তদোষদর্শিনো লোকাংস্তে বৈ মরকগামিণঃ ॥২০৮॥

ভক্ত স্থখে কৃষ্ণ স্ত্রী ইথে নাহি আন ।

ভক্ত রক্ষা হেতু কৃষ্ণ সদা সাবধান ॥

সাদু মুখে শুনিয়াছি অপূর্ব কথন ।

জগন্নাথের পড়িছা আছিল একজন ॥

জগন্নাথে স্নান করায় করে নানা বেশ ।

জগন্নাথ পাদপদ্মে বিশ্বাস বিশেষ ॥

বেশ্যাসঙ্গ করে বিপ্র করে কৃষ্ণসেবা ।

এইরূপে মহানন্দে যায় রাত্রি দিবা ॥

এক দিন রাজপুত্র প্রত্যাশে আইলা ।

বাগি প্রসাদ লৈয়া পড়িছা নিলিলা ॥

সেই বিপ্র ছিল রাত্রি বেশ্যার সঙ্গতি ।

কি লৈয়া ঘাইব ভাবি হৈলা ক্লিষ্টমতি ॥

জগন্নাথের মালা ছিল বেশ্যার লোটনে ।

মাগিয়া লইল মালা করিয়া যতনে ॥

সেই মালা লৈয়া বিপ্র নৃপতিরে দিলা ।

মালা পাইয়া নরপতি প্রণাম করিলা ॥

শিরে বক্ষে মেতে মুখে করায় স্পর্শন ।

ভ্রাণ লয় সর্বোদ্ভ্রয় তৃপ্ত নয় মন ॥

আমার ভক্ত নিষিদ্ধাচার করিলেও সর্বদা পবিত্র, কিন্তু সেই

ভক্তের দোষদর্শী লোকসকল নিশ্চয় নরকগামী হয় ॥ ২০৮ ॥

মালা দিয়া সেই বিপ্র নিজঘরে গেলা ।  
 সেই মালা নরপতি দেখিতে লাগিলা ॥  
 সার্কি ছুই হস্ত তাথে জড়িত কুন্তল ।  
 দেখিয়া রাজার মন হইলা চঞ্চল ॥  
 এই মালা ছিল জগন্নাথের গলাতে ।  
 ইহাতে কাহার চুল আইলা কেমনে ॥  
 পড়িছা সকলে কহে কহিতে করি ভয় ।  
 না কহিলে তোমার আগে প্রাণ নাহি রয় ॥  
 যেই বিপ্র মালা দিল সেই ছুটমতি ।  
 সমস্ত রজনী ছিল। বেশার সঙ্গতি ॥  
 বেশার লোটনে বুঝি এই মালা ছিল ।  
 সেই মালা লইয়া বিপ্র তোমা আনি দিল ॥  
 শুনিয়া হইল রাজা অত্যন্ত পাবক ।  
 এখনি কাটিব মুণ্ড কে হবে বাধক ॥  
 কৃষ্ণসেবা করে বিপ্র করে বেশাসঙ্গ ।  
 পুরীর মাঝারে হয় এই সব রঙ্গ ॥  
 একলোক ধাওয়াইতে দশ লোক গেল ।  
 কটু ভাষা বলি বিপ্রে ধরিয়া আনিল ॥  
 রাজা কহে শুন হের পাণ্ডিত্য ব্রাহ্মণ ।  
 এখনি তোমার মুণ্ড করিব ছেদন ॥  
 জগন্নাথের কণ্ঠে ছিল এই পুষ্পমাল ।  
 ইহাতে কাহার চুল হইল মিশাল ॥  
 বিপ্র কহে এই কেশ জগন্নাথের হয় ।  
 মালাতে জড়িত ছিল ইথে কি সংশয় ॥

হাসিতে লাগিলা শুনি পড়িছার গণে ।  
 চাহিতে লাগিলা রাজা পাবক নয়নে ॥  
 জগন্নাথের কেশ যদি মোরে দেখাইবা ।  
 তবে সে আমার ঠাঞি নিস্তার পাইবা ॥  
 'আইস আইস বলি বিপ্র তথনি চলিল ।  
 আগে পাছে দশ লোক ঘেরিয়া লইল ॥  
 জগন্নাথে প্রণাম করি কহিছে ব্রাহ্মণ ।  
 আজি মোরে রক্ষা কর দেব জনার্দিন ॥  
 তোমার সেবা করি প্রভু করি বেষ্ঠা মাত ॥  
 এই অপরাধে রক্ষা কর জগন্নাথ ॥  
 মালাতে বেষ্ঠার চুল জড়িত আছিল ।  
 জগন্নাথের কেশ বলি রাজ্যারে কহিল ॥  
 সেই কেশ নিজ শিরে ধরহ আগনি ।  
 তবে রক্ষা পাই আমি শুন চক্রপাণি ॥  
 এত শুনি জগন্নাথ ঈষৎ হাসিলা ।  
 বিপ্র বিনে গেই হাসি কেহ না দেখিলা ॥  
 জগন্নাথের শিরে দোলে সেই কেশভার ।  
 দেখিয়া রাজার মনে হইল চমৎকার ॥  
 বিপ্রের চরণে রাজা করে প্রণিপাত ।  
 জগন্নাথ তোমার বশ তুমি জগন্নাথ ॥  
 অপরাধ ক্ষমা কর আমি দুরাচার ।  
 বুদ্ধিতে নারিল কিছু চরিত্র তোমার ॥  
 জগন্নাথের স্তব করি কহিছে রাজনু ।  
 তুমি সে ভক্তের বশ জানিল কারণ ॥

বেষ্ঠার মাধুরী দেখি আপনি আছিল।  
 ভক্তরূপে সে মাধুরী তুমি আশ্বাদিলা ॥  
 তোমাতে ভক্তি ভেদ করে যেই জন ।  
 জন্মে জন্মে করে সেই নরকে গমন ॥  
 এত বলি নরপতি কান্ধিতে কান্ধিতে ।  
 নিজ গৃহে গেলা রাজা ভাবিতে ভাবিতে ॥  
 দেখি চমৎকার হইলা জগন্নাথবাসী ।  
 বিপ্রেয় উপরে তবে বর্ষে পুষ্পরাশি ॥  
 এই ত কহিল সুপ্রভাতের মহিমা ।  
 আপনে করেন কৃষ্ণ ভক্তের গরিমা ॥  
 বেদের নিন্দিত কৰ্ম্ম ব্রাহ্মণে করিল ।  
 তার দোষ আচ্ছাদিয়া আপনে লইল ॥  
 অবশেষে আশ্বাসে কৈল জগদ্বন্ধু ।  
 অপার করুণাময় করুণার সিদ্ধ ॥  
 বেষ্ঠাসঙ্গ করি বিপ্র পাইল জগন্নাথ ।  
 কৃষ্ণনিষ্ঠা হৈলে তাঁর কি করে উৎপাত ॥  
 এই এক অধিকারী পুন কহি আর ।  
 শ্রীমতির বশ কৃষ্ণ অজেন্দ্রকুমার ॥  
 তাহার দৃষ্টান্ত কহি পূর্ব কবিগণ ।  
 নিজ স্মৃতি কৃষ্ণস্মৃতি করিলা বর্ণন ॥  
 তারা রজকিনী সঙ্গে দ্বিজ চণ্ডিদাস ।  
 আশ্বাদিলা প্রেম স্মৃতি রসের নির্যাস ॥  
 তারার রূপের কথা না যায় বর্ণন ।  
 আনের কা কথা দেখি মুকুন্দে মদন ॥

কাঞ্চন বরণ তছু বিছাৎ বরণী ।  
 জীবৎ গধুর হালি বন্ধিম চাহনি ॥  
 কনক রচিত অঙ্গে নানা অলঙ্কার ।  
 কটাক্ষে হরয়ে চিত্ত বৈধী জাড্য যার ॥  
 সহজে হরিতে পারে রসিকের মন ।  
 জ্ঞানী গোণী বৈধীজাড্য না ধরে জীবন ॥  
 তারার যতেক গুণ যতেক চরিত ।  
 রাধাকৃষ্ণ লীলারসে করিলা বিদিত ॥  
 এক দিন চণ্ডিদাস সঙ্কেত করিয়া ।  
 নেঘের আড়ম্বে নিশি রহিল জাগিয়া ॥  
 নিয়ম করিয়াছিল দশদণ্ড রাতি ।  
 সময় বহি গেল তবু না আইল শুবতী ॥  
 সহচরী সঙ্গে করি আছয়ে সদনে ।  
 নিরবধি ঝরে প্রাণ প্রভু প্রেমগুণে ॥  
 হেন কালে চণ্ডিদাস নহিতে নারিল ।  
 ভাবিতে ভাবিতে পুন সঙ্কেতে আইল ॥  
 ভাঙ্গা না দেখিয়া হইল অত্যন্ত কাতর ।  
 কান্দিতে কান্দিতে আইলা ধুবিনীর ঘর ॥  
 মিভৃত আলিঙ্গনা এক নিলনের তরে ।  
 দাড়াঞা রহিলা তথা বাক্য নাহি সরে ॥  
 নিজ সহচরী বিনে অস্ত্র বদি হয় ।  
 জানিলে সকল নাশ পাইবে পরিচয় ॥  
 হেন কালে রজকিনী মথীরে কহিল ।  
 কেন বা আমার প্রাণ চমকি উঠিল ॥

ঠাকুর বুঝি আসিয়াছে সংস্কৃতির স্থানে ।  
 একবার যাহ সখী আমার বচনে ॥  
 সখী দেখি কহিলেন নাহিক ঠাকুর ।  
 কান্দিয়া ব্যাকুল হইল বিরহে আতুর ॥  
 কি করিব কথি যাব অন্ধকার রাতি ।  
 কেমনে হইবে দেখা প্রভুর সংহতি ॥  
 কান্দিতে কান্দিতে রাগা বাহিরে আইল ।  
 প্রদীপ লইঞা করে দেখিতে লাগিল ॥  
 আদিনার এক ভিত্তে আছয়ে ব্রাহ্মণ ।  
 মদনে পীড়িত অঙ্গ সঘনে কম্পন ॥  
 সব তনু তিতিঞাছে মন্দ বরিষণে ।  
 অনর্গল প্রেমধারা বহিছে নয়নে ॥  
 ঠাকুরের দুই কর ধুবিনী ধরিঞা ।  
 কহিতে লাগিল কিছু বিলাপ করিঞা ॥  
 এ ঘোর গেঘের ঘটা কেমনে আইলা ।  
 আমার লাগিয়া তুমি এত দুঃখ পাইলা ॥  
 কি করিব কিবা হকৈ আমি একাকিনী ।  
 হ্রস্ব শাণ্ডী আমার ননদী বাঘিনী ॥  
 আজিকার দুঃখ তুমি সুখ করি মান ।  
 আমার মনের কথা সব তুমি জান ॥  
 এই মত যত কথা কহিল ধুবিনী ।  
 “ স্বরে আসি চণ্ডিদাস করিল গাঁথনি ॥

তত্র পদং ।

এ ঘোর রজনী গেঘের ঘটা, বন্ধু কেমনে আইলে বাটে ।  
 আদিনার কোণে গা থানি তিতিঞাছে, দেখিয়া পরাণ ফাটে

নহি স্বতন্তর গুরুজন্যর বিলম্বে বাহির হই ।  
 আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া এতেক বস্তুণা দিহু ॥  
 বন্ধুব পীরিতি দেখিয়া আমার পরাণ যেমন করে ।  
 কলঙ্কের ডালি মাথায় করিঞা অনল ভিজাব ঘরে ॥  
 আজিকার হুঃখ সুখ করি গান যৌবন মোর হুঃখের হুঃখী ।  
 চণ্ডিদাসে বলে বন্ধুর পীরিতি ভাবিতে জগৎ সুখী ॥ ইত্যাদি ।

চণ্ডিদাসের কহিলাম এই বিবরণ ।

বিদ্যাপতি ঠাকুরের শুনহ কারণ ॥

শিবসিংহ রাজার স্ত্রী লছিমা সুন্দরী ।

বিদ্যাপতি আশ্বাদিলা সে রস মাধুরী ॥

একদিন শিবসিংহ বিদ্যাপতি লইয়া ।

কহিতে লাগিলা কিছু নিভূতে বসিবা ॥

“বাদা দেখি কৃষ্ণ নেন এখনি আইল ।

প্রিয়নন্দ সখাগণে কহিতে লাগিল ॥”

এই মতে এক পদ করিয়া বর্ণন ।

আগারে শুনাও শুনি জুড়াক শ্রবণ ॥

লছিমারে না দেখিলে না পারে বর্ণিতে ।

সমস্ত দিবস গেল ভাবিতে ভাবিতে ॥

কোন ছলে গোধূলী সময়ে কবির ।

প্রবেশ করিলা গিয়া মহল ভিতর ॥

সুবেশা হইয়া সেই লছিমা সুন্দরী ।

দর্পণে দেখয়ে মুখ আপন মাধুরী ॥

হেন কালে বিদ্যাপতি তাহারে দেখিল ।

ইঙ্গিত করিয়া বামা অভ্যস্তরে গেল ॥

মদনে পীড়িত কবি না পাইয়া দর্শম ।

মিঞ তাবে কৃষ্ণভাষ করিলা বর্ণন ॥

সেই পদ নৃপতিরে আসি শুনাইল ।

শুনিয়া বাজার মনে সন্তোষ পাইল ॥

তত্র পদং ।

গোধূলী সময়ে পেখিছু বালা, যব ধনী মন্দির বাহির তেলা ।

থোরি দরশনে আশ না পূবল বাঢ়ল দ্বিগুণ জালা ॥

সে যে অলপবয়সী বালা ।

যার গাঁথনি পুছপ মালা ।

অবজলধরে বিজুরী রেহা দ্বন্দ্ব বাঢ়ায়ে গেলা ।

সে বে গোরি কলেবর হুনা ।

যার অঁচরে উজ্জর সোণা ।

কেশরী জিনিয়া, মাজা অতি ক্ষীণ, দোলায় লোচন কোণা ।

ধনী রসের সন্ধান জানে ।

ধাকো হানল নয়ন বাণে ।

চিরজীবী রহু রাজা শিবসিংহ কবি বিদ্যাপতি ভণে ॥ ইতি ।

এবে কহি শ্রীলীলাগুকের বিবরণ ।

যে মতে করিলা চিন্তামণিতে সঙ্গম ॥

চিন্তামণি নামে বেষ্ঠা পরম রূপসী ।

শচী তিলোত্তমা রূপে নেনকা উর্বশী ॥

তাহার সহিতে লীলাগুক মহাশয় ।

আশ্বাদিলা প্রেম স্তুত কহন না যায় ॥

পিতৃবাসর দিনে ব্রাহ্মণ ভূজাঞা ।

অন্ন ব্যঞ্জন থালি কোটরা ভরিয়া ॥



বেশ্যার লাগিঞা সব করিঞা সাজন ।  
 কথঞ্চণ চিন্তা মোর করিবে ভোজন ॥  
 নদী তীরে আসি দেখে নাহি পারাপার ।  
 কিরূপে যাইব আমি কিসে হবো পার ॥  
 অন্তরে নিবিড় চেষ্টা বাহু নাহি জ্ঞানে ।  
 বেশ্যার নিকটে যাব এই মাত্র জানে ॥  
 সকল ছাড়িঞা বেশ্য তারে সার কৈল ।  
 অহু পুরুষের মুখ স্বপ্নে না দেখিল ॥  
 এক মৃত শরীর আছিল জল মাঝে ।  
 তারে লক্ষ্য করি পার হৈল দ্বিজরাজে ॥  
 কদলীর স্বক বসি টানিঞা রাখিল ।  
 বেশ্যার মন্দিরে আসি উপনীত হইল ॥  
 হইয়াছে অনেক রাত্রি বেশ্য নিদ্রাগত ।  
 উত্তর না পাইল বিশ্র ডাকিলেক কত ॥  
 কৃষ্ণ ভুজঙ্গম এক লোকশব্দ পাইয়া ।  
 প্রাচীরের গর্ভে অঙ্গ রহিল লুকাঞা ॥  
 রজ্জু জ্ঞান করি তারে টানিয়া ধরিল ।  
 প্রাচীর উপরে চড়ি লাফিয়া পড়িল ॥  
 দ্বার খুলি অন লইয়া প্রবেশিলা ঘরে ।  
 চেনন পাইয়া রামা উঠিলা সত্বরে ॥  
 অঙ্গের ভুগ্নক পাইয়া হইল চমৎকার ।  
 কিরূপে জ্বাইলা নদী কিসে হইলা পার ॥  
 বিশ্র কহে রজ্জুধরি প্রাচীর লজ্জিলু ।  
 কদলীর স্বকাত্ময়ে নদী পার হইল ॥

রজ্জু কদলীস্কন্ধ চিহ্নিত করিতে ।  
 প্রদীপ লইয়া যায় দাসীগণ সাঁথে ॥  
 প্রাচীরে দেখিল সর্প টানে মরিয়াছে ।  
 কলাস্কন্ধ নহে মৃত তথা পড়িয়াছে ॥  
 বেশ্যার দর্শনে বিপ্লবের উৎকণ্ঠা যুচিল ।  
 মৃত সর্প মৃত তনু প্রতীত হইল ॥  
 বেশ্য কহে এত রতি আমা প্রতি কেনে ।  
 ক্লেশ প্রতি হইলে খণ্ডে ভবাদি বন্ধনে ॥  
 এত শুনি বিপ্র বেশ্যার চরণ বন্দিল ।  
 বিচ্ছেদে বিগ্নি মাঝে প্রবেশ করিল ॥  
 বেশ্যার বিরহ যত না যায় বর্ণন ।  
 কেনে বা কহিল বিপ্র দারুণ বচন ॥  
 ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষণে মূর্ছা যায় ।  
 হাহা প্রাণনাথ বলি কান্দে উভরায় ॥  
 এথা লীলাশুক লইয়া কর অবধান ।  
 বেশ্যার বিরহে তার না রহে জীবন ॥  
 বেশ্যাকে করিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র কুমার ।  
 আপনে গোপীর ভাব কৈল অঙ্গীকার ॥  
 তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ।

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃত ৪১

অমুখ্যন্তানি দিনান্তরাণি

হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ ।

অনাথবন্ধো করুণৈকসিদ্ধো

হা হস্ত হা হস্ত কথং নয়ামি ॥ ২০৯ ॥

উন্মাদ পাইয়া কৃষ্ণে পুনঃ হারাইল ।

সম্বোধন করি পুনঃ কহিতে লাগিল ॥

তথাহি তত্রৈব ৪০

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো

হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিদ্ধো ।

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম

হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশ্যম্ ॥ ২১০ ॥

তিন দিন উপবাসী বিপিনে বসিয়া ।

বেশ্যার যতক গুণ কৃষ্ণে মিশাইয়া ॥

বিরহে পড়িয়া যত করিল ক্রন্দন ।

সাক্ষাৎ হইলা আসি ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

হে হরে, তোমার দর্শন ব্যতীত এই সকল ভিন্ন ভিন্ন দিন  
অধস্ত বলিয়া বোধ হয় । হে অনাথবন্ধো, হে করুণৈকসিদ্ধো,  
বড়ই দুঃখে বলিতেছি যে, আমি কিরূপে ঐ দিন সকল বাপন  
করিব ॥ ২০৯ ॥

হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো হে কৃষ্ণ, হে চপল,  
হে করুণৈকসিদ্ধো হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম, হায়,  
হায়, কবে আপনাকে দর্শন করিব ? ॥ ২১০ ॥

কৃষ্ণ কহে তুমি মোর জন্ম জন্মে দাস ।  
 তোমার বতেক লীলা আমার বিলাস ॥  
 তোমার বর্ণন শুনি রহিতে মারিল ।  
 অতএব আসি আমি দরশন দিল ॥  
 তোমার বর্ণন মোর কর্ণের অমৃত ।  
 অতএস নাম ইহার “কৃষ্ণকর্ণামৃত” ॥  
 গোপীদেহ পাইয়া তুমি হইবা অমৃতরী ।  
 নিত্য স্থান হইল তোমার বৃন্দাবন পুতী ॥  
 এত দিনে আগার হইলে তুমি দাসী ।  
 অক্ষুণ্ণে আসিয়া মিলিবে দিবানিশি ॥  
 এত বলি অন্তর্ধান ব্রজপুতনাথ ।  
 অবশেষে তাহাকে করিল আশ্বাস ॥  
 পীরিতি ভজিয়া কৃষ্ণ পাইল তিন জন ।  
 পীরিতি পরম বস্তু জামিহ কারণ ॥  
 নায়কে পশিয়া চিত্ত নায়িকা সকল ।  
 আনুগত্যে পাইল কৃষ্ণ ভকতবৎসল ॥  
 এই সব কবি হয় শুদ্ধ সম্বন্দয় ।  
 এ সভার পরকীয়া দেবোত্তম হয় ॥

তথাহি ।

তারাত্ম্যরজকীসঙ্গী চণ্ডিদাসো দ্বিজোত্তমঃ ।

লছিমা নৃপতেঃ কন্যা সন্তো বিদ্যাপতিস্ততঃ ॥

ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস তারানামী রজকীর সঙ্গী এবং বিদ্যাপতি  
 রাজকন্যা অথচ রাজপুত্রী লছিমা অর্থাৎ লক্ষ্মীতে এবং লীলাশুক

বেশ্য চিন্তামণিস্তত্র সন্তো লীলাশুকস্তথা ।

এতেষাং সাত্ত্বিকঃ পুংসাং ভাবঃ প্রোঢ়ঃ হরোত্তমঃ

॥ ২১১ ॥

আনের কা কথা চৈতন্তদেব শিরোমণি ।

যা সভার পদ গীত আশ্বাদে আপনি ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে ॥

চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি,                      রায়ের নাটক গীতি,

কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ ।

স্বরূপ রামানন্দ সনে,                      মহাপ্রভু রাজি দিনে,

গায় শুনে-পরম আনন্দ-॥ ইতি ।

কেবল পীরিতি রসে কৃষ্ণ বশ হয় ।

সুখরূপে রহে কৃষ্ণ ভকত হৃদয় ॥

সুখরূপে করে কৃষ্ণ সুখ আশ্বাদন ।

চৈতন্তচরিতামৃতে গোসাক্ষির লিখন ॥

পীরিতি সামান্য বলি না করিহ জ্ঞান ।

সামান্য বিশেষ দুই একই সমান ॥

রেবানামে নদী তীরে তাথে বেত্র বন ।

রাজপুত্র রাজকন্যা তাহাই মিলন ॥

পরকীর্ত্তা ভাবে রতি করে আশ্বাদনে ।

নবীন যৌবন ব্যক্ত হয় দিনে দিনে ॥

বিবাহিতা নহে কন্যা রাজার নন্দিনী ।

পরম রূপসী সেই জগৎ মোহিনী ॥

বিদ্বন্মল চিন্তামণি বেশ্যাতে আসক্ত ছিলেন । এই সকল পুরুষের  
সাত্ত্বিক ভাব প্রোঢ় ও দেবোত্তম বলিয়া পূজিত ॥ ২১১ ॥

কোন মতে নরপতি সদ্ধান বুঝিল ।  
 সেই রাজপুত্রে নক্সা সমর্পণ কৈল ॥  
 দৌহার আনন্দ কিছু না যায় বর্ণন ।  
 দরিদ্রে পাইল যেন ঘটভরা ধন ॥  
 কুসুমশয্যাতে দৌহে করিল শয়ন ।  
 না হইল পূর্বের স্মৃথ করয়ে রোদন ॥  
 কিবা ছিহু কিবা হৈহু কি করিহু হায় ।  
 অমৃত ছাড়িয়া বিষ মাখিহু হিয়ায় ॥  
 সেই রাজপুত্র তুমি সেই রাজপুত্রী ।  
 স্নগন্ধ পুষ্পের বাসে সেই মধুরাত্নি ॥  
 কোকিলের কলধ্বনি মন্দ সমীরণ ।  
 তবে মোর চিন্ত কেন করে উচাটন ॥  
 সুরত ভুঞ্জিতে যদি করিয়ে উপায় ।  
 নদীতীরে বেত্রবনে তাথে মন ধায় ॥  
 পরকীয়া ছাড়ি যদি স্বকীয়া আচরে ।  
 এই মত বিরোগিনী স্মৃথ যায় দূরে ॥

তথাহি প্রাচীন বাক্যং ।

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রেক্ষপা-  
 স্তে চোন্মীলিতমালতীস্বরভয়ঃ প্রোঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ।  
 সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ  
 রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃসমুৎকণ্ঠতে ॥২১২

বিনি কৌমার কাল হরণ করিয়াছেন তিনিই আমার বর, সেই  
 বসন্তরঙ্গুনী, সেই প্রস্ফুটিত মালতী গন্ধ সম্পন্ন কদম্বের উদ্ভাস

এই শ্লোক মহাপ্রভু কৌর্ন্তনের স্থানে ।  
 কি লাগিয়া পড়ে কেহ কিছুই না জানে ॥  
 সামান্য বিশেষে হয় ভাব উদ্দীপন ।  
 অতএব মহাপ্রভু করয়ে পঠন ॥  
 সামান্য বলিয়া যদি হইত ঘৃণা ভয় ।  
 তবে কেন আশ্বাদিবে শচীর তনয় ॥  
 বুঝিয়া করিবে কার্য সাধকের গণে ।  
 না রহে সিংহের দুগ্ধ মৃত্তিকাজানে ॥  
 স্বর্ণপাত্র বিনে সিংহদুগ্ধ নাহি রয় ।  
 এমতি পীরিতি রীতি জানিলে সে হয় ॥  
 পীরিতি আঁখর তিন যাহারে পশিল ।  
 লাজ ভয় কুল শীল সকল তেজিল ॥

তত্র পদং ।

পীরিতি বলিয়া তিনটা আঁখর বিদিত ভুবন মাঝে ।  
 যাহাঙ্গে পশিল, সেই সে মজিল, কি তার কলঙ্ক লাজে ॥ ইত্যাদি ।  
 তিলে না দেখিলে তার যুগ বহি যায় ।  
 দেখিলে অমূল্য ধন করতলে পায় ॥  
 তবে সে জানিয়ে তার পীরিতির রীতি ।  
 মরিলে মরয়ে সঙ্গে যেন পতি সতী ॥  
 শ্রীমহাভারতে আছে ব্যাসের লিখন ।  
 গরুড়ে গলিয়াছিল সপ্রিয় ব্রাহ্মণ ॥

---

সমীরণ এবং আনিও সেই, তথাপি সুরত ব্যাপারের লীলাবিধি-  
 যুক্ত রেবানদী তীরে বেতসী তরুতলের জন্তই চিন্ত সর্বদা উৎকণ্ঠিত  
 হইতেছে ॥ ২১২ ॥

তার তেজে গরুড়ের শরীর দহিল ।  
 সহিতে নারিল গরুড় কহিতে লাগিল ॥  
 কে আছ অন্তরে মোর হওত বাহির ।  
 কাহার অগ্নিতে মোর দহিছে শরীর ॥  
 বিপ্র কহে শুন ওহে বিনতানন্দন ।  
 মোরে গিলিয়াছ তুমি আমি ত ব্রাহ্মণ ॥  
 মোর ব্রহ্মতেজে তোমার দহিছে অন্তর ।  
 শুনিয়া গরুড় হইল অত্যন্ত কাতর ॥  
 ভয় পাইয়া খগরাজ কৈল প্রণিপাত ।  
 মুখ মেলি আমি, তুমি হওত নির্গত ॥  
 বিপ্র কহে সঙ্গে মোর আছে প্রিয়তমা ।  
 কৈবর্তিনী ভার্যা মোর রূপে গুণে রমা ॥  
 তাহাকে ছাড়িঞা আমি কেমনে যাইব ।  
 তিল আধ না দেখিলে পরাণে মরিব ॥  
 গরুড় বলে বিপ্র তুমি অবধান কর ।  
 কৈবর্তিনী সঙ্গে রহি তুমি কেন মর ॥  
 গরুড়ের কথা শুনি কহিছে দ্বিজরাজ ।  
 তাহা বিনে আমার জীবনে নাহি কাজ ॥  
 তাহার সঙ্গে মরি যদি সফল জীবন ।  
 মনের সন্তোষ হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥  
 জালায় পীড়িত গরুড় সহিতে নারিল ।  
 কৈবর্তিনী সঙ্গে বিপ্রে উগারি ফেলিল ॥  
 প্রেয়সী লইঞা বিপ্র করিলা গমন ।  
 প্রেয়সী বিপ্রের গুরু নির্ধনের ধন ॥



পীরিতি লাগিয়া বিপ্র মরণ বাঞ্ছিল ।  
 কহিতে অনেক আছে দিগ্‌মেথাইল ॥  
 পীরিতি লাগিঞা মৈল কবি বিদ্যাপতি ।  
 তার সঙ্গে পুড়ি মৈল লছিমা যুবতী ॥  
 পীরিতি আঁখর তিন অমিয়া সিঞ্চন ।  
 ভক্তরূপ ধরি কৃষ্ণ করে আশ্বাদন ॥  
 ভকত বৎসল কৃষ্ণ অতি দয়াময় ।  
 যে লাগি মানুষ দেহ করিলা আশ্রয় ॥  
 ভজয়ে যেমতি ক্রিয়া মানুষ যেমত ।  
 বাহা শুনি সব লোক হয় অলুগত ॥  
 মানুষ স্বভাব ধর্ম পীরিতি কেবল ।  
 বাহা বিনে জগতের নাহি কিছু বল ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০। ৩৩। ৩৬।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ ।  
 ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥

২১৩ ॥

অপ্রাকৃত কুন্তুমেবু ব্রজেন্দ্রকুমার ।  
 প্রাকৃত মদন অঙ্গ হয় ত তাহার ॥  
 স্থাবর জঙ্গম কীট গতঙ্গাদি হয় ।  
 প্রাকৃত মদন স্মৃথ তাহা আশ্বাদয় ॥  
 অপ্রাকৃত মনসিঙ্গ পরকীয়া ভাবে ।  
 নিজ স্মৃথ আশ্বাদয়ে ব্রজের স্বভাবে ॥

অপ্রাকৃত হৈঞা করে প্রাকৃত আশ্রয় ।  
 এ বড়ি বিষম কথা বুঝিতে সংশয় ॥  
 মানুষ স্বভাব ধর্ম করিতে রক্ষণ ।  
 প্রাকৃত আশ্রয় হইঞা করে আশ্বাদন ॥  
 পুষ্প রস বিনে ভুজ অশ্রু নাহি খায় ।  
 রসবতী বিনে রসিক অশ্রু না যায় ॥  
 তরুকে বেষ্টিয়া লতা নাহি জানে আন ।  
 তার সঙ্গে রহি করে তার রস পান ॥  
 বৃক্ষ মরি গেলে ঘন লতা মরি যায় ।  
 পীরিতি স্বভাব ধর্ম এই অভিপ্রায় ॥  
 এই মত দৌহারকার যদি হয় প্রীতি ।  
 তবে সে জানিয়ে তার পীরিতির রীতি ॥  
 দৌহার অধর সূধা দৌহে করে পান ।  
 পীরিতি প্রথম তাহে হয় উপাদান ॥  
 নয়নে নয়নে করে বাণ বরিষণ ।  
 রিকার মধ্যমাঙ্গর তাহাতে জনম ॥  
 হিয়া হিয়া পরশিতে তৃপ্ত হৈল মতি ।  
 তৃপ্ত অন্তরে রতি হয়েত উৎপত্তি ॥  
 অতুল তুলনা এই তিনটা আঁখর ।  
 কাঁঠ পাষণ দ্রবে মুনি মনোহর ॥

তত্র পদং ॥

‘দৌহার অধর সূধা রস পানে তাহে উপজিল পী ।  
 নয়নে নয়নে বাণ বরিষণে তাহে উপজিল রি ॥  
 হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে তাহে উপজিল তি ।  
 এ তিন আঁখর মুনি মনোহর তাহার তুলনা কি ॥

চৈতন্যচরিত্র কিছু না যায় বর্ণন ।  
 কোন রূপে কৃষ্ণ করে স্থখ আনন্দম ॥  
 নিরপেক্ষ আছিল পণ্ডিত দামোদর ।  
 বাক্যদণ্ড করিলেন প্রভুর উপর ॥  
 শুনিঞা সন্তুষ্ট হৈলা শ্রীশচীনন্দন ।  
 প্রশংসা করিল সঙ্গে বহু ভক্তগণ ॥  
 যদ্যপি করিল হিত প্রভুর লাগিয়া ।  
 তবে কেনে প্রভু পাঠাইলেন নদীয়া ॥  
 শচী বিষ্ণুপ্রিয়ায় ধর্ম করিতে পালন ।  
 এ কোন মনের কথা কোন প্রয়োজন ॥  
 কবিরাজ গোসাঁঞির সন্দেহ জন্মিল ।  
 চৈতন্যের মনোবৃত্তি বুঝিতে নারিল ॥  
 চৈতন্যলীলা গম্ভীর কোটি সমুদ্র হৈতে ।  
 কি লাগি কি করে তাহা না পারি বুঝিতে  
 অতএব গূঢ়ার্থ কিছুই নাহি জানি ।  
 বাহ্য অর্থ করিবারে পাড়ি টানাটানি ॥  
 এই দুই বচনের অর্থ বিচারিতে ।  
 কেবল ভজন মূল রহিল পীরিতে ॥  
 ব্রজবাসির মধুরিমা পীরিতির ঘর ।  
 তা শুনিঞা স্কন্ধ হয় যাহার অন্তর ॥  
 শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগা ধর্ম ।  
 লোভেতে উৎপন্ন ভাব এই তার মর্ম ॥  
 পীরিতি পরম রস উপাসনা যার ।  
 সেই সে পাইবে ব্রজে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

মায়ার স্বভাবে প্রীতি নারে আচরিতে ।

বৈধীজাড্য শাস্ত্রগণ দেখিতে শুনিতে ॥

পুত্র প্রতি পিতা যৈছে করয়ে বারণ ।

জুজু দেখাইয়া হরে বালকের মন ॥

কন্তুরী মঞ্জুরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ।

সংক্ষেপে কহিল এই পীরিতি আখ্যান ॥

॥ \* ॥ ইতি ত্রীসিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে সাধকানাং সম্বন্ধে ভক্তোপ-  
লক্ষেণ প্রীতিমাহাত্ম্যাকথনং নাম সপ্তমপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ \* ॥

## অথ অষ্টমপ্রকরণং ।

১। অথ রসনির্ণয়ঃ ।

শৃঙ্গারঃ সর্বমুৎকৃষ্টো রসালো রসিকঃ স্বয়ং ।

বিপ্রলস্তোহথ সম্ভোগ ইত্যেয দ্বিবিধো মতঃ ॥২১৪

বিষবদ্ বিপ্রলস্তশ্চ যথা ব্যালস্ত দংশনং ।

সম্ভোগো নিবির্বযঃ সাক্ষাদযথৈবৌষধভক্ষণং ॥২১৫॥

শৃঙ্গার রস স্বয়ং রসজ্ঞ কৃষ্ণের স্বরূপ এবং সর্বোৎকৃষ্ট ।  
বিপ্রলস্ত ও সম্ভোগ ভেদে তাহা দুই প্রকার ॥ ২১৪ ॥

সর্প দংশনের মত বিষ জনিত কষ্টপ্রদ বলিয়া বিপ্রলস্ত রসকে  
বলা যায় । ঔষধ ভক্ষণে দেহ হইতে বিষ নির্গত হইলে যেমন  
আনন্দ হয়, সম্ভোগ রসটী তদ্রূপ আনন্দ প্রদ ॥ ২১৫ ॥

প্রেম্যপ্রেমী বিপ্রলস্ত্চতুর্ধা পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

সন্তোগোহপি চতুর্দ্ধা স্তাৎ সৰ্বত্র স্বাধীনো মতঃ ॥

২১৬ ॥

পূৰ্ব্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্র্যমিত্যপি ।

প্রবাসশ্চেতি কথিতো বিপ্রলস্ত্চতুর্বিধঃ ॥২১৭॥

তত্র ।

শ্রবণাদর্শনাদ্রাগঃ পূৰ্ব্বরাগো নিগদ্যতে ।

সহেতুর্বা নিহেতুর্বা হর্ষে মানঃ প্রজায়তে ॥ ২১৮ ॥

প্রিয়স্ত সন্মিকর্ষেহপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ ।

বা বিশ্লেষধিয়ান্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্র্যমুচ্যতে ॥ ২১৯ ॥

পরদেশগতে পত্যো প্রবাসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ২২০ ॥

প্রেমযুক্ত ও প্রেমহীন বিপ্রলস্তের চারি প্রকার ভেদ আছে  
এবং সন্তোগ রসের ও চারি প্রকার ভেদ করিতে হয় । এই সন্তোগ -  
সৰ্বত্র স্বাধীন ॥ ২১৬ ॥

পূৰ্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য ও প্রবাস, বিপ্রলস্তের এই  
চারি প্রকার ভেদ ॥ ২১৭ ॥

শ্রবণ দর্শনাদিতে যে আনুরাগ তাহাষ্ট পূৰ্ব্বরাগ । হর্ষ যখন পূর্ণ  
হয় তখনি মানের উদয় হয়, এই মান সহেতু ও নিহেতু ভেদে  
দুই প্রকার ॥ ২১৮ ॥

প্রেমোৎকর্ষের স্বভাব বশতঃ প্রিয়ের নিকটে থাকিয়াই বিরোগ-  
বুদ্ধিতে যে মনঃপীড়া, তাহাকে প্রেমবৈবিধ্য কহে ॥ ২১৯ ॥

কান্ত বিদেশ গত হইলে প্রবাস নামক বিপ্রলস্ত হয় ॥ ২২০ ॥

বিরহান্তে যদা সঙ্গঃ সংক্ষিপ্তঃ স চ ভাসতে ।

কোশস্তান্তে চ সঙ্কীর্ণঃ সাধুনামিতি সম্মতং ॥২২১॥

যদুক্তমুজ্জলনীলমণৌ ॥

যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধবসত্রীড়িতাদিভিঃ ।

উপচারান্নিষেবেত স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ ॥ ২২২ ॥

যত্র সঙ্কীর্ণমাণাঃ স্ত্যাবলীকস্মরণাদিভিঃ ।

উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিভপ্তেক্ষুপেশলঃ ॥ ২২৩ ॥

দুর্লভালোকয়োযূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ ।

উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্ ॥২২৪

বিরহের পর যে সঙ্গ তাহাই সংক্ষিপ্ত সন্তোগ, কোপের পর সঙ্গকে সঙ্কীর্ণ সন্তোগ কহে, ইহা সাধুগণের সম্মত ॥ ২২১ ॥

উজ্জলনীলমণিতেও উক্ত আছে—যে স্থলে যুবক যুবতী ভয় লজ্জাদি সহকারে সংক্ষিপ্ত উপচার সকল উপভোগ করে তাহা সংক্ষিপ্ত সন্তোগ। এবং যথায় অপ্রিয় বিষয় স্মরণাদি পূর্বক উপকার সকল সঙ্কীর্ণ (মিশ্র) হয় তাহার নাম সঙ্কীর্ণ সন্তোগ। এই সন্তোগ তপ্ত ইক্ষুদণ্ড চর্চণের স্থায়। ইহাই চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—এই প্রেমের আশ্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্চণ, মুখ জলে না যায় ভাজন ॥ ২২২ ॥ ২২৩ ॥

পূর্বের পরাধীনতা বশতঃ বিরহদশায় ছিলেন বলিয়া যুবক যুবতী উভয়ে উভয়ের দর্শনকে যথায় দুর্লভ মনে করেন এবং যথায় উপভোগটী অতিরিক্ত ইহা পড়ে, তাহাকে সমৃদ্ধিমান্ সন্তোগ কহে ॥ ২২৪ ॥

অথ নায়কভেদাঃ ॥

দক্ষিণশ্চানুকূলশ্চ ধীরোদাত্তবদাত্তকৌ ।  
 ধীরশাস্ত্র-ধূর্ত-ধীরললিতাশ্চ শঠস্তথা ।  
 ধীরোদ্ধত প্রভৃতীনাং নায়কানাং নিরূপণং ।  
 যন্ত যা প্রকৃতিঃ পুংস উচ্যতে ক্রমশঃ শৃণু ॥২২৫॥  
 সর্বত্র সমদর্শী চ দক্ষিণঃ শুভলক্ষণঃ ।  
 আশ্বাসাত্তোষয়েৎ কাঙ্ক্ষাং যঃ সোহনুকূল উচ্যতে ।  
 গম্ভীরগুণশালী চ ধীরোদাত্তো বদাত্তকঃ ।  
 ধীরশাস্ত্রঃ সদা ধীরঃ শাস্ত্রদর্শী সুপণ্ডিতঃ ।  
 অন্তসন্তোগচিহ্নাঙ্গো মিথ্যাধূর্তঃ প্রতারকঃ ।  
 কৈতবানৃতযুক্তো যঃ শঠঃ সাক্ষাৎ প্রিয়ঙ্করঃ

অথ নায়ক ভেদ যথা—

দক্ষিণ, অনুকূল, ধীরোদাত্ত, বদাত্ত, ধীরশাস্ত্র, ধূর্ত, ধীরললিত শঠ, এবং ধীরোদ্ধত, ইত্যাদি নায়কগণের নিরূপণ অর্থাৎ যে পুরুষের বৈরূপ প্রকৃতি তাহা ক্রমশঃ বলা যাইতেছে, শ্রবণ কর ॥২২৫

সর্বত্র সমদর্শী ও শুভ লক্ষণ যুক্ত নায়ককে দক্ষিণ কহে । যিনি আশ্বাসবাক্যে কাঙ্ক্ষাকে তুষ্ট করেন তাহার নাম অনুকূল । গম্ভীর-গুণশালী ও ভুরিদানশীলকে ধীরোদাত্ত কহে । সদা ধীর, শাস্ত্রদর্শী ও সুপণ্ডিতকে ধীরশাস্ত্র কহে । অন্ত নায়িকার সন্তোগ চিহ্ন অঙ্গ ধারণ করিয়াও যে মিথ্যা ও প্রতারণাবাক্যে পত্নীকে ভুলাইতে চেষ্টা করে তাহার নাম ধূর্ত । ছল ও মিথ্যাবাক্য কখনশীল, সাক্ষাতে প্রিয়কারী ও অসাক্ষাতে অনিষ্টকারীকে শঠ কহে ।

স ধীরললিতো যন্তু বিদকো যুবতীবশঃ ।  
ধীরৌদ্ধতশ্চঞ্চলঃ শ্রাদযন্তু যুদ্ধে স্থপণ্ডিতঃ ॥২২৬॥

অথ নায়িকাভেদাঃ ॥

স্বাধীনভর্তৃকা তদ্বৎ খণ্ডিতাখাভিসারিকা ।  
কলহান্তরিতা বিপ্রলঙ্কা প্রোষিতভর্তৃকা ।  
অগ্না বাসকসজ্জা শ্রাদ্বিরহোৎকণ্ঠিতা তথা ॥২২৭॥

লক্ষণানি যথা ।

স্বাধীনভর্তৃকা ভর্তা যদধীনো রসানুগঃ ॥  
প্রভাতেহন্থনখাঘাতাদ্যঙ্গে দৃষ্ট্য়া পতিস্ত য়া ।  
তাড়য়েৎ, খণ্ডিতা জেয়া ধীরৈরীর্ষ্যাকষায়িতা ॥  
অভিসারিকা চোন্মত্তা গৃহগৌরববর্জিতা ।

কলাকুশল ও যুবতীবশ নায়ককে ধীরললিত কহে । যুদ্ধকুশল ও চঞ্চলচিত্তকে ধীরৌদ্ধত কহে ॥ ২২৬ ॥

অথ নায়িকা ভেদ যথা—

স্বাধীনভর্তৃকা, খণ্ডিতা, অভিসারিকা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলঙ্কা, প্রোষিতভর্তৃকা, বাসকসজ্জা এবং উৎকণ্ঠিতা, এই আটপ্রকার নায়িকা ॥ ২২৭ ॥

বাহার পতি অমুরাগ বশতঃ অধীন হইয়া থাকে তাহাকে স্বাধীনভর্তৃকা কহে । অগ্নি জ্বীর সুরত সম্ভোগ জনিত নখাঘাতাদি অঙ্গে ধারণ করিয়া প্রভাতে পতি উপস্থিত হইলে ঈর্ষ্যাকষাতিত হইয়া তাহাকে যে জ্বী তাড়না করে, পণ্ডিতগণ তাদৃশ জ্বীকে খণ্ডিতা কহেন । কুল গৌরবাদি ত্যাগ করিয়া যে জ্বী



সঙ্কেতস্থানগায়াতি প্রিয়সঙ্গমহেতুনা ॥  
 পদাগ্রে পতিতং কান্তং নানাচাটুবিধায়কং ।  
 উপেক্ষ্য তাপমাপ্নোতি কলহাস্তুরিতা মতা ॥  
 প্রিয়ঃ কৃত্বাপি সঙ্কেতং যন্তা নায়াতি সন্নিধিং ।  
 বিপ্রলকাতু সা জ্ঞেয়া নিতাস্তমবমানিতা ॥  
 প্রোষিতভর্তৃকা ভর্তা বিহার দূরতো গতঃ ।  
 দুর্বলান্ মলিনাঙ্গা চ রোদিত্যেব দিবানিশং ॥  
 কুরুতে মণ্ডনং যন্তাঃ সজ্জিতে বাসবেশ্মনি ।  
 সা তু বাসকসজ্জা স্মাদ্বিদিতপ্রিয়সঙ্গমা ॥  
 উৎকণ্ঠিতা মহোৎকণ্ঠা স্মারং স্মারঞ্চ দারুণং ।  
 কান্তঞ্চ বিরসং মত্তা ন শেতে শয়নে ক্ৰচিৎ ॥২২৮॥

উন্নত ভাবে প্রিয় জনের সঙ্গম জগ্ন সঙ্কেত স্থানে আগমন করে,  
 তাহাকে অভিগারিকা কহে । কান্ত চরণসমীপে পতিত হইয়া  
 নানাবিধ অনুনয় বিনয় করিলেও তাহাকে সে স্ত্রী উপেক্ষা করে  
 এবং শেষে মনস্তাপ প্রাপ্ত হয় তাহার নাম কলহাস্তুরিতা । বাহার  
 প্রিয়জন সঙ্কেত করিয়াও নিকটে আসেন না, সেই নিতাস্ত  
 অবমানিতা স্ত্রীকে বিপ্রলকাতু কহে । বাহার পতি ত্যাগ করিয়া  
 দূরদেশে গমন করিয়াছেন, সে পত্নী সেই স্থানে দিবা রাত্রি রোদন  
 করিতে থাকে, তাহাকে প্রোষিতভর্তৃকা কহে । বাহার সখী  
 বাস ভবন সজ্জিত করিয়া বেশভূষা করেন এবং নিজে কান্তের  
 আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে, সেই বিদিতপ্রিয়সঙ্গমা স্ত্রীকে

মিলনে ললিতশৈব শঠো ধ্বংস কথ্যতে ।  
 ধীরোদাত্তধীরশান্তাবমিলায়ামিতি স্মৃতৌ ॥  
 ধীরোদ্ধতো দক্ষিণশ্চ স্নানুকূল ইতি ত্রয়ং ।  
 অমিলায়াং মীলনে চ বদন্তি রসিকা জনাঃ ॥  
 স্নাদীরললিতঃ কুত্র কুত্র দক্ষিণ এব চ ।  
 অনুকূলাদিভিঃ কুত্র একশ্চ যষ্টিলক্ষণং ॥  
 সম্ভোগো মিলনে প্রোক্তো বিপ্রলম্বমীলনে ।  
 প্রেমশ্চর্য্যো বিপ্রলম্ব একত্র সঙ্গমীলনে ॥  
 কলহান্তরিতা পূর্ব্বং পুনঃ সায়াহ্নদর্শনে ॥

বাসকসজ্জা কহে । প্রবল উৎকণ্ঠা বশতঃ অনিষ্ট বিষয় বার  
 বার স্মরণ করে এবং কাস্তকে বিরস ভাবাপন্ন মনে করিয়া শয্যায়  
 শয়ন করে না, তাহাকে উৎকণ্ঠিতা কহে ॥ ২২৮ ॥

মিলারসে ললিত, শঠ, ধ্বংস, এই তিন নায়ক এবং অমিলা রসে  
 ধীরোদাত্ত ধীরশান্ত এই দুই নায়ক রসজ্ঞগণের অভিপ্রেত । কিন্তু  
 ধীরোদ্ধত, দক্ষিণ এবং অনুকূল এই তিন নায়ককে অমিলা  
 মিলি দুই রসেই উল্লেখ করেন । কোন কোন স্থলে দক্ষিণ ও  
 ধীরললিত হয়, আবার ধীরললিতও দক্ষিণ হয়, এইরূপে অনু-  
 কূলাদি দ্বারা এক নায়কের যষ্টি প্রকার লক্ষণ হইতে পারে । মিলনে  
 সম্ভোগ, অমীলনে বিপ্রলম্ব, কোথাও বা এক স্থানে সঙ্গ হইয়া  
 মিলনাবস্থাতেও বিপ্রলম্ব হইতে পারে, ইহা একটা প্রেমের  
 আশ্চর্য্যাবস্থা । পূর্ব্বে মিলন হইয়াছে এবং সায়াহ্নকালে পুনশ্চ  
 দর্শন হইবে এরূপ ক্ষেত্রেও কলহান্তরিতা হইতে পারে । মিলন

আশ্বাসান্মিলনে কুত্র তল্লাদিপরিকল্পনং ।  
 বিলম্বে মিলিতঃ কান্তঃ ক্রমশ্চ চান্য়লক্ষণং ॥  
 প্রাপ্তিসৌখ্যর্দ্ধি-সংহ্লাদ-ভাবচেষ্টাভিসারিকা ॥  
 ভবেদ্বাসকসজ্জা চৈকাত্যন্তিকদৃঢ়ত্বতঃ ॥  
 উৎকণ্ঠিতা হৌদাসীন্য়চ্চপলা কিল কথ্যতে ॥  
 নৈরাশ্রবিকলা যাতু বিপ্রলন্ধেতি কথ্যতে ॥  
 বিষবৎ খণ্ডিতা কান্তা শান্তচেষ্টা প্রলভ্যতে ।  
 উৎকণ্ঠিতাবিধিবশাৎ কলহান্তরিতা মতা ॥  
 স্বাধীনভাবময়া বা সা স্মাৎ স্বাধীনভর্তৃকা ॥  
 প্রোষিতভর্তৃকা কান্তা পত্যৌ যাতে প্রবাসকং ॥২২৯

বিষয়ে আশ্বাস পাইয়াও বাসকসজ্জা নায়িকা শব্দাদি রচনা করেন,  
 এই দশায় কান্ত বিলম্বে মিলিত হয়েন, ইহা বাসকসজ্জার পূর্ব  
 ক্রমের ভিন্ন লক্ষণ । প্রাপ্তি স্থতের পরাকাষ্ঠা জ্ঞাত যে আল্লাদ  
 হয়, সেই ভাবচেষ্টাতেই অভিসারিকা অভিসার করে ।  
 কান্তের আগমন বিষয়ে স্থিরতরা হইয়া বাসকসজ্জা হয় । কান্ত  
 মিলনে উদাসীন হইলে নায়িকার বঞ্চনা হয়, ইহাই উৎকণ্ঠিতা ।  
 নৈরাশ্র বশতঃ যে ফলের আশা করে না, সেই বিপ্রলন্ধা । খণ্ডিতা  
 কান্তা বিষবৎ এবং শান্তচেষ্টায়ুক্তা নায়ক কর্তৃক প্রণয়িতা  
 হয় । উৎকণ্ঠিতার বিষয় বিশতই কলহান্তরিতা হইয়া থাকে ।  
 যে স্বাধীন ভাবে অবস্থিতি করে তাহাকেও স্বাধীনভর্তৃকা কহে ।  
 পতি প্রবাস গত হইলে নায়িকাকে প্রোষিতভর্তৃকা কহে ॥ ২২৯ ॥

। অথ পদং ।

অম্বর হেরি হরল ধনি সম্বিত কম্পিত থল থল অঙ্গ ।  
 বাহু পসারি ধাই ধরু কাকরু, কো জানে মদনতরঙ্গ ॥  
 স্নুন্দরি হাসি বচন কহু খোর ।  
 নীল অঞ্চল লই, সঘনে আলিঙ্গই, নয়নে নিবরে ঝরু লোর ॥  
 কি শুনিহু কি পেখিহু কো জানে ঐছনে পুন কহে বাত ।  
 দরশনে পরশ সব সমুঝ মানস, কোই কহবি হাতে হাত ॥  
 অধোমুখ হোই রহই দিন বামিনী, ভাবিনী ভাব গভীর ।  
 তরুণীরমণে ভণে, মরমহি জাগত, অদভুত শ্রাম শরীর ॥ ১ ॥  
 তৈব ।

নিশি দিন ভাবি ভবনে ধনি রহই ।  
 দারুণ মদন দহনে তনু দহই ॥  
 স্নুন্দরী আকুল পরাণ ।  
 মরমকি ছুঃখ, কোই নাহি জানত, ক্ষেণে তনু কম্পই ঝম্পই কাম ॥  
 মনে মনে সঘনে জপই প্রিয় নাম ।  
 কান্ন কলপতরু, বো তনু উজর, সঙরিতে মনহি নয়নে বহে নীর ॥  
 সখীগণ পরশে স্ববশ যদি হই ।  
 মনমথ হৃদয় বিদারই সোই ॥  
 রেণু পর পতই স্নুতই ক্ষিতি মাঝ ।  
 উঠইতে লুঠই ঘটহ বহু লাজ ॥  
 সখীগণ পেখি নিমিত্ত নাহি ছোড় ।

তরুণীরমণ ভণে ক্ষণ তনু মোড় ॥ ২ ॥

শ্রীরাধায়াঃ পূর্বরাগঃ ।

চল চল সজল জলদ তনু শোহন নোহন আভরণ সাজ ।  
 অরুণ নয়ন গতি, বিজুগী চমকে তথি, দগধল কুলবতী লাজ ॥

সখি হে যব ধরি পেখিছু কাণ ।

তব ধরি, জগ ভরি, ভরল কুসুমশর, নয়নে না হেরিয়ে আন ॥  
মঝু মুখ দরশি, বিহসি তনু মোড়সি, বিগলিত মোহন বংশ ।  
কিয়ে জানি কোন, মনোরথে আকুল, কিশলয়দলে করু দংশ ॥  
অতএব সোমুঝে, মন জলত অনুক্ষণ, বৈঠাই দোলত চপল পরাণ ।  
গোবিন্দদাস গহঁ মিছই আশোয়াস অবহঁ না মিলব কাণ ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ববাগঃ ।

রতন মন্দির মাঝে সুন্দরী সখীসঞে রস পরথাই ।  
হসইতে খসই কতহি মণি গোতিম দশন কিরণ অবছাই ॥  
সখি হে, কহইতে নাহি রহু লাজ ।  
সো বয় নাগরী, হামারি মন বারণ, বাঁধল কুচগিরি মাঝ ॥  
মঝু মুখ হেরি ভরম ভয়ে সুন্দরী ঝাঁপই ঝাঁপল দেহা ।  
কুটিল কটাক্ষবিষে তনু জর জর জীবনে না বাঁধই থেহা ॥  
করে কর যুড়ি মোড়ি তনু সুন্দরী নো হেরি সখী করু কোর !  
গোবিন্দদাস ভণ শ্রীনন্দনন্দন দোলত মদন হিলোর ॥ ৪ ॥

অন্তত চ ।

রাইকো পেখি উপেখি জগ ভাবিনী ভাবি রহই ছদি মাঝ ॥  
এ অতি অপরূপ, কো নিরমায়ল কো বিধি বিদগধ রাজ ।  
মাখব মদনবেদনে তনু ভোর ।  
ক্ষেণে ক্ষেণে উঠই, চমকি মহী লুঠই, সুবল সখা করু কোর ॥  
মবম সখা সঞে, সকল নিবেদয়ে, কি ভেল পাণ পাণ ।  
গোরিমুখ নিরখি, তরখি জিউ যায়ত, কতহি করব সানধান ॥  
তরুণিম অধব, সুখা কৃত বরিখত, বচন অমিঞা তছু মাঝ ।  
হেন মনে হোই, চরণে ধরি রোদহ, পরিহরি পৌরুষ লাজ ॥

যে নাহি পাওল, বিধি না ঘটায়ল, পুন যদি অত্ৰ কোন হোয় :

তরুণীরমণ ভণ, এই নিবেদন, আনি মিলায়বি মোয় ॥ ৫ ॥

তত্ৰৈব ॥

শুনহে স্নবল সখা, আর কি পাইব দেখা,

পাশরিতে নারি স্নখামুখী ।

একথা কহিব কার, কেবা পরতিত যায়,

মোর প্রাণ আমি তার সাখী ॥

সখা, ভাবিতে ভাবিতে তমু শেষ ।

যদি কার্য্য নহে সিদ্ধি, না জানি কি করে বিধি,

অনলে করিব পরবেশ ।

শুনিয়া স্নবল কর, আর না করিহ ভয়,

অবিলম্বে আনি দিব তোরে ।

পূর্বাব মনের আশ, তবে সে জানিবে দাস,

বিলাস করিবে রসভরে ॥

কর গোড় করি শ্রাম, সখায় করে পরণাম,

ইহ লোকে তুমি মোর বন্ধু ।

তরুণীরমণে বলে, রাখ রাখা পদতলে,

এবার তরাহ ভবসিদ্ধি ॥ ৬ ॥

অথ সজ্জিগুমিলনং ।

বিরহান্তেতু যৎসঙ্গঃ সজ্জিগুঃ স চ ভাসতে ।

সংকেতন্তু ভয়কৃতশ্চাস্মিন্ সজ্জিগুর্নীলনে ।

বিরহের পর যে মিলন তাহাকে সজ্জিগু সন্তোগ কহে, এই সন্তোগের সংকেত নায়ক নায়িকা উভয়েই করিয়া থাকেন । নির্ধন

নির্ধনো ধনসংপ্রাপ্তো স্পর্শালিঙ্গনচূষনং ॥ ২৩৬ ॥

অথ নায়কাভিসারঃ ।

আদৌ শ্রদ্ধা নায়কস্ত নায়িকাসঙ্গহেতুনা ।

সঙ্কেতস্থানমাগম্য দূতিকাং প্রেরয়ত্যসৌ ॥ ২৩৭ ॥

অথ কৃষ্ণাভিসার পদং ।

সুরচন বেশ, বয়স নবকৈশোর, আভরণে ঝলমল অঙ্গ ।

চন্দ্রকোটি জিতি, বদন সুউজ্জল, সুরেশ্বরী নয়ন তরঙ্গ ॥

মাধব কুঞ্জে করল অভিসার ।

জয় বলি জগত, পূরল জগমোহন, মুগ্ধলী তান ফুকার ।

সহচরী সঙ্গে, সঙ্গে সুবলাদয়ঃ, কুঞ্জে করল পরবেশ ।

কৈছন মিলব সোবর নাগরী, ঐছে মাগত উপদেশ ॥

উপজব সুখ দুঃখ, সব বিমোচব, কোন কামিনী অবলম্ব ।

প্রথন সর্গাগম ভয় রহু ভাবট, তরুণীরমণ মন কম্প ॥ ৭ ॥

অথ কৃষ্ণস্ত দূতীগমনং ।

তত্র পদং ॥

শুন গো রাজার কি ।

তোমাতে বলিতে আসিয়াছি ॥

কাণ্ হেন ধনে, পরাণে বধিলে, একাজ করিলে কি ॥

লোকের ধনলাভের গত এই সম্বোধনে স্পর্শন, আলিঙ্গন ও চূষ-  
নাদি অতি আত্মসাৎ সঙ্গীতাদিত হয় ॥ ২৩০ ॥

নায়কাভিসার বিষয়ে প্রথমতঃ বক্তব্য,—নায়ক, নায়িকার সঙ্গ  
নিমিত্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্বক-সঙ্কেত স্থানে আসিয়া নায়িকার নিকট  
দূতী প্রেরণ করেন ॥ ২৩১ ॥

বেলি অবগানে বেলে,

তুগি কবে গিয়াছিল জলে ॥

তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া, ধরিলে সখীর গলে ॥

দেখিয়া ও মুখ চান্দে, হিয়া স্থির নাহি বান্ধে, তুরিত গমনে  
চিনিতে নারিল, উহাই বলিয়া কান্দে ॥

গোপত বরত সেবি, তোরে বর দিল দেবা দেবী ।

থোরি দরশনে আশ না পূরল, ভণে বিদ্যাপতি কবি ॥ ৮ ॥

অত্ৰ ॥

শুন ধনি, রগণীর শিরোমণি রাধে ।

হেরইতে কাণু করল তোহেঁ সাধে ॥

কালিন্দীক সলিলে নব তঁহু যাত ।

কাঁথ হি কুস্ত সখীগণ সাঁত ॥

যব যমুনাকো তীরে তঁহু গেল ।

মাধব তবহিঁ তরুতলে খেল ॥

যই ক্ষণে হেরল তোমা মুখচান্দে ।

যামিনী দিন অঝরে ঝরু কান্দে ॥

উচল কুচবুগে হাব উজোর ।

স্মরিতে কম্পিত নন্দকিশোর ॥

রামকলদী উরু পদ নখদন্ড ।

সঘনে ফুকারই ব্রজকুল বন্ধু ॥

অতিসরু স্নানরি না কর ক্লিষ্ট ।

যদি জিয়ে মাধব তুয়া অবলম্ব ॥

তরুণীরমণে ভণে বিহিক বিধান ।

দরিদ্রে যৈছে করবি হেম দান ॥ ৯ ॥



অথ রাধিকাভিসার ।

রাই কনক মুকুর কাঁতি ।

শ্রাম বিলাসিতে, সুন্দর তনু, সাজাঞা কতেক ভাঁতি ॥

নীল বসন রতন ভূষণ জলদে দামিনী সাজে ।

চাঁচর চিকুর বিচিত্র বেণী ছলিছে পৃষ্ঠের মাঝে ॥

নয়নে কাজর সীঁথায় সিন্দূর তাহে চন্দনের রেখা ।

নবজলধরে অরুণ কোণে নবীন চান্দের দেখা ॥

রসের আবেশে গমন মন্থর তুলি তুলি চলি যায় ।

আধ উড়নী, দ্বিষত হাসিনী, বঙ্কিম নয়নে চায় ॥

সখীর সমাজে ভালে সে বিরাজে কলপতরুর মূলে ।

শ্রামানন্দে পহঁ আনন্দ মন্দিরে শ্রাণবঁধুয়ার কোলে ॥ ১০ ॥

নবযৌবনী ধনি, রমণীর শিরোমণি, অভিসর সখীগণ সঙ্গ ।

নব নব বসন, ভূষণ মণি আভরণ, বরণ পীতগুণ অঙ্গ ॥

সুন্দরী কুঞ্জে করল অভিগাবে ।

একে নবযৌবনী, আর কুলকাগিনী, ঘন ঘন দিক নেহাবে ॥

ভব বনিতাচয়, সমীর সমাগম, যনু মন যাতাই বাই ।

পতিত পত্র সরস সুপদ ধবনি, ঘন তনু কম্পিত রাই ॥

ফণিগণ বদনে, মণিগণ নিকমই, হেরইতে চমকই রামা ।

দীপ ভরমে ধনি, মরমে বিয়াকুলি, মকল সখী এক ঠান্ডা ॥

বাজত বন্ধ রতনমণ্ডি কিঙ্করী, কঙ্কণ করু সাবধানে ।

অঙ্গথিতে ভাবিনী, গজগতি গামিনী, চলনে কোই নাহি জানে

গত সঙ্কেত, চেত রহিত চিত, হরষ দরশ রস মন্ডে ।

তরুণীরমণে ভণে, কাণু বিলাসিনি, ধাই ধর ঘাই চন্দ্রে ॥ ১১ ॥

অথ নবোঢ়াতত্ত্বং ।

আদৌ সঙ্গপ্রসঙ্গেন নবোঢ়া কথ্যতে বুধৈঃ ।

মন্ততে বিষবৎ কান্তা পীড়্যমানা দিনে দিনে ॥২৩২॥

তত্র পদং ।

উনমত্ত মাধব মনোরথে ভোর ।

বাহু পসারি যুবতী লই কোর ॥

ধনি ভেল চমকিত ঘন বহে শ্বাস ।

নাগর হেরি পায়ল বহু ত্রাস ॥

ধনি নাহি জানত পুরুষকি সঙ্গ ।

কৈছে আলাপন কৈছন রঙ্গ ॥

কাণু নয়ন ফণী গরল উগার ।

পরশে বিরস তনু পাবক বিকার ॥

নরি মরি বচন মরণ সম জান ।

ছি ছি কি লাগি ইহ করলু পয়ান ॥

যেন কদলীদল কলোবর কাঁপি ।

নিমুখে রহল ধনি সকল তনু ঝাঁপি ॥

হেরটেতে কাতর নাগর চাঁদ ।

মৃগিণী লাগি কাহে পাতলি ফাঁদ ॥

তরুণীরনগে ভণে শুনহ কাণাই ।

পহিলকি রীত হয়ত সব ঠাঁই ॥ ১২ ॥

নবপরিণীতা কামিনীতে প্রথমতঃ সন্তোগের প্রসঙ্গ মাত্র হয়,  
এজ্ঞ ইহাকে নবোঢ়া, কহে, কিন্তু দিন দিন সন্তোগ বশতঃ পীড়্য-  
মানা হইলে পতি তাহাকে বিষবৎ মনে করেন ॥ ২৩২ ॥

বতন করিয়া হরি, অমিয়া পিয়ায়লি, গরল বলিয়া ধনি ভাবি ।  
 স্নানীতল ঠাম, অনল বলি তেজই, কৈছন বুঝই না পারি ॥  
 স্নন্দরী কমল ফণা করি জানি ।

পরশিতে লক্ষ, কম্পই ঝাম্পট, পড়তহি থান বিধান ॥  
 পুণমিক জানি, চকোরবর মাতল, প্রতাপদ সো ভৈ গেল ।  
 শ্রামর মুখ হেরি, সহচরী বোলত, মরণ সমান পুন ভেল ॥  
 অসময় সময়, দ্বিগুণ দুঃখে জারল, জাগি রহল পাঁচবাণ ।  
 তরুণীরমণে ভণে, কাহে কহব দুঃখ, বিষামৃতে একই সমান ॥১৩

বতনে রাই লই মন্দিরে গেল ।  
 নিজ নিজ সেবন সখীগণে কেল ॥  
 নিচলে রহই ধনি হোই স্নধীর ।  
 অন্তর গর গর কপট বাহির ॥  
 কাণু পরশ রস যদি নাহি জানি ।  
 দবশে হরষ মন সরস নয়ান ॥  
 ভাবি ভবনে ধনি হৃদয় নিখার ।  
 বিরস লাজ ভয় তাহা অনিবার ॥  
 তরুণীরমণ ভণ অভিনব রস ।  
 পঁহিল কি রীত বুঝতী অপঘণ ॥ ১৪ ॥

অথ দূতীভর্ৎসনপদং ॥

অবোধ কুমতি দূতী না গুনলি বাণী ।  
 কবির কোলে নলিনী দিল আনি ॥  
 হাম কমলী উহ কুলিশ কুমার ।  
 মৃগাল সহিবে কিয় গিরিবর ভার ॥  
 নগ নগ বৈঠল মদন বাজার ।  
 পহি লহি টুটল কত রবে ভার ॥

না ভেল বিকসিত কুমুদ বকুল ।  
 অনোধ মধুকর অসোগে ব্যাকুল ॥  
 নাগর নাহি জানে নাগরীবিলাস ।  
 কমল পড়িয়া গেল কোকিলপাশ ॥  
 জগন্নাথ দাসে বলে শুন বর নারি ।  
 ধনি তুয়া মহিমা গরিমা বলিহারি ॥ ১৫ ॥

অথ সখীভর্ৎসন পদং ।

সখীগণ আপন করিঞা হাম জান ।  
 অন্তর বাহির নাহি করু ভাণ ॥  
 স্ত্রীবধে যাকর ভয় নাহি হোয় ।  
 তাকব হাতে সঁপি দেহ মোয় ॥  
 পহি লহি আদর নয়ন বিভঙ্গ ।  
 করইতে কোরে আন ভেয় রঙ্গ ॥  
 ইহ সব হামে সহ্য নাহি যায় ।  
 পীরিতি পুরুথ সঞে কো করু চায় ॥  
 তরুণীরগণ ভণ অব নাহি জান ।  
 সেই পুরুথ লাগি তেজবি পরাণ ॥ ১৬ ॥

অথ মানঃ ।

অবিদম্ভো যথা মানো দুর্জয়ঃ পরিকীর্তিতঃ ।  
 বিতৃষ্ণা ক্রোধজা মুচ্ছা জাতের্ষ্যা হরিণা সহ ॥ ২৩৩ ॥

বাহাতে কোন কৌশল থাকে না অথচ চরমদশা প্রাপ্ত হয়  
 তাদৃশ মানই দুর্জয় মান, ইহাতে বিতৃষ্ণা, ক্রোধবশতঃ মুচ্ছা এবং  
 শ্রীকৃষ্ণ সহিত ঈর্ষ্যার উদয় হয় ॥ ২৩৩ ॥

অথ পদং ॥

জাগনাগ অব, যো মুঝে শুনাগব, না হেরব তাকর মুখ ।  
 কালিম বরণ, কবহুঁ না পেখব, তবহুঁ বিমোচব হুঃখ ॥  
 সখি, ঐছন মরম বিচার ।  
 তাকর স্বরূপ, বিরূপ করি রাখবি, ঐছনে না হয়ে বিকার ॥  
 শুভ্র বিষকল, নব কিশলয় দল, বান্ধুণী করি দূর দেশ ।  
 কর পদ অধর, এ সব সম তাকর, হেরাইতে তনু কর শেখ ॥  
 কোকিল ষট্‌পদ, হুঁই দূরে তেজত, বাণী বরণ সম তার ।  
 মৃগমদ উতপল, অগন্ধি স্মৃশীতল, পরশ করব নাহি আর ॥  
 আবরি দিকগণ, না চলু সমীরণ, আনবি তা তরুগন্ধ ।  
 তেজহ সখীগণ, শিরপর ভূষণ, তাহে অতি নাচই মন্দ ॥  
 না পরব চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, চাক তিলক তছু ভাল ।  
 তেজব নীলাশ্বর, না হেরব অশ্বর, দরশ হোয়ে মেঘ জালে ॥  
 মুদব শ্রুতিপথ, না শুনব হৃদিগত, স্মমধুর মুরলী স্তান ।  
 তরুণীরমণে ভণ, ঐছে করবি পুন, বাবধি রহবি পরাণ ॥ ১৭ ॥

ধনি ভেল গানিনী জানিল কাণ ।

সহচরীচরণে করল পরগাম ॥

এ দূতি রঙ্গিণি শুন মেরো বাত ।

সহই না পারিয়ে মদন বিঘাত ॥

এ সকল স্মৃথু লাগায়বি আগি ।

সুগন্ধ মাধব তৌহারি সোহাগি ॥

তব যদি স্মন্দরি না গিটই মান ।

পাছ হি চরণে করবি পরগাম ॥

মদনে পীড়িত কবি না পাইয়া দর্শম ।

মিষ্ট ভাবে কৃষ্ণভাষ করিলা বর্ণন ॥

সেই পদ নৃপতিরে আসি শুনাইল ।

শুনিয়া বাজার মনে সন্তোষ পাইল ॥

তত্র পদং ।

গোধূলী সময়ে পেখিছু বালা, যব ধনী মন্দির বাহির তেলা ।

ধোরি দরশনে আশ না পুরস বাতুল দ্বিগুণ জ্বালা ॥

সে যে অলপবয়সী বালা ।

যার গাঁথনি পুছপ মালা ।

নবজগদধরে বিকুরী রেহা দ্বন্দ্ব বাড়ায়ে গেলা ।

সে যে গোরি কলেবর ছনা ।

যার অঁচরে উজর সোণা ।

কেশরী জিনিয়া, মাজা অতি ক্ষীণ, দোলায় লোচন কোণা ।

ধনী রসের সন্ধান জানে ।

ষাকো হানল নয়ন বাণে ।

চিরজীবী রহু রাজা শিবসিংহ কবি বিদ্যাপতি ভণে ॥ ইতি ।

এবে কহি শ্রীলীলাগুকের বিবরণ ।

যে মতে করিলা চিন্তামণিতে সঙ্গম ॥

চিন্তামণি নামে বেষ্ঠা পরম রূপসী ।

শচী তিলোত্তমা রূপে মেনকা উর্বশী ॥

তাহার সহিতে লীলাগুরু মহাশয় ।

আশ্বাদিলা শ্রেম স্তম্ব কহন না যায় ॥

পিতৃবাসর দিনে ব্রাহ্মণ ভূজাঞা ।

অন্ন বাঞ্জন থালি কোটরা করিয়া ॥

বেশ্যার লাগিঞা সব করিঞা সাজন ।  
 কথঞ্চণ চিন্তা মোর করিবে ভোজন ॥  
 নদী তীরে আসি দেখে নাহি পারাপার ।  
 কিরূপে যাইব আমি কিসে হবো পার ॥  
 অন্তরে নিবিড় চেষ্টা বাহু নাহি জ্ঞানে ।  
 বেশ্যার নিকটে যাব এই মাত্র জানে ॥  
 সকল ছাড়িঞা বেশ্য তারে সার কৈল ।  
 অশ্রু পুরুষের মুখ স্বপ্নে না দেখিল ॥  
 এক মৃত শরীর আছিল জল মাখে ।  
 তারে লক্ষ্য করি পার হৈল স্বিজরাজে ॥  
 কদলীর স্বক বসি টানিঞা রাখিল ।  
 বেশ্যার মন্দিরে আসি উপনীত হইল ॥  
 হইয়াছে অনেক রাত্রি বেশ্য নিদ্রাগত ।  
 উত্তর না পাইল বিপ্র ডাকিলেক কত ॥  
 কৃষ্ণ ভুজঙ্গম এক লোকশব্দ পাইয়া ।  
 প্রাচীরের গর্ভে অঙ্গ রহিল লুকাঞা ॥  
 রজ্জু জ্ঞান করি তারে টানিয়া ধরিল ।  
 প্রাচীর উপরে চড়ি লাফিয়া পড়িল ॥  
 দ্বার খুলি অঙ্গ লইয়া প্রবেশিলা ঘরে ।  
 চেতন পাইয়া রামা উঠিলা সত্বরে ॥  
 অঙ্গের দুর্গন্ধ পাইয়া হইল চমৎকার ।  
 কিরূপে জ্বাইলা নদী কিসে হইলা পার ॥  
 বিপ্র কহে রজ্জু ধরি প্রাচীর লজ্জিলু ।  
 কদলীর স্বকাত্মরে নদী পার হইল ॥





তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃত ৪১

অমুখ্যখ্যানি দিনাস্তুরাগি

হরে হৃদালোকনমন্তরেণ ।

অনাথবন্ধো করুণৈকসিদ্ধো

হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥ ২০৯ ॥

উন্মাদ পাইয়া কৃষ্ণ পুনঃ হারাইল ।

সম্বোধন করি পুনঃ কহিতে লাগিল ॥

তথাহি তত্রৈব ৪০

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো

হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিদ্ধো ।

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম

হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশ্যোর্মি ॥ ২১০ ॥

তিন দিন উপবাসী বিগিনে বসিয়া ।

বেশ্যার যতক গুণ কৃষ্ণে মিশাইয়া ॥

বিরহে পড়িয়া যত করিল ক্রন্দন ।

সাক্ষাৎ হইলা আসি ব্রজেন্দ্রনন্দন

হে হরে, তোমার দর্শন ব্যতীত এই সকল ভিন্ন ভিন্ন দিন  
অখন্ত বলিয়া বোধ হয় । হে অনাথবন্ধো, হে করুণৈকসিদ্ধো,  
বড়ই দুঃখে বলিতেছি যে, আমি কিরূপে ঐ দিন সকল যাপন  
করিব ॥ ২০৯ ॥

হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো হে কৃষ্ণ, হে চপল,  
হে করুণৈকসিদ্ধো হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম, হায়,  
হায়, কবে আপনাকে দর্শন করিব ? ॥ ২১০ ॥

কৃষ্ণ কহে তুমি মোর জন্মে জন্মে দাস ।  
 তোমার যতেক লীলা আমার বিলাস ॥  
 তোমার বর্ণন শুনি রহিতে পারিল ।  
 অতএব আসি আমি দরশন দিল ॥  
 তোমার বর্ণন মোর কর্ণের অমৃত ।  
 অতএব নাম ইহার “কৃষ্ণকর্ণামৃত” ॥  
 গোপীদেহ পাইয়া তুমি হইবা অমৃতরী ।  
 মিত্য স্থান হইল তোমার বৃন্দাবন পূরী ॥  
 এত দিনে আগার হইলে তুমি দাসী ।  
 অহুঃক্ষে আসিয়া মিলিবে দিবানিশি ॥  
 এত বলি অন্তর্ধান ব্রজপুরনাথ ।  
 অবশেষে তাহাকে করিল আশ্বনাৎ ॥  
 গীত্বিতি ভজিয়া কৃষ্ণ পাইল তিন জন ।  
 গীত্বিতি পরম বস্তু জামিহ কারণ ॥  
 নায়কে পশিয়া চিত্ত নারিক। সকল ।  
 আনুগত্যে পাইল কৃষ্ণ ভকতবৎসল ॥  
 এই সব কবি হয় শুদ্ধ সম্ময় ।  
 এ সভার পরকীয়া দেবোত্তম হয় ॥

তথাহি ।

তারাত্ম্যরজকীসঙ্গী চণ্ডিদাসো বিজ্ঞোত্তমঃ ।

লছিমা নৃপতেঃ কন্যা সন্তো বিদ্যাপতিস্ততঃ ॥

ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস তারানাম্নী রজকীর সঙ্গী এবং বিদ্যাপতি  
 রাজকন্যা অথচ রাজপন্নী লছিমা অর্থাৎ লক্ষ্মীতে এবং লীলাশুক

বেশ্য চিন্তামণিস্তত্র সন্তো লীলাশুকস্তথা ।

এতেষাং সাত্ত্বিকঃ পুংসাং ভাবঃ প্রোঢ়ঃ সুরোত্তমঃ

॥ ২১১ ॥

আনের কা কথা চৈতন্তদেব শিরোমণি ।

যা সভার পদ গীত আশ্বাদে আপনি ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে ॥

চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি,                      রায়ের নাটক গীতি,

কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ ।

স্বরূপ রামানন্দ সনে,                      মহাপ্রভু রাজি দিনে,

গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ ইতি ।

কেবল পীরিতি রসে কৃষ্ণ বশ হয় ।

সুখরূপে রহে কৃষ্ণ ভকত হৃদয় ॥

সুখরূপে করে কৃষ্ণ সুখ আশ্বাদন ।

চৈতন্তচরিতামৃতে গোসাঞির লিখন ॥

পীরিতি সামান্য বলি না করিহ জ্ঞান ।

সামান্য বিশেষ দুই একই সমান ॥

রেবানামে নদী তীরে তাথে বেজ বন ।

রাজপুত্র রাজকন্যা তাহাই মিলন ॥

পরকীয়া ভাবে রতি করে আশ্বাদনে ।

নবীন যৌবন ব্যক্ত হয় দিনে দিনে ॥

বিবাহিতা নহে কন্যা রাজার নন্দিনী ।

পরম রূপসী সেই জগৎ মোহিনী ॥

বিষমজল চিন্তামণি বেশ্যাতে আসক্ত ছিলেন । এই সকল পুরুষের  
সাত্ত্বিক ভাব প্রোঢ় ও দেবোত্তম বলিয়া পূজিত ॥ ২১১ ॥

কোন মতে নরপতি সন্ধান বুঝিল ।  
 সেই রাজপুত্রে কত্কা সমর্পণ কৈল ॥  
 দৌহার আনন্দ কিছু না যায় বর্ণন ।  
 দরিদ্রে পাইল যেন ঘটভরা ধন ॥  
 কুসুমশয্যাতে দৌহে করিল শয়ন ।  
 না হইল পূর্বের স্মৃতি করয়ে রোদন ॥  
 কিবা ছিন্ন কিবা হৈছে কি করিল হায় ।  
 অমৃত ছাড়িয়া বিষ মাখিল হিয়ায় ॥  
 সেই রাজপুত্র তুমি সেই রাজপুত্রী ।  
 স্নগন্ধ পুষ্পের বাসে সেই মধুরাজি ॥  
 কোকিলের কলধ্বনি মন্দ সমীরণ ।  
 তবে মোর চিত্ত কেন করে উচাটন ॥  
 সুরত ভুঞ্জিতে যদি করিয়ে উপায় ।  
 নদীতীরে বেত্রবনে তাথে মন ধায় ॥  
 পরকীয়া ছাড়ি যদি স্বকীয়া আচরে ।  
 এই মত বিরোগিনী স্মৃতি যায় দূরে ॥

তথাহি প্রাচীন বাক্যং ।

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-  
 স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রোঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ।  
 সা চৈবান্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ  
 রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃসমুৎকণ্ঠতে ॥২১২

যিনি কৌমার কাল হরণ করিয়াছেন তিনিই আমার বর, সেই  
 বসন্তরঞ্জনী, সেই প্রস্ফুটিত মালতী গন্ধ সম্পন্ন কদম্বের উদ্গাম

এই শ্লোক মহাপ্রভু কৌণ্ডিনের স্থানে ।  
 কি লাগিয়া পড়ে কেহ কিছুই না জানে ॥  
 সামান্য বিশেষে হয় ভাব উদ্দীপন ।  
 অতএব মহাপ্রভু করয়ে পঠন ॥  
 সামান্য বলিয়া যদি হইত ঘৃণা ভয় ।  
 তবে কেন আশ্বাদিবে শচীর তনয় ॥  
 বুঝিয়া করিবে কার্য সাধকের গণে ।  
 না রহে সিংহের দুগ্ধ মৃত্তিকাজনে ॥  
 স্বর্ণপাত্র বিনে সিংহদুগ্ধ নাহি রয় ।  
 এমতি পীরিতি রীতি জানিলে সে হয় ॥  
 পীরিতি আঁখর তিন যাহারে পশিল ।  
 লাজ ভয় কুল শীল সকল তেজিল ॥

তত্র পদং ।

পীরিতি বলিয়া তিনটি আঁখর বিদিত ভুবন মাঝে ।  
 যাহারে পশিল, সেই সে মজিল, কি তার কলঙ্ক লাজে ॥ ইত্যাদি ।  
 তিলে না দেখিলে তার যুগ বহি যায় ।  
 দেখিলে অমূল্য ধন করতলে পায় ॥  
 তবে সে জানিয়ে তার পীরিতির রীতি ।  
 মরিলে মরয়ে সঙ্গে যেন পতি সতী ॥  
 শ্রীমহাভারতে আছে ব্যাসের লিখন ।  
 গরুড়ে গলিয়াছিল সপ্রিয় ব্রাহ্মণ ॥

---

সমীরণ এবং আমিও সেই, তথাপি সুরত ব্যাপারের লীলাবিধি-  
 যুক্ত রোবানদী তীরে বেতসী তরুতলের জন্তই চিন্তা সর্বদা উৎকণ্ঠিত  
 হইতেছে ॥ ২১২ ॥

তার তেজে গরুড়ের শরীর দহিল ।  
 সহিতে নারিল গরুড় কহিতে লাগিল ॥  
 কে আছে অন্তরে মোর হওত বাহির ।  
 কাহার অগ্নিতে মোর দহিছে শরীর ॥  
 বিপ্র কহে গুন ওহে বিনতানন্দন ।  
 মোরে গণিয়াছ তুমি আমি ত ব্রাহ্মণ ॥  
 মোর ব্রহ্মতেজে তোমার দহিছে অন্তর ।  
 গুনিয়া গরুড় হইল অত্যন্ত কাতর ॥  
 ভয় পাইয়া ঋগরাজ কৈল প্রণিপাত ।  
 মুখ মেলি আমি, তুমি হওত নির্গত ॥  
 বিপ্র কহে সঙ্গে মোর আছে প্রিয়তমা ।  
 কৈবর্তিনী ভার্য্যা মোর রূপে গুণে রমা ॥  
 তাহাকে ছাড়িঞা আমি কেমনে যাইব ।  
 তিল আধ না দেখিলে পরাণে মরিব ॥  
 গরুড় বলে বিপ্র তুমি অবধান কর ।  
 কৈবর্তিনী সঙ্গে রহি তুমি কেন মর ॥  
 গরুড়ের কথা শুনি কহিছে দ্বিজরাজ ।  
 তাহা বিনে আমার জীবনে নাহি কাজ ॥  
 তাহার সঙ্গে মরি যদি সফল জীবন ।  
 মনের সন্তোষ হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥  
 জালায় পীড়িত গরুড় সহিতে নারিল ।  
 কৈবর্তিনী সঙ্গে বিপ্রে উগারি ফেলিল ॥  
 প্রেয়সী লইঞা বিপ্র করিলা গমন ।  
 প্রেয়সী বিপ্রের গুরু নির্ধনের ধন ॥

পীরিতি লাগিয়া বিপ্র মরণ বাঞ্ছিল ।  
 কহিতে অনেক আছে দিগ্ দেখাইল ॥  
 পীরিতি লাগিঞা মৈল কবি বিদ্যাপতি ।  
 তার সঙ্গে পুড়ি মৈল লছিমা যুবতী ॥  
 পীরিতি আঁখর তিন অমিয়া সিঞ্চন ।  
 ভক্তরূপ ধরি কৃষ্ণ করে আশ্বাদন ॥  
 ভকত বৎসল কৃষ্ণ অতি দয়াময় ।  
 যে লাগি মানুষ দেহ করিলা আশ্রয় ॥  
 ভজয়ে যেমতি ক্রিয়া মানুষ যেমত ।  
 বাহা শুনি সব লোক হয় অল্পগত ॥  
 মানুষ স্বভাব ধর্ম পীরিতি কেবল ।  
 বাহা বিনে জগতের নাহি কিছু বল ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০। ৩৩। ৩৬।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাপ্রিতঃ ।

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া বাঃ শ্রদ্ধা তৎপরো ভবেৎ ॥

২১৩ ॥

অপ্রাকৃত কুন্সুমেষু ব্রজেন্দ্রকুমার ।  
 প্রাকৃত মদন অঙ্গ হয় ত তাহার ॥  
 স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদি হস্ত ।  
 প্রাকৃত মদন স্মৃথ তাহা আশ্বাদয় ॥  
 অপ্রাকৃত মনসিজ পরকীয়া ভাবে ।  
 নিজ স্মৃথ আশ্বাদয়ে ব্রজের স্বভাবে ॥

অপ্রাকৃত হৈঞা করে প্রাকৃত আশ্রয় ।  
 এ বড়ি বিষম কথা বুঝিতে সংশয় ॥  
 মানুষ স্বভাব ধর্ম করিতে রক্ষণ ।  
 প্রাকৃত আশ্রয় হইঞা করে আশ্বাদন ॥  
 পুষ্প রস বিনে ভৃঙ্গ অস্ত্র নাহি খায় ।  
 রসবতী বিনে রসিক অস্ত্র না যায় ॥  
 তরুকে বেষ্টিয়া লতা নাহি জানে আন ।  
 তার সঙ্গে রহি করে তার রস পান ॥  
 বৃক্ষ মরি গেলে ঘেন লতা মরি যায় ।  
 পীরিতি স্বভাব ধর্ম এই অভিপ্রায় ॥  
 এই মত দৌহাকার যদি হয় প্রীতি ।  
 তবে সে জানিয়ে তার পীরিতির রীতি ॥  
 দৌহার অধর সূধা দৌহে করে পান ।  
 পীরিতি প্রথম তাহে হয় উপাদান ॥  
 নয়নে নয়নে করে বাণ বরিষণ ।  
 রিকার মধ্যমাঙ্গর তাহাতে জনম ॥  
 হিয়া হিয়া পরশিতে তৃপ্ত হৈল মতি ।  
 তৃপ্ত অন্তরে রতি হনৈত উৎপত্তি ॥  
 অতুল তুলনা এই তিনটি আঁখর ।  
 কাঁঠ পাষাণ দ্রবে মুনি মনোহর ॥

তত্র পদং ॥

'দৌহার অধর সূধা রস পানে তাহে উপজিল পী ।  
 নয়নে নয়নে বাণ বরিষণে তাহে উপজিল রি ॥  
 হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে তাহে উপজিল তি ।  
 এ তিন আঁখর মুনি মনোহর তাহার তুলনা কি ॥



চৈতন্ত্যচরিত্র কিছু না যায় বর্ণন ।  
 কোন রূপে কৃষ্ণ করে স্মৃথ আশ্বাদন ॥  
 নিরপেক্ষ আছিল পণ্ডিত দামোদর ।  
 বাক্যদণ্ড করিলেন প্রভুর উপর ॥  
 শুনিঞা সন্তুষ্ট হৈলা ক্রীশচীনন্দন ।  
 প্রশংসা করিল সঙ্গে বহু ভক্তগণ ॥  
 যদ্যপি করিল হিত প্রভুর লাগিয়া ।  
 তবে কেনে প্রভু পাঠাইলেন নদীয়া ॥  
 শচী বিষ্ণুপ্রিয়ায় ধর্ম করিতে পালন ।  
 এ কোন মনের কথা কোন প্রয়োজন ॥  
 কবিরাজ গোসাঞির সম্মেহ জন্মিল ।  
 চৈতন্তের মনোবৃত্তি বুঝিতে নারিল ॥  
 চৈতন্তলীলা গম্ভীর কোটি সমুদ্র হৈতে ।  
 কি লাগি কি করে তাহা না পারি বুঝিতে  
 অতএব গূঢ়ার্থ কিছুই নাহি জানি ।  
 বাহ্য অর্থ করিবারে পাড়ি টানাটানি ॥  
 এই দুই বচনের অর্থ বিচারিতে ।  
 কেবল ভজন মূল রহিল পীরিতে ॥  
 ব্রজবাসির মধুরিমা পীরিতির ঘর ।  
 তা শুনিঞা ক্ষুব্ধ হয় বাহার অন্তর ॥  
 শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগা ধর্ম ।  
 লোভেতে উৎপন্ন ভাব এই তার মর্ম ॥  
 পীরিতি পরম রস উপাসনা যার ।  
 সেই সে পাইবে ব্রজে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

মায়া'র স্বভাবে প্রীতি নাহে আচরিতে ।

বৈধীজাড্য শাস্ত্রগণ দেখিতে গুণিতে ॥

পুত্র প্রতি পিতা যৈছে করয়ে বারণ ।

জুজু দেখাইয়া হরে বালকের মন ॥

কন্তুরী মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ।

সজ্জপে কহিল এই পীরিতি আখ্যান ॥

॥ \* ॥ ইতি ত্রীসিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে সাধকানাং সম্বন্ধে ভক্তোপ-  
লক্ষেণ প্রীতিমাহাত্ম্যাকথনং নাম সপ্তমপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ \* ॥

## অথ অষ্টমপ্রকরণং ।

১। অথ রসনির্ণয়ঃ ।

শৃঙ্গারঃ সর্বমুৎকৃষ্টো রসালো রসিকঃ স্বয়ং ।

বিপ্রলস্তোহথ সন্তোগ ইত্যেব দ্বিবিধো মতঃ ॥২১৪

বিষবদ্ বিপ্রলস্তশ্চ যথা ব্যালস্ত্য দংশনং ।

সন্তোগো নির্বিষঃ সাক্ষাদযথৈবৌষধভক্ষণং ॥২১৫॥

শৃঙ্গার রস স্বয়ং রসজ্ঞ কৃষ্ণের স্বরূপ এবং সর্বোৎকৃষ্ট ।  
বিপ্রলস্ত ও সন্তোগ ভেদে তাহা দুই প্রকার ॥ ২১৪ ॥

সর্প দংশনের মত বিষ জনিত কষ্টপ্রদ প্রলিয়া বিপ্রলস্ত রসকে  
বলা যায় । ঔষধ ভক্ষণে দেহ হইতে বিষ নির্গত হইলে যেমন  
আনন্দ হয়, সন্তোগ রসটী তদ্রূপ আনন্দ প্রদ ॥ ২১৫ ॥

প্রেম্যপ্রেমী বিপ্রলস্ত্চতুর্ধা পরিকীর্তিতঃ ।  
সন্তোগোহপি চতুর্ধা স্মাৎ সর্বত্র স্বাধীনো মতঃ ॥  
২১৬ ॥

পূর্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্র্যমিত্যপি ।  
প্রবাসশ্চেতি কথিতে। বিপ্রলস্ত্চতুর্বিধঃ ॥২১৭॥  
তত্র ।

শ্রবণাদর্শনাদ্রাগঃ পূর্বরাগো নিগদ্যতে ।  
সহেতুর্বা নির্হেতুর্বা হর্ষে মানঃ প্রজায়তে ॥ ২১৮ ॥  
প্রিয়স্য সন্মিকর্ষেহপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ ।  
যা বিশ্লেষধিয়াক্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্র্যমুচ্যতে ॥ ২১৯ ॥  
পরদেশগতে পত্যৌ প্রবাসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২২০ ॥

প্রেমযুক্ত ও প্রেমহীন বিপ্রলস্তের চারি প্রকার ভেদ আছে  
এবং সন্তোগ রসের ও চারি প্রকার ভেদ করিতে হয় । এই সন্তোগ -  
সর্বত্র স্বাধীন ॥ ২১৬ ॥

পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য ও প্রবাস, বিপ্রলস্তের এই  
চারি প্রকার ভেদ ॥ ২১৭ ॥

শ্রবণ দর্শনাদিতে যে অনুরাগ তাহাই পূর্বরাগ । হর্ষ যখন পূর্ণ  
হয় তখনই মানের উদয় হয়, এই মান সহেতু ও নির্হেতু ভেদে  
দুই প্রকার ॥ ২১৮ ॥

প্রেমোৎকর্ষের স্বভাব বশতঃ প্রিয়ের নিকটে থাকিয়াই বিয়োগ-  
বুদ্ধিতে যে মনঃপীড়া, তাহাকে প্রেমবৈচিত্র্য কহে ॥ ২১৯ ॥

কান্ত বিদেশ গত হইলে প্রবাস নামক বিপ্রলস্ত হয় ॥ ২২০ ॥

বিরহাস্তে যদা সঙ্গঃ সংক্ষিপ্তঃ স চ ভাসতে ।

কোপাস্তাস্তে চ সঙ্কীর্ণঃ সাধুনামিতি সম্বতং ॥২২১॥

যত্নমুজ্জলনীলমণৌ ।

যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধবসত্ৰীড়িতাদিভিঃ ।

উপচারান্নিবেবেত স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ ॥ ২২২ ॥

যত্র সঙ্কীর্ণ্যমাণাঃ স্ত্যাব্যলীকস্মরণাদিভিঃ ।

উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিন্তেপ্তক্ষুপেশলঃ ॥ ২২৩ ॥

দুর্লভালোকয়োযূনোঃ পারতস্ত্যাদ্বিযুক্তয়োঃ ।

উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্ ॥২২৪

বিরহের পর যে সঙ্গ তাহাই সংক্ষিপ্ত সন্তোগ, কোপের পর সঙ্গকে সঙ্কীর্ণ সন্তোগ কহে, ইহা সাধুগণের সম্বত ॥ ২২১ ॥

উজ্জলনীলমণিতেও উক্ত আছে—যে স্থলে যুবক যুবতী ভয় লজ্জাদি সহকারে সংক্ষিপ্ত উপচার সকল উপভোগ করে তাহা সংক্ষিপ্ত সন্তোগ । এবং যথায় অপ্রিয় বিষয় স্মরণাদি পূর্বক উপকার সকল সঙ্কীর্ণ (মিশ্র) হয় তাহার নাম সঙ্কীর্ণ সন্তোগ । এই সন্তোগ তপ্ত ইক্ষুদণ্ড চর্কণের স্থায় । ইহাই চরিতামৃতকার বলিয়াছেন “এই প্রেমের আশ্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্কণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন ॥ ২২২ ॥ ২২৩ ॥

পূর্বের পরাধীনতা বশতঃ বিরহদশায় ছিলেন বলিয়া যুবক যুবতী উভয়ে উভয়ের দর্শনকে যথায় দুর্লভ মনে করেন এবং যথায় উপভোগটা অতিরিক্ত হইয়া পড়ে, তাহাকে সমৃদ্ধিমান্ সন্তোগ কহে ॥ ২২৪ ॥

অথ নায়কভেদাঃ ॥

দক্ষিণশ্চানুকূলশ্চ ধীরোদাত্তবদান্যকৌ ।  
 ধীরশাস্ত্র-ধূর্ত-ধীরললিতাশ্চ শঠস্তথা ।  
 ধীরোদ্ধত প্রভৃতীনাং নায়কানাং নিরূপণং ।  
 যন্ত য়া প্রকৃতিঃ পুংস উচ্যতে ক্রমশঃ শৃণু ॥২২৫॥  
 সর্বত্র সমদর্শী চ দক্ষিণঃ শুভলক্ষণঃ ।  
 আশ্বাসাত্তোষয়েৎ কাস্ত্রাং যঃ সোহনুকূল উচ্যতে ।  
 গস্তীরগুণশালী চ ধীরোদাত্তো বদান্যকঃ ।  
 ধীরশাস্ত্রঃ সদা ধীরঃ শাস্ত্রদর্শী স্থপণ্ডিতঃ ।  
 অন্তসন্তোগচিহ্নাঙ্গো মিথ্যাধূর্তঃ প্রতারকঃ ।  
 কৈতবানৃতযুক্তো যঃ শঠঃ সাক্ষাৎ প্রিয়করঃ

অথ নায়ক ভেদ যথা—

দক্ষিণ, অনুকূল, ধীরোদাত্ত, বদান্য, ধীরশাস্ত্র, ধূর্ত, ধীরললিত  
 শঠ, এবং ধীরোদ্ধত, ইত্যাদি নায়কগণের নিরূপণ অর্থাৎ যে  
 পুরুষের যেরূপ প্রকৃতি তাহা ক্রমশঃ বলা যাইতেছে, শ্রবণ কর ॥২২৫

সর্বত্র সমদর্শী ও শুভ লক্ষণ যুক্ত নায়ককে দক্ষিণ কহে । যিনি  
 আশ্বাসবাক্যে কাস্ত্রাকে তুষ্ট করেন তাহার নাম অনুকূল । গস্তীর-  
 গুণশালী ও ভূরিদানশীলকে ধীরোদাত্ত কহে । সদা ধীর, শাস্ত্রদর্শী  
 ও স্থপণ্ডিতকে ধীরশাস্ত্র কহে । অস্ত্র নায়িকার সন্তোগ চিহ্ন অঙ্গ  
 ধারণ করিয়াও যে মিথ্যা ও প্রতারণাবাক্যে পত্নীকে ভুলাইতে  
 চেষ্টা করে তাহার নাম ধূর্ত । ছল ও মিথ্যাবাক্য কখনশীল,  
 সাক্ষাতে প্রিয়কারী ও অসাক্ষাতে অনিষ্টকারীকে শঠ কহে ।

স ধীরললিতো যন্তু বিদকো যুবতীবশঃ ।

ধীরৌদ্ধতচঞ্চলঃ স্যাদযন্তু যুদ্ধে স্থপণ্ডিতঃ ॥২২৬॥

অথ নায়িকাভেদাঃ ॥

স্বাধীনভর্তৃকা তদ্বৎ খণ্ডিতাখাভিসারিকা ।

কলহাস্তুরিতা বিপ্রলঙ্কা প্রোষিতভর্তৃকা ।

অন্য বাসকসজ্জা স্তাদ্বিরহোৎকণ্ঠিতা তথা ॥২২৭॥

লক্ষণানি যথা ।

স্বাধীনভর্তৃকা ভর্তা যদধীনো রমানুগঃ ॥

প্রভাতেহননখাঘাতাদ্যঙ্গে দৃষ্ট্বা পতিস্ত য়া ।

তাড়য়েৎ, খণ্ডিতা জেয়া ধীরৈরীর্ধ্যাকষায়িতা ॥

অভিসারিকা চোন্নতা গৃহগৌরববর্জিতা ।

কলাকুশল ও যুবতীবশ নায়ককে ধীরললিত কহে । যুদ্ধকুশল ও চঞ্চলচিত্তকে ধীরৌদ্ধত কহে ॥ ২২৬ ॥

অথ নায়িকা ভেদ যথা—

স্বাধীনভর্তৃকা, খণ্ডিতা, অভিসারিকা, কলহাস্তুরিতা, বিপ্রলঙ্কা, প্রোষিতভর্তৃকা, বাসকসজ্জা এবং উৎকণ্ঠিতা, এই আটপ্রকার নায়িকা ॥ ২২৭ ॥

বাহার পতি অমুরাগ বশতঃ অধীন হইয়া থাকে তাহাকে স্বাধীনভর্তৃকা কহে । অত্র জীৱ সুরত সন্তোষ জনিত নখাঘাতাদি অঙ্গে ধারণ করিয়া প্রভাতে পতি উপস্থিত হইলে স্ত্রীর্ধ্যাকষায়িত হইয়া তাহাকে যে স্ত্রী তাড়না করে, পণ্ডিতগণ তাদৃশ স্ত্রীকে খণ্ডিতা কহেন । কুল গৌরবাদি ত্যাগ করিয়া যে স্ত্রী

সঙ্কেতস্থানগায়াতি প্রিয়সঙ্গমহেতুনা ॥  
 পদাগ্রে পতিতং কান্তং নানাচাটুবিধায়কং ।  
 উপেক্ষ্য তাপমাপ্নোতি কলহাস্তুরিতা মতা ॥  
 প্রিয়ঃ কৃৎসাপি সঙ্কেতং যন্তা নারাতি সন্নিধিং ।  
 বিপ্রলদ্ধাতু সা জ্ঞেয়া নিতান্তমবমানিতা ॥  
 প্রোষিতভর্তৃকা ভর্তা বিহার দূরতো গতঃ ।  
 দুর্ব্বলা মলিনাঙ্গা চ রোদিত্যেব দিবানিশং ॥  
 কুরুতে মণ্ডনং যন্তাঃ সজ্জিতে বাসবেশ্মনি ।  
 সা তু বাসকসজ্জা স্মাদ্বিদিতপ্রিয়সঙ্গমা ॥  
 উৎকণ্ঠিতা মহোৎকণ্ঠা স্মারং স্মারঞ্চ দারুণং ।  
 কান্তঞ্চ বিরসং মত্বা ন শোতে শয়নে ক্ৰচিৎ ॥২২৮॥

উন্নত ভাবে প্রিয় জনের সঙ্গম জগ্ন সঙ্কেত স্থানে আগমন করে,  
 তাহাকে অভিগারিকা কহে। কান্ত চরণসমীপে পতিত হইয়া  
 নানাবিধ অনুনয় বিনয় করিলেও তাহাকে যে জ্ঞী উপেক্ষা করে  
 এবং শেষে মনস্তাপ প্রাপ্ত হয় তাহার নাম কলহাস্তুরিতা। যাহার  
 প্রিয়জন সঙ্কেত করিয়াও নিকটে আসেন না, সেই নিতান্ত  
 অবমানিতা জ্ঞীকে বিপ্রলদ্ধা কহে। যাহার পতি ত্যাগ করিয়া  
 দূরদেশে গমন করিয়াছেন, যে পত্নী সেট হৃৎথে দিবা রাত্রি রোদন  
 করিতে থাকে, তাহাকে প্রোষিতভর্তৃকা কহে। যাহার সখী  
 বাস ভগ্নন সজ্জিত করিয়া বেশভূষা করেন এবং নিজে কান্তেব  
 আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে, সেই বিদিতপ্রিয়সঙ্গমা জ্ঞীকে

মিলনে ললিতশৈব শঠো ধ্বষ্টশ্চ কথ্যতে ।  
 ধীরোদাত্তধীরশান্তাবমিলায়ামিতি স্মৃতো ॥  
 ধীরোদ্ধতো দক্ষিণশ্চ স্নানুকূল ইতি ত্রয়ং ।  
 অমিলয়াং মীলনে চ বদন্তি রসিকা জনাঃ ॥  
 স্নান্দীরললিতঃ কুত্র কুত্র দক্ষিণ এব চ ।  
 অনুকূলাদিভিঃ কুত্র একস্য যষ্টিলক্ষণং ॥  
 সম্ভোগো মিলনে প্রোক্তো বিপ্রলম্বস্বমীলনে ।  
 প্রেমাস্চর্য্যে বিপ্রলম্ব একত্র সঙ্গমীলনে ॥  
 কলহান্তরিতা পূর্ব্বং পুনঃ সায়াহুদর্শনে ॥

বাসকসজ্জা কহে । প্রবল উৎকণ্ঠা বশতঃ অনিষ্ট বিষয় বার  
 বার স্মরণ করে এবং কাস্তকে বিরস ভাবাপন্ন মনে করিয়া শব্যাস  
 শয়ন করে না, তাহাকে উৎকণ্ঠিতা কহে ॥ ২২৮ ॥

মিলারসে ললিত, শঠ, ধ্বষ্ট, এই তিন নায়ক এবং অমিলা রসে  
 ধীরোদাত্ত ধীরশান্ত এই দুই নায়ক রসজ্ঞগণের অভিপ্রেত । কিন্তু  
 ধীরোদ্ধত, দক্ষিণ এবং অনুকূল এই তিন নায়ককে অমিলা  
 মিলি দুই রসেই উল্লেখ করেন । কোন কোন স্থলে দক্ষিণ ও  
 ধীরললিত হয়, আবার ধীরললিতও দক্ষিণ হয়, এইরূপে অনু-  
 কূলাদি দ্বারা এক নায়কের যষ্টি প্রকার লক্ষণ হইতে পারে । মিলনে  
 সম্ভোগ, অমীলনে বিপ্রলম্ব, কোথাও বা এক স্থানে সঙ্গ হইয়া  
 মিলনাবস্থাতেও বিপ্রলম্ব হইতে পারে, ইহা একটা প্রেমের  
 আশ্চর্য্যাবস্থা । পূর্ব্বে মিলন হইয়াছে এবং সায়াহুকালে পুনশ্চ  
 দর্শন হইবে এরূপ ক্ষেত্রেও কলহান্তরিতা হইতে পারে । মিলন



আশ্বাসান্মিলনে কুত্র তল্লাদিপরিকল্পনং ।  
 বিলম্বে মিলিতঃ কান্তঃ ক্রমশ্চ চান্য়লক্ষণং ॥  
 প্রাপ্তিসৌখ্যর্দ্ধি-সংহ্লাদ-ভাবচেষ্ঠাভিসারিকা ॥  
 ভবেদ্বাসকসজ্জা চৈকাত্যন্তিকদৃঢ়ত্বতঃ ॥  
 উৎকণ্ঠিতা হ্রোদাসীন্ম্যচ্চপলা কিল কথ্যতে ॥  
 নৈরাশ্রবিকলা যাতু বিপ্রলন্ধেতি কথ্যতে ॥  
 বিষবৎ খণ্ডিতা কান্তা শান্তচেষ্ঠা প্রলভ্যতে ।  
 উৎকণ্ঠিতাবিধিবশাৎ কলহান্তরিতা মতা ॥  
 স্বাধীনভাবমগ্না যা সা স্মাৎ স্বাধীনভর্তৃকা ॥  
 প্রোষিতভর্তৃকা কান্তা পর্যো যাতে প্রবাসকং ॥২২৯

বিষয়ে আশ্বাস পাইয়াও বাসকসজ্জা নাগ্নিকা শব্দাদি রচনা করেন,  
 এই দশায় কান্ত বিলম্বে মিলিত হইলেন, ইহা বাসকসজ্জার পূর্ব  
 ক্রমের ভিন্ন লক্ষণ । প্রাপ্তি স্থখের পরাকাষ্ঠা জ্ঞাত যে আল্লাদ  
 হয়, সেই ভাবচেষ্ঠাতেই অভিসারিকা অভিসার করে ।  
 কান্তের আগমন বিষয়ে স্থিরতরা হইয়া বাসকসজ্জা হয় । কান্ত  
 মিলনে উদাসীন হইলে নাগ্নিকাব বঞ্চনা হয়, ইহাই উৎকণ্ঠিতা ।  
 নৈরাশ্র বশতঃ যে ফলের আশা করে না, সেই বিপ্রলন্ধা । খণ্ডিতা  
 কান্তা বিষবৎ এবং শান্তচেষ্ঠায়ুক্তা নাগ্নিক কর্তৃক প্রতারণিতা  
 হয় । উৎকণ্ঠিতার বিষয় বিশতই কলহান্তরিতা হইয়া থাকে ।  
 যে স্বাধীন ভাবে অবস্থিতি করে তাহাকেও স্বাধীনভর্তৃকা কহে ।  
 পরিত প্রবাস গত হইলে নাগ্নিকাকে প্রোষিতভর্তৃকা কহে ॥ ২২৯ ॥

১ অথ পদং ।

অধর হেরি হরল ধনি সম্বিত কম্পিত থল থল অঙ্গ ।  
 বাহ পসারি ধাই ধরু কাকরু, কো জানে মদনতরঙ্গ ॥  
 সুন্দরি হাসি বচন কহু থোর ।  
 নীল অঞ্চল লই, সঘনে আলিঙ্গই, নয়নে নিবরে ঝরু লোর ॥  
 কি শুনিহু কি পেখিহু কো জানে ঐছনে পুন কহে বাত ।  
 দরশনে পরশ সব সমুঝ মানস, কোই কহবি হাতে হাত ॥  
 অধোমুখ হোই রহই দিন যানিনী, ভাবিনী ভাব গভীর ।  
 তরুণীরমণে ভণে, মরমহি জাগত, অদভুত শ্রাম শরীর ॥ ১ ॥  
 তত্ৰৈব ।

নিশি দিন ভাবি ভবনে ধনি রহই ।  
 দারুণ মদন দহনে তনু দহই ॥  
 সুন্দরী আকুল পরাণ ।  
 মরমকি ছুঃখ, কোই নাহি জানত, ক্ষেণে তনু কম্পই ঝম্পই কাম ॥  
 মনে মনে সঘনে জপই প্রিয় নাম ।  
 কানু কলগতরু, বো তনু উজর, সঙরিতে মনহি নয়নে বহে নীর ॥  
 সখীগণ পরশে স্ববশ যদি হই ।

রেণু পর পতই স্ততই ক্ষিতি নাক ।  
 উঠইতে লুঠই ঘটহ বহু লাজ ॥  
 সখীগণ পেখি নিমিত্ত নাহি ছোড় ।

তরুণীরমণ ভণে ক্ষণ তনু মোড় ॥ ২ ॥

ত্ৰীরাধায়াঃ পূৰ্ণরাগঃ ।

চল চল সজল জগদ তনু শোহন মোহন আভরণ সাজ ।  
 অরুণ নয়ন গতি, বিজুগী চমকে তথি, দগধল কুলবতী লাজ ॥

সখি হে যব ধরি পেখিছু কাণ ।

তব ধরি, জগ ভরি, ভরল কুসুমশর, নয়নে না হেরিয়ে আন ॥

মঝু মুখ দরশি, বিহসি তনু মোড়সি, দিগলিত মোহন বংশ ।

কিয়ে জানি কোন, মনোরথে আকুল, কিশলয়দলে করু দংশ ॥

অতএব সোমুখে, মন জলত অনুক্ষণ, বৈঠাই দোলত চপল পরাণ ।

গোবিন্দদাস গছ মিছই আশোয়াস অবছ না মিলব কাণ ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পূর্বরাগঃ ।

রতন মন্দির মাঝে সুন্দরী সখীসঙ্গে রস পরথাই ।

হসইতে খসই কতহি মণি মোতিম দশন কিরণ অবছাই ॥

সখি হে, কহইতে নাহি রহ লাজ ।

সো বর নাগরী, হামারি মন বারণ, বাঁধল কুচগিরি মাঝ ॥

মঝু মুখ হেরি ভরম ভয়ে সুন্দরী কাঁপই কাঁপল দেহা ।

কুটিল কটাক্ষবিষে তনু জর জর জীবনে না বাঁধই থেহা ॥

করে কর যুড়ি মোড়ি তনু সুন্দরী মো হেরি সখী করু কোর !

গোবিন্দদাস ভণ শ্রীন্দনন্দন দোলত মদন হিল্লোর ॥ ৪ ॥

অন্তর চ ।

রাইকো পেখি উপেখি জগ ভাবিনী ভাবি রহই ছুদি মাঝ ॥

এ অতি অপকপ, কো নিরমায়ল কো বিধি বিদগধ রাজ ।

মাধব মদনবেদনে তনু ভোর ।

ক্ষেণে ক্ষেণে উঠই, চমকি মহী লুঠই, সুবল সখা করু কোর ॥

মরগ সখা সঙ্গে, সকল নিবেদয়ে, কি ভেল পাণ পরাণ ।

গোরিমুগ নিরখি, তরখি জিউ যায়ত, কতহি করব সাবধান ॥

তরুণিগ অধর, সুধা কত বরিখত, বচন অমিঞা তছু মাঝ ।

হেন মনে হোই, চরণে ধরি রোদই, পরিহরি পৌরুষ লাজ ॥

৫। নাহি পাওল, বিধি না ঘটায়ল, পুন যদি অত্ৰ কোন হোয় ।

তরুণীরমণ ভণ, এই নিবেদন, আনি মিলায়বি মোয় ॥ ৫ ॥

তত্ৰৈব ॥

শুনহে সুবল সখা, আর কি পাইব দেখা,

পাশরিতে নারি সুধামুখী ।

একথা কহিব কায়, কেবা পরতিত যায়,

মোর প্রাণ আমি তার সাথী ॥

সখা, ভাবিতে ভাবিতে তহু শেষ ।

যদি কার্য্য নহে সিদ্ধি, না জানি কি করে বিধি,

অনলে করিব পরবেশ ।

শুনিয়া সুবল কর, আর না করিহ ভয়,

অবিলম্বে আনি দিব তোরে ।

পূবাব মনের আশ, তবে সে জানিবে দান,

বিলাস করিবে রসভরে ॥

কর যোড় করি শ্রাম, সখায় করে পরণাম,

ইহ লোকে তুমি মোর বন্ধু ।

তরুণীরমণে বলে, রাখ রাখা পদতলে,

এবার তরাহ ভবসিদ্ধি ॥ ৬ ॥

অথ সজ্জিগুণিলনং ।

বিরহাস্তেতু যৎসঙ্গঃ সজ্জিগুঃ স চ ভাসতে ।

সঙ্কেততু ভয়কৃতশ্চাস্মিন্ সজ্জিগুণীলনে ।

বিরহের পর যে মিলন তাহাকে সজ্জিগু সন্তোগ কহে, এই সন্তোগের সঙ্কেত নায়ক নায়িকা উভয়েই করিয়া থাকেন । নির্ধন

নির্ধনো ধনসংপ্রাপ্তৌ স্পার্ষালিঙ্গনচুম্বনং ॥ ২৩৬ ॥

অথ নায়কাভিসারঃ ।

আদৌ শ্রদ্ধা নায়কস্ত নায়িকাসঙ্গহেতুনা ।

সঙ্কেতস্থানমাগম্য দূতিকাং প্রেরয়ত্যসৌ ॥ ২৩৭ ॥

অথ কৃষ্ণাভিসার পদং ।

সুরচন বেশ, বয়স নবকৈশোর, আভরণে ঝলমল অঙ্গ ।

চন্দ্রকোটি জিতি, বদন সুউজ্জ্বল, সুরেশ্বরী নয়ন তরঙ্গ ॥

মাধব কুঞ্জে করল অভিসার ।

জয় বলি জগত, পূবল জগমোহন, মুগ্ধলী তান ফুকার ।

সহচরী সঙ্গে, রঙ্গে সুবলাদয়ঃ, কুঞ্জে করল পরবেশ ।

কৈছন মিলব মোবর নাগরী, ঐছে মাগত উপদেশ ॥

উগজব সুখ দুঃখ, সব বিমোচব, কোন কামিনী অবলম্ব ।

প্রথম সর্গাগম ভয় রহু ভাবট, তরুণীরমণ মন কম্প ॥ ৭ ॥

অথ কৃষ্ণস্ত দূতীগমনং ।

তত্র পদং ॥

শুন গো রাজার ঝি ।

তোমাং বলিতে আসিয়াছি ॥

কাণ্ড হেন ধনে, পরাণে বধিলে, একাজ করিলে কি ॥

লোকের ধনলাভের মত এই সম্বোধনে স্পর্শন, আলিঙ্গন ও চুম্বনাদি অতি আত্মসাৎ সঙ্গীতাদিত হয় ॥ ২৩০ ॥

নায়কাভিসার বিষয়ে প্রথমতঃ বক্তব্য,—নায়ক, নায়িকার সঙ্গ নিমিত্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্বক সঙ্কেত স্থানে আসিয়া নায়িকার নিকট দূতী প্রেরণ করেন ॥ ২৩১ ॥

!

বেলি অবগানে বেলে,

তুমি কবে গিয়াছিল জলে ॥

তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া, ধরিলে সখীর গলে ॥

দেখিয়া ও মুখ চান্দে, হিয়া স্থির নাহি বান্ধে, তুরিত গমনে  
চিনিতে নারিল, উহাই বলিয়া কান্দে ॥

গোপত বরত সেবি, তোরে বর দিল দেবা দেবী ।

থোরি দরশনে আশ না পুরল, ভণে বিদ্যাপতি কবি ॥ ৮ ॥

অন্তত্ৰ ॥

শুন ধনি, রঙ্গীর শিরোমণি রাধে ।

হেবহিতে কাণু করল তোহেঁ সাধে ॥

কালিন্দীক সলিলে যব তঁহুঁ বাত ।

কাঁথ হি কুস্ত সখীগণ সাঁত ॥

নব যমুনাকো তীরে তঁহুঁ গেল ।

মাধব ভবহিঁ তরুতলে খেল ॥

বই ক্ষণে হেরল তোমা মুখচান্দে ।

যানিনী দিন অঝরে ঝক কান্দে ॥

, উচল কুচযুগে হার উজোর ।

স্রুগুরিতে কম্পিত নন্দকিশোর ॥

রাগকলদী উরু পদ নথদ্বন্দ্ব ।

সঘনে ফুকারই ব্রজকুল বন্ধু ॥

অতিসরু স্নন্দরি না করু বিলাষ ।

যদি জিয়ে মাধব তুয়া অবলম্ব ॥

তরুণীরমণে ভণে বিহিক বিধান ।

দরিদ্রে বৈছে করবি হেম দান ॥ ৯ ॥

অথ রাধিকাভিগার ।

রাই কনক মুকুর কাঁতি ।

শ্রাম বিলাসিতে, স্নন্দর তনু, সাজাঞা কতেক ভাঁতি ॥

নীল বসন রতন ভূষণ জলদে দামিনী সাজে ।

চাঁচর চিকুর বিচিত্র বেণী ছলিছে পৃষ্ঠের মাঝে ॥

নয়নে কাজর সীঁথায় সিদ্ধুর তাহে চন্দনের রেখা ।

নবজলধরে অরুণ কোণে নবীন চান্দের দেখা ॥

রসের আবেশে গমন মন্থর ঢুলি ঢুলি চলি যায় ।

আধ উড়নী, দ্বিষত হাসিনী, বন্ধিম নয়নে চায় ॥

সখীর সমাজে ভালে সে বিরাজে কলপতরুর মূলে ।

শ্রামানন্দে পছঁ আনন্দ মন্দিরে শ্রাণবঁধুয়ার কোলে ॥ ১০ ॥

নবযৌবনী ধনি, রমণীর শিরোমণি, অভিসর সখীগণ সঙ্গ ।

নব নব বসন, ভূষণ মণি আভরণ, বরণ পীতগুণ অঙ্গ ॥

স্নন্দরী কুঞ্জে করল অভিগারে ।

একে নবযৌবনী, আর কুলকামিনী, ঘন ঘন দিক নেহারে ॥

তব বনিতাচয়, সমীর সমাগম, যনু মন যাতহিঁ বাই ।

পতিত পত্র সরস স্পদ ধ্বনি, ঘন তনু কম্পিত রাই ॥

ফণিগণ বদনে, মণিগণ নিকসই, হেরইতে চমকই রামা ।

দীপ ভরমে ধনি, মরমে বিয়াকুলি, সকল সখী এক ঠামা ॥

বাজত বন্ধ রতনমণ্ডি কিঙ্কিণী, কঙ্কণ কর সাবধানে ।

অঙ্গথিতে ভাবিনী, গজগতি গামিনী, চলনে কোই নাহি জানে

গত সঙ্কেত, চেত রহিত চিত, হরষ দরশ রস মন্ড্রে ।

তরুণীরমণে ভণে, কাণু বিলাসিনি, ধাই ধর যাই চন্ড্রে ॥ ১১ ॥

অথ নবোঢ়াতত্ত্বং ।

আদৌ সঙ্গপ্রসঙ্গেন নবোঢ়া কথ্যতে বুধৈঃ ।

মন্ততে বিষবৎ কান্তা পীড়্যমানা দিনে দিনে ॥২৩২॥

তত্র পদং ।

উনমত মাগব মনোরথে ভোর ।  
 বাহ পসারি যুবতী লই কোর ॥  
 ধনি ভেল চমকিত ঘন বহে শ্বাস ।  
 নাগর হেরি পায়ল বহু ত্রাস ॥  
 ধনি নাহি জানত পুরুষকি সঙ্গ ।  
 কৈছে আলাপন কৈছন রঙ্গ ॥  
 কাণু নয়ন ফণী গরল উগার ।  
 পরশে বিরস তনু পাবক বিকার ॥  
 মরি মরি বচন মরণ সম জান ।  
 ছি ছি কি লাগি ইহ করলু পয়ান ॥  
 যেন কদলীদল কলেশ্বর কাঁপি ।  
 গিমুখে রহল ধনি সকল তনু ঝাঁপি ॥  
 তেরটতে কাতর নাগর চাঁদ ।  
 নৃগিণী লাগি কাহে পাতলি ফাঁদ ॥  
 তরুণীরমণে ভণে শুনহ কানাই ।  
 পহিলকি রীত হয়ত সব ঠাই ॥ ১২ ॥

নবপরিণীতা কামিনীতে প্রথমতঃ সন্তোগের প্রসঙ্গ মাত্র হয়,  
 একত্র ইহাকে নবোঢ়া, কহে, কিন্তু দিন দিন সন্তোগ বশতঃ পীড়্য-  
 মানা হইলে পতি তাহাকে বিষবৎ মনে করেন ॥ ২৩২ ॥



যতন করিয়া হরি, অমিয়া পিয়ায়লি, গরল বলিয়া ধনি ভাবি ।

সুশীতল ঠাম, অনল বলি তেজই, কৈছন বুঝই না পারি ॥

সুন্দরী কমল ফণা করি জানি ।

পরশিতে লক্ষ, কম্পই কম্পই, পড়তহি থান বিথান ॥

পুণমিক জানি, চকোরবর মাতল, প্রতিপদ সো তৈ গেল ।

শ্রামক মুখ হেরি, সহচরী বোলত, মরণ সমান পুন ভেল ॥

অসময় সময়, দ্বিগুণ দুঃখে জারল, জাগি রহল পাঁচবাণ ।

তরুণীরমণে ভণে, কাছে কহব দুঃখ, বিষামৃতে একই সমান ॥১৩

যতনে রাই লই মন্দিরে গেল ।

নিজ নিজ সেবন সখীগণে কেল ॥

নিচলে রহই ধনি হোই সুধীর ।

অস্তুর গর গর কপট বাহির ॥

কাণু পরশ রস যদি নাহি জান ।

দরশে হরষ মন সরস নয়ান ॥

ভাবি ভবনে ধনি হৃদয় বিথাব ।

বিরস লাজ ভয় তাহা অনিবার ॥

তরুণীরমণ ভণ অভিনব রস ।

পঁহিল কি রীত যুবতী অপযশ ॥ ১৪ ॥

অথ দূতীভর্ৎসনপদং ॥

অবোধ কুমতি দূতী না গুনলি বাণী ।

কবির কোলে নলিনী দিল আনি ॥

ভাম কমলী উহ কুলিশ কুমার ।

মৃণাল সহিবে কিয় গিরিবর ভার ॥

নব নব বৈঠল মদন বাজার ।

পহি লহি টুটল কত রবে ভার ॥

না ভেল বিকসিত কুমুদ বকুল ।  
 অবোধ মধুকর অযোগে ব্যাকুল ॥  
 নাগর নাহি জানে নাগরীবিলাস ।  
 কমল গড়িয়া গেল কোকিলপাশ ॥  
 জগন্নাথ দাসে বলে ঙন বর নারি ।  
 ধনি তুয়া মহিমা গরিমা বলিহারি ॥ ১৫ ॥

অথ সখীভৎসন পদং ।

সখীগণ আগন করিঞা হাম জান ।  
 অন্তর বাহির নাহি করু ভাণ ॥  
 জীবধে যাকর ভয় নাহি হোয় ।  
 তাকর হাতে মঁপি দেহ মোয় ॥  
 পহি লহি আদর নয়ন বিভঙ্গ ।  
 করইতে কোরে আন ভের রঙ্গ ॥  
 ইহ সখ হানে সহ নাহি যায় ।  
 পীরিতি পুরুথ সঞে কো করু চায় ॥  
 তরুণীরগণ ভণ অব নাহি জান ।  
 সেই পুরুথ লাগি তেজবি পরাণ ॥ ১৬ ॥

অথ মানঃ ।

অবিদম্ভো যথা মানো দুর্জয়ঃ পরিকীর্তিতঃ ।

বিতৃষ্ণা ক্রোধজা মুচ্ছা জাতের্ষ্যা হরিণা সহ ॥২৩৩

যাহাতে কোন কৌশল থাকে না অথচ চরমদশা প্রাপ্ত হয়  
 তাদৃশ মানই দুর্জয় মান, ইহাতে বিতৃষ্ণা, ক্রোধবশতঃ মুচ্ছা এবং  
 শ্রীকৃষ্ণের সহিত দীর্ঘায় উদয় হয় ॥ ২৩৩ ॥

অথ পদং ॥

আশ্রয়নাম অব, যো মুখো শুনাগব, না হেরব তাকর মুখ ।  
 কালিম বরণ, কবহঁ না পেথব, তবহঁ বিমোচব হুঃখ ॥  
 সখি, ঐছন মরম বিচার ।  
 তাকর স্বরূপ, বিরূপ করি রাখবি, ঐছনে না হয়ে বিকার ॥  
 গুঞ্জ বিশ্বকল, নব কিশলয় দল, বান্ধুগী করি দূর দেশ ।  
 কর পদ অধর, এ সব সম তাকর, হেরইতে তরু কর শেব ॥  
 কোকিল ষট্‌পদ, দুই দূরে তেজত, বাণী বরণ সম তার ।  
 মৃগমদ উতপল, অগন্ধি সুশীতল, পরশ করব নাহি আর ॥  
 আবরি দিকগণ, না চলু সমীরণ, আনবি তা তরুগন্ধ ।  
 তেজহ সখীগণ, শিরপর ভূষণ, তাহে অতি নাচই মন্দ ॥  
 না পরব চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, চাক তিলক তছু ভালে ।  
 তেজব নীলাশ্বর, না হেরব অশ্বর, দরশ হোয়ে মেঘ জালে ॥  
 মুদব শ্রুতিপথ, না শুনব হৃদিগত, স্মধুর মুরলী স্তান ।  
 তরুণীরমণে ভণ, ঐছে করবি পুন, যাবধি রহবি পরাণ ॥ ১৭ ॥

ধনি ভেল মানিনী জানিল কাণ ।

সহচরীচরণে করল পরণাম ॥

এ দূতি রঞ্জিণি শুন মেরো বাত ।

সহই না পারিয়ে মদন বিঘাত ॥

এ সকল স্নখু লাগায়বি আগি ।

মুগধ মাধব তৌহারি সোহাগি ॥

তব যদি সুন্দরি না মিটই মান ।

পাছ হি চরণে করবি পরণাম ॥

তরুণীরমণ ভণ কি কহবি আর ।  
জাগি রহল মনে স্মরণ তৌহাঁর ॥ ১৮ ॥  
অতঃপর চ ॥

এ দূতি স্তম্ভরি করু অবধান ।  
রাই দরশন বিনে না রহে পরাণ ॥  
তঁহ সে চতুর দূতী কি কহবি হাম ।  
ঐছে করিবি যাথে সিদ্ধি হউ কাম ॥  
বহুত যতন করি বুঝায়বি তায় ।  
নহে যদি পরবোধ ধরিবি তার পাশ ॥  
রঞ্জিণী আনি যদি মিলায়বি মোর ।  
নিশ্চয় কহিল দূতি দাস হব তোর ॥  
গোবিন্দ দাস কহে মনে অভিলাষ ।  
সো ধনী লাগি অব তরুতলে বাস ॥ ১ ॥  
কাণ্ডকো বচন শুনি গদ গদ ভাষ ।  
মিললি সহচরী রাইকো পাশ ॥  
কহতহি সহচরী শুন বর গৌর ।  
তুয়া লাগি হালত নন্দকিশোর ॥  
তুয়া রূপ নিরমই দেওত কোর ।  
হেরইতে ঘন তহিঁ লোচনে নোর ॥  
যব নাহি স্তম্ভরি করবি পয়ান ।  
অব জিও তেজব নাগর কাণ ॥  
সহই না পারই মদন ছতাশ ।  
চামর ঢুলায়ত গোবিন্দ দাস ॥ ২০ ॥  
হেমবরগী রাই কনক টাঁপা ।  
বিধি দিয়াছে রূপ অঞ্জলি মাপা ॥

তোহেঁ গোঁরি ধনি সো কাল অঙ্গ ।  
 তোহেঁ তাহেঁ ভাল মিলবি সঙ্গ ॥  
 এ নব যৌবন-ধনি না করু নট ।  
 অবিলম্বে শ্রাম নাগর ভেট ॥  
 মিনতি করিয়া লোচনে কয় ।  
 তুমি গেলে শ্রামের পরাণ রয় ॥ ২১ ॥

অষ্টত্ৰ চ ।

সুন্দরি দূরে করু মান ছরন্ত ।  
 নাম মন্ত তব, উপাসিত মাধব, যোগী তেই ভাবী একান্ত ॥  
 গুণ যশ কুণ্ডল শ্রবণে সুনিস্কল নিরীকিত তীর্থ নিকুঞ্জ ।  
 দারুণ প্রেম শরে অতিশয় কাতর অব জই পুঞ্জ নিপুঞ্জ ॥  
 কুচ ঘট নিকট, নিভৃত আবৃত, তছু করতহি আশে ।  
 অদভূত হৃদয়ে, বিমোহিত অতিশয়, আন হুঃখ বিনাশে ॥  
 তব তরু গন্ধ, সমীর সহ সঙ্গ, নাঙ্গা করু পরবেশে ।  
 তাম্বূল চর্কিত পতিত মহীতলে, দৌ পানে দৌ অবশেষে ॥  
 কি করবি মান, দান দেহ সুন্দরি, ধনহীনে রতন মান ।  
 নিজ যশ লাগি, আগি দেহ হুঃখপর, তরুণীরমণ পরগাম ॥ ২২ ॥

প্রত্যুত্তরং ।

বিমুখ দেব বব, নাগহি কি করব, গুণ যশ ঐছন ভাস ।  
 যাকর ভয়ে সোই, সব সুখ তেজই, সো মুখে হৃদয়ে করু বাস ॥  
 কি করব পুণ্যফল, তীর্থ বিরিখ মূল, নিজ সুখে হুঃখ অপার ।  
 নিজ কাজ সাধই, আন জনে বাধই, কি করব গবন আহাৰ ॥  
 সো নহে ধনহীন, জগ মাঝে পরবীণ, মান রতন কিয়ে কাজ ।  
 বিশেষে যোগী জন, জগগানে পরবীণ, নারীপরশে বহু লাজ ॥

নাহি মোর যশ, আর অপযশ, হান কুলবতী নারী ।  
তাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিন্ধু, এখন সে ছুখে মরি ॥  
সতত ব্যাকত, আর কত কত, বাঢ়ত হুঃখসিদ্ধ ।

তরুণীরমণে ভণে, কিকরব আঙুনে, লাখ যোজনে এক বিন্দু ॥২৩॥

নিরসনচিত, ভীত মানি সহচরী, মিলল নাগর পাশ ।  
কাণু নেহারি, বারি ঝরু লোচনে, বদনে নাহিক সই ভাষ ॥  
নাগর তেজহ তাকর সঙ্গ ।

তোহাঁরি নামে, বাম ভৈ বৈঠল, বাঢ়ল মদনতরঙ্গ ॥  
কতহি যতন করি, বেরি বেরি সাধনু, চরণে করনু পরণাম ।  
করপুট পাণি, বাণী বহু সবিনয়, ঠাড়ে রহিনু সোই ঠাম ॥  
দশনে তৃণ ধরি, বেরি বেরি সাধনু, কহলহি বিপরীত তোহাঁরি ।  
শুনইতে মানে, মরণ পথ সাধই, চমকই দরশ হাগারি ॥  
কি কহব কি করব, কহই নাপারই, কাঠ কঠিন সম সোয় ।  
ওরুণীরমণে ভণে, আপহি অভিসরু, জানি পরগন হোয় ॥ ২৪ ॥

সহচরীবচন, শ্রবণে যব শুনল, মরমহি মুরুছিত কাণ ।  
সো দশ দিশহি, তিমিরগম হেরই, প্রেমজলে ভরল নয়ান ॥  
মাধব তৈথনে করু অভিসার ।  
রাই কো মন্দিরে, তুরিতে চলি আগুল, কি করব করই বিচার ॥  
শ্রামরু চরণে, নুপুর ঘন বাধরু, রাইক ঐতিগত ভেল ।  
মান কি ভরমে, ধরম পথ রোধল, পাণি পিঠ নাহি দেল ॥  
সদনে প্রবেশি, বিহসি ব্রজসুন্দর, বৈঠল রাইকো পাশ ।  
অমুনয় বচনে, বোলত চিত চোরই, বোলত স্মধুর ভাষ ॥  
পঙ্কজ ষট্‌পদ, কবহ নাহি তেজহ, শুভ অশুভ নাহি জান ।  
অনল জ্বলন, মলয় শুভ সৌরভ, নিশি দিশি একই সমান ॥

কি এ বিপরীত, চরিত নাহি বুঝিয়ে, পাণি পাথর ভেঙে আগি ।  
তরুণীরমণে ভণে, ললিত গলিত গুণে, দৌণ্ড দূর রহ ভাগি ॥ ২৫ ॥

অন্তর চ ।

মদনকি বাত, কুসুম শরে দারুণ, বন বৃন্দাবন মাঝ ।  
সো দিন ভোঁহাঁরি, চরণ শরণ করি, পরিহরি পৌরষ লাজ ॥  
সুন্দরি তুয়া দিঠি অধির সন্ধান ।  
মনোরথ জোরে, নয়নশরে হানল, অস্থির হামারি পরাণ ।  
তহুঁ শরে জর জর, জীবন অন্তর, কিয়ে করব নাহি জান ॥  
নিজ বশ চাই, অব দেয়বি তুহুঁ, অধরে সুধারস পান ॥  
তুয়া হিয়ে হার, তরুণী হেরইতে, কুচ কনকাচল ছায়ে ।  
ঐছে তাপিত জনে, গোপতে রাখবি, বঙ্ক গোবিন্দে গুণ গায়ো ॥ ২৬ ॥  
তত্রৈব ।

রাধা বদন চক্ষু মধুবান্ধর সুধাময় বোল ।  
দশনকি পাঁতি, কাঁতি মণি মোতিম, হিয়াপ হার বিলোল ॥  
সুন্দরি আজু ক্ষেপহ অপরাধ ।  
হাম পণ্ডিত জনে, জনম ভাগিহীনে, নিজ গুণে করহ প্রসাদ ॥  
সরস কপোল, লোল মণি কুণ্ডল, উচ কুচ বিহি নিরমাণ ।  
কতহুঁ বতন করি, হেরই না পারই, মরমহি মূরছল কাণ ॥  
সরস নয়ানে, করহ অবলোকন, হাসি কহত মৃদু ভাব ।  
হৃদয়ক তাপ, আপে সব টুটব, ছুহুঁক মরম ছুখ নাশ ॥  
রাহিক হাত, মাথে ধরি মাধব, লাথ শপতি মোহে দেল ।  
কঠিন কপাট, হৃদয়ে নাহি ভেদল, নাগর ঘর চলি গেল ॥  
বিমুখল কাল, মান সর নিরমল, বিগতি পড়তহি গোরি ।  
তরুণীরমণ ভণ, আজি বুঝব পুন, কৈছন প্রেমক ভোরি ॥ ২৭ ॥

অথ পূর্বোক্তকলহাস্তরিতা । তত্র পদং ।

মানদহন ছুখে, বিমুখল মাধব, মাধব অব কুন কাম ।  
 পাপ পরাণ, অবহ নাহি, নিকসই, যাই রহল সোই ঠাম ॥  
 সখি হে পুন নাকি আওবি সোয় ।  
 কঠিন হৃদয় মোর, মরগ না বুঝলু, কুদিন লাগল মোয় ॥  
 কতহি যতন করি, বেরি বেরি সাধল, চরণ পরশি বহু বার ।  
 দুই ভুজ বুকে, মুখে মূহু ভাবই, নয়নে গলয়ে জলধার ॥  
 বেরি এক সরস, নয়নে নাহি হেরিলু, না কহিলু স্নমধুর বাত ।  
 কাণু পরশমণি, ভরমে খোয়াইলু, মান নহু্য করি হাত ॥  
 আপন ভবন, বিগিনসম লাগই, জাগই মরমহি কাণ ।  
 তরুণীরমণ পহঁ, মুরছই মহীতলে, রজনী দিবস নাহি জান ॥২৮॥

অন্তত্ৰ ।

চরণে ধরিয়৷ হরি, হার পরায়লি, গাথি আপন নিজ হাত ।  
 সো নাহি পহিরলু, দূরহি ডারলু, মানিনী অবনত মাথ ॥  
 সখি হে, বিধি মোরে নিদারুণ তেল ।  
 দগধ মান মোঝে, বিমুখল মাধব, রোখে বিমুখ ভৈই গেল ॥  
 গিরিধর মাধব, বাহু ধরি সাধল, হাম নাহি পালাটি নেহার ।  
 হাতক নছিমী, চরণ পর ডারিলু, অব কি করব পরকার ॥  
 সো বহু বল্লভ, সহজহি ছল্লভ, দরশন লাগি মন কুর ।  
 গোবিন্দদাস বব, যতনে মিলাসব, তবহি মনোরথপুর ॥ ২৯ ॥

অথ সখীং প্রতি প্রার্থনা ।

হরি পরিরন্তণ বিবিধ বিকার ।

হাম চিটুল কিয়ৈ পারি সহিবার ॥



তা কর হুঃখে দ্বিগুণ হুঃখ ভেল ।  
 কি করব দৈব নিদারুণ কেল ॥  
 পুনরপি আসি মিলব যদি মোয় ।  
 যাউ রহুক জিও যো করু সোয় ॥  
 এ সখি সহচরি না করু বিলম্ব ।  
 কহবি চাটু করি না করিবি দম্ব ॥  
 যদি নাহি আনি মিলায়বি কাণ ।  
 তরুণীরমণ ভণ তেজব পরাণ ॥ ৩০ ॥

অথ পূর্বোক্তা উৎকণ্ঠিতা ।

তত্র পদং ।

নাথব করু অবধান ।  
 স্নানরী তেজই পরাণ ॥  
 দারুণ হৃদয় কি তাপ ।  
 দারুণ ধনিকো বিলাপ ॥  
 অভিসরু না করু বিলম্ব ।  
 জীবন গমন অবলম্ব ॥  
 ঘন ঘন মদন হতাশ ।  
 সখীগণে করু আশোয়াস ॥  
 হেরি রহু তোকরু পছ ।  
 মনমথ হৃদয় ছুরন্ত ॥  
 তরুণীরমণ পরগাম ।  
 অব চলু নাগর শ্রাম ॥ ৩১ ॥

সহচরী হেরি, হরষ হরি অন্তর, বাহিরে কপট বিরোধ ।  
 রাইকো হুঃখে, দ্বিগুণ তনু জর জর, কৈছে বুঝব গুণ দোষ ॥

বহু আশোয়াসলি কাণ ।

সময় জ্ঞানি হাম, তুরিতহি মীলব, অবসরে করব পয়ান ॥

মিষ্টক লাড়ু, কদলী চিনি শাকর, যতনহি সখীগণে দেল ।

তাম্বুল কপূর, কবায়ণ চূরণ, সঙ্গে লবঙ্গহি মেল ॥

মৃগমদ চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, শির পর মালতীমাল ।

সখীগণ পাই, যাই নিজ মন্দিরে, তরুণীরমণ কহ ভাল ॥ ৩২ ॥

তথাহি ।

যত্র বিরহিণী কান্তা সখীভিশ্চৈব মীলিতা ।

ত্রবীতি কৃতকর্মাণি কান্তস্ত বচনামৃতৈঃ ॥ ৩৩ ॥

তত্র পদং ।

বহুত যতন করি সাধিহু কাণ ।

কত পরকারে নিরাসলু মান ॥

তোকরু হুঃখ কহিহু বেরি বেরি ।

শুনতহি সজল নয়নে রহ হেরি ॥

মরমহি ভেদল ভৈল আবেশ ।

ভরমে না কান্দল বুঝল শেষ ॥

বহু আশোয়াসলি কি কহবি হাম ।

তুরিতহি মীলব নব ঘনশ্রাম ॥

শুনি ধনি হৃদয় আনন্দ ভরি পূব ।

তরুণীরমণ ভণ বচন মধুর ॥ ৩৩ ॥

যে অবস্থায় বিরহিণী কান্তা সখীদিগের সহিত মিলিতা হইয়া  
কান্তের পূর্বরূপ চাটু্যাক্যামৃত উচ্চারণ পূর্বক নিজের কৃত কর্ম  
সকল প্রকাশ করেন, তাহাও কলহাস্তুরিতা নাম্বিকার চিহ্ন ॥২৩৪॥

অথ নিহেতুমানঃ । তত্র পদং ।

দরপণ হেরি হরষ ভেই নাগর, নাগরী মানিনী তেল ।  
 স্বরূপ স্খাময়, যব অবলোকই, তবহি বিপতি পড়ি গেল ॥  
 সূন্দরী অকারণে মান অথির ।  
 বুঝই না পারি, পরশি রস পণ্ডিত, গদ গদ বচন সূধীর ॥  
 উৎপল জানি, আনি তহি ধারল, বিদগ্ধ ললিতা বিশাখী ।  
 শ্রামক আড়ে, নিয়ড়ে তিল হেরইতে, মুকুলিত সরসিজ আঁখি ।  
 সূন্দরী হাসি, ভাষি মুহু মধুরিম, নাগরে করু উপহাস ।  
 তরুণীরমণে ভণ, দ্বিগুণ বাড়য়ে পুন, নাগর মান বিলাস ॥ ৩৪ ।

অথ পূর্বোক্ত সঙ্কীর্ণমিলনে বাসকসজ্জা ।

তত্র পদং ॥

কুসুমিত তল্লবিকলিতরামা ।  
 পতিরতিবাঞ্ছিত জগদমুপামা ॥  
 স্খবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখি ।  
 চন্দন ঘরিশণ ললিতা বিশাখী ॥  
 মণিময় সম্পূট নিকট নিখারি ।  
 ভাসূল পুন রচত বরনারী ॥  
 লেহ ভোজ্য রস বিবিধ মিঠাই ।  
 রতন খালি ভরি রাখলি রাই ॥  
 নাগর গমনে শ্রবণে তনু ভোর ।  
 যো রস সায়রে কো করু ওর ॥  
 তরুণীরমণ ভণ ও রস সার ।  
 পুরত মনোরথ বেকত বিখার ॥ ৩৫ ॥

অথ পূর্বোক্তং প্রেমবৈচিত্র্যং

তত্র পদং ॥

শ্রামরু কোলে, যতনে ধনি স্নতলি, মদন লালসে তনু ভোর ।  
 ঘন ঘন চুষন, নিবিড় আলিঙ্গন, যনু কাঞ্চনে মণি যোর ॥  
 কোরেহি শ্রাম, যতনে ধনি বোলত, কবে মোঝে মিলব কাণ ।  
 হৃদয় কি তাপ, তবহি সব যায়ব, অমিয়া করব সিনান ॥  
 এত বলি স্নন্দরী, দীর্ঘনিশ্বাসই, মুরছিত হরল গিয়ান ।  
 আকুল শ্রাম, রাই পরবোধই, গোবিন্দ দাস পরণাম ॥ ৩৬ ॥

অত্র চ ॥

মদন আবেশে অবশা অঙ্গ ।  
 নাগর নাগরী একই সঙ্গ ॥  
 সমুখে দেখিঞা চুষই কাণ ।  
 বিরহে না রহে রাখার প্রাণ ॥  
 কাণু কোরে করি দেখয়ে ধনু ।  
 কবহি মিলব শ্রামরু চন্দ ॥  
 কহিতে কহিতে মুরুছে রাই ।  
 বিপদে পড়ল দেখি মাধাই ॥  
 সঘন নিশ্বাস কান্দন রোল ।  
 চাপিয়া নাগর করই কোল ॥  
 এ কি অপরূপ রসের গতি ।  
 তরুণীরমণে বুঝিবে কতি ॥ ৩৭ ॥  
 রাই কোরে করি ফুকাবে কাণ ।  
 কোরে রহি ধনি করু সাবধান ॥

শ্রামক বদন বদন স্থির ।  
 তবহুঁ নয়নে বহই নীর ॥  
 গীন পরোধর হৃদয় মাঝ ।  
 কণ্টক জানি মানি বহু লাজ ॥  
 সঘনে আলিঙ্গই বাহু পসারি ।  
 কমলিনী জানি দুবহিঁ ডারি ॥  
 নাসা পুরল ধনি তলুগন্ধ ।  
 মলয়জ সৌরভ করু অনুবন্ধ ॥  
 নয়নহি পেখলু কাঞ্চন গৌর ।  
 হেমলতা বলি নাহি করু কোর ॥  
 ঘন তলু তাপই কহই মাধাই ।  
 কবে মোঝে মিলব রসধতী রাই ॥  
 তরুণীরমণে ভণে কিয়ে ইহো রঙ্গ ।  
 মধুপুরে রহি পছমিনী সঙ্গ ॥ ৩৮ ॥

অথ পূর্বোক্ত খণ্ডিতা ।

তত্র পদং ।

এ হরি মাধব করু অবধান ।  
 জিতল বিয়াধি ঔষধ কিবা কাম ॥  
 আক্লিয়ারা হোই উজর করে যোই ।  
 দিবসক চান্দ পুছত নাহি কোই ॥  
 দরপণ লেই কি করব আন্ধে ।  
 শকরী পলায়ব কি করব বান্ধে ॥  
 শারী শুকাগব কি করব নীরে ।  
 ছাম অবোধ তুয়া কি করব ধীরে ॥

কা করব বন্ধুগণ বিধি ভেয় বাম ।

নিশি পরভাতে আয়লি শ্রাম ॥

তরুণীরমণে ভণ ঐছন রঙ্গ ।

রজনী গোড়াগুলি কাকরু সঙ্গ ॥ ৩৯ ॥

তথাহি ।

ভবিষ্যদ্বর্তমানশ্চ ভূতশ্চ বিরহত্রয়ং ।

গৌণমুখ্যপ্রভেদেন কথয়ামি যথাবিধি ॥ ২৩৪ক ॥

অথ প্রোষিতভর্তৃকা বিশেষে গৌণং ভবিষ্যদ্বিরহপদং ।

অরুণ উদয় কালে, ব্রজ শিশু আসি মিলে, বিপিনে পয়ান প্রাণনাথ ।

এক দিঠি পথপানে, আর দিঠি গুরুজনে, চাহিয়ে পরাণ করি হাত ॥

সখি, না জানি কি হবে প্রেম লাগি ।

কঠিন পরাণ নাহি, পরবোধ মানত, কত চিতে নিবারিব আগি ॥

একে নব যৌবনী, আরে কুল কামিনী, আরে তাহে পরের অধীন ।

কি করিতে কি না করি, আপনা বুঝিতে নারি,

ভাবিতে গণিতে তনু ক্ষীণ ॥

পীরিতি বিষম শরে, রহিতে না দিল ঘরে, নিরবধি উড়ু পুড়ু চিত ।

জ্ঞানদাসে ভণে, ধিক ধিক জীবনে, বো করে, পরবশ প্রীত ॥ ৪০ ॥

কেনে বা পোহাইল নিশি, দিশি কেনে বা আইল ।

ভাবিয়া মরিব কত বিপরীত হৈল ॥

এ সখি কি করিব কহ না ।

প্রবোধ না মানে চিতে করে দেহ দহনা ॥

ভবিষ্যৎ, বর্তমানও অতীত ভেদে বিরহ তিন প্রকার । গৌণ  
মুখ্য ভেদে তাহার যথাবিধি নির্ণয় করা যাইতেছে ॥ ২৩৪ক ॥

## সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়

ঘরে গুরু গরবিত বলে কুবচন ।  
না করে আঁখির আড় নিজ পতিজন ॥  
বিহানে বাইবে বন্ধু আসিবে যামিনী ।  
কত বা চাহিব পথ কুলের কামিনী ॥  
তরুণীরমণে কহে এই মোর মনে ।  
করহ যুকতি বন্ধু নাহি যায় বনে ॥ ৪১ ॥

অথ তত্র বর্তমানবিরহপদং ॥  
গোষ্ঠ বিজই ব্রজরাজকিশোর ।  
জগতি বিরচিত বেশ উজোর ॥  
আগে অগণিত গোধেনু চলি যায় ।  
পাছে ব্রজবালক হৈ বলি ধায় ॥  
সবহু বালক বর সব একু ছাঁদ ।  
রাম-বামে চলু শ্রামরু চাঁদ ॥  
শির'পর চান্দ অধর পর মুরলী ।  
চলইতে গছে করত কত খুবলী ॥  
চলিতে চরণচিহ্ন পদ্ম গড়ি যায় ।  
লাথে লাথে অলিরাজ মধুলোভে ধায় ॥  
পীত পটাস্বর কটি তটে বনিয়া ।  
গোবিন্দ দাস বলে ধনি ধনি ধনিয়া ॥ ৪২ ॥

অন্তত্ৰ চ ॥

হের দেখ ব্রজরাজকুল নন্দন, বিপিনে দেখু লৈ যায় ।  
অধরাঙ্গুলীদল, বদন পদ্মফুল, বন্ধ নয়ন করি চায় ॥  
সখি হে, স্তবল সখাদিক সঙ্গ ।  
শৃঙ্গবেত্রধর, মুরলী মনোহর, তথি পর মালতী মাল ।

মধুলোভে লোভিত, মধুব্রত কত শত, গাওয়ে গুঞ্জ রসাল ॥  
 হৈ হৈ রব দেই, সবহুঁ ব্রজবালক, চন্দ চন্দ চলি যায় ।  
 হেরইতে মুগ্ধছে, বরজ কুলরঞ্জিণী, তরুণীরমণ পাছে ধায় ॥ ৪৩ ॥

অথ ভূতবিরহপদং ॥

মাধব বিগিনে পরান যব কেল ।  
 হাসি হাসি নয়ন মোঝু পর দেল ॥  
 পুন যব পেখিছু বিরস বয়ান ।  
 পালটি না হেরল সজল নয়ান ॥  
 সো অব জাগি রহল হৃদি মাঝ ।  
 কো বিধি নিরমিল কুলবতী-লাজ ॥  
 ঘরে মোর গুরু দুরজন কাল ।  
 কুটিল কুবাদিনী ননদিনী কাল ॥  
 এ ঘর বাহির মোর আজিণা বিদেশ ।  
 তরুণীরমণ ভণে ভাবি তনু শেষ ॥ ৪৪ ॥  
 কাণু বিরস কথি লাগি ।  
 কিয়ে মোর করম অভাগী ॥  
 হাম যব গেলু গিয়া পাশ ।  
 পিয়া দীর্ঘ ছাড়ল নিশ্বাস ॥  
 হাম পুছল যব বাত ।  
 শিরে হানল নিজ হাত ॥  
 তবহিঁ পুছলি বেরি বেরি ।  
 সজল নয়নে রহু হেরি ॥  
 তৈতনে বুঝল বিচারি ।  
 কট্টিন জীবন বর নারী ॥



এ দুখ আন কি জান ।

গোবিন্দ দাস পরণাম ॥ ৪৫ ॥

বেলি অবসানে বসিল ধনি ।

কেন বা আকুল করিছে প্রাণী ॥

যেন কেহ কারু করিল চুরি ।

মারিতে আইসে পরাণে মরি ॥

ধন জন গৃহ না লয় মনে ।

না জানি কি লাগি এমন কেনে ॥

হেনই সময়ে বাজিল চেড়ি ।

ফুকাইঞা কহে সকল বাড়ি ॥

প্রভাতে উঠিয়া গোকুলবাসী ।

দধি দুগ্ধ দ্বত ভরিয়া রাশি ॥

কৃষ্ণ বলরাম লইঞা সঙ্গ ।

মথুরা যাইবে না হয় ভঙ্গ ॥

শুনিয়া বজর পড়িল শিরে ।

বসন তিতিল অঁাখির নীরে ॥

চলিতে পিছলে পড়িয়া গেল ।

যেন হৃদি মাঝে পশিল শেল ॥

বাহিয়া বাইতে ডুবিল তরী ।

ঐহন মানল বরজ নারী ॥

কি হবে কি হবে কান্দয়ে ধনি ।

মুকুছি পড়িল রমণী মণি ॥

চেতন পাইয়া উঠিল রাই ।

কহিছে কি রূপে পাব মাধবি ॥

মুখ বুক বহি পড়িছে লোর ।

তরুণীরমণে ভাবিয়া ভোর ॥ ৪৬ ॥

১. অথ বর্তমান বিরহপদং ॥

হের দেখ সকল, গোকুল সম্পদ, অক্রুর ক্রুর লৈঞা যায় ।

যা কর লাগি, ধরম খোয়ায়নু, সো অব ফিরিয়া না চায় ॥

মাধব সেহি অতি দারুণ ভেল ।

হেরইতে রীত, চরিত চিত চমকই, জনম অভাগিনী কেল ॥

কি করব তাত, মাত নিজ বান্ধব, সকলি সমর্পিহু তোয় ।

নিরদয় হৃদয়, দয়া নাহি তিল আদ, কাহে ছোড়সি তোহেঁ মোয় ॥

মধুপুরে যাই, পাই সুখ সায়র, ভুলি রহবি নিজ দেশ ।

তরুণীরমণে ভণ, সঙরিতে তুয়াগুণ, ভাবিতে তনু কর শেষ ॥৪৭

অথ ভূত বিরহপদং ॥

মাধব করে ধরি, বহুত বুঝায়লি, হেরি মোর বিরস বয়ান ।

মধুপুরে যাঈ, তুরিতে হাম আয়ব, তোহ ধনি জানবি আন ॥

সখি হে, হাম তাহে শ্রবণ না দেল ।

যা কর বচনে, জগত ভেই পরতিত, সো অব বুটই ভেল ॥

পাপ পরাণ, আন নাহি জানত, কাণু কাণু করু সার ।

দিন গণ গণি গণি, ক্ষীণ ভেল কলেবর, জীবন মরণ ব্যবহার ॥

নিকরুণ নিঠুর, সো বর নাগর, সো অব বজর সম ভেল ।

তরুণীরমণে ভণ, কিয়ৈ পিয়া দারুণ, স্থপনে না দরশন দেল ॥৪৮

এই ত মাধবী তলে, আনার লাগিয়া পিয়া, যোগী যেন বসিয়া ধিয়ায় ।

পিয়া বিনে হিয়া মৌগ, ফাটিয়া না যায় গো, নিজ পরাণ নাহি যায় ॥

হরি হরি বড় হুঃখ রহিল মরমে ।

আমারে ছাড়িঞা পিয়া, মথুরা রহিল গিয়া, এই বিধি লিখিল করমে ॥

আমারে লইয়া সঙ্গে, কেলি কোতুক সঙ্গে, ফুল তুলি বিহরই বনে ।  
নব কিশলয় তুলি, শেজ বিছায়লি, রস পরিপাটীর কারণে ॥  
আমারে লইয়া কোরে, শয়নে স্থপনে হেরে, যামিনী জাগিয়া পোহায় ।  
সে মোর গুণের পিয়া, মথুবা রহিল গিয়া, কৈছনে দিবস গোঞায় ॥  
অনেক দিবস হৈল, গিয়া কেনে না আইল, কার মুখে না শুনি সংবাদ ।  
গৌলিন্দ দাসের বাণী, শুন রাধে ঠাকুরাণী, এ বড় দারুণ বিষাদ ॥৪৯

অথ দশ দশাঃ । উজ্জলনীলমণে ।

লালসোদ্বৈগজাগৰ্ধ্যাস্তানবং জড়িমাত্র তু ।

বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদৌ মোহো মৃত্যুদশা দশা ॥২৩৫

অথ পদং ॥

শ্রামক শোকে, সিদ্ধ নিরমায়লি, তথি পর আনল ডারি ।  
গুণশরে জারল, যো কিছু রহি গেল, হৃদয়ে কম্পিত বর নারী ॥  
সথি হে, অব নাহি মিলব কাণ ।  
গোপতি নন্দন, গো কাহে মারব, আপে তেজব পরাণ ॥  
গিরিতনয়াধব, কতহি নাম লব, জপি জপি জীবন শেষ ।  
নিজ ধন লাগি, জাগি দিন যামিনী, দশমী দশা পরবেশ ॥  
অমরাবতী পতি, -ঘরণী গুণাদয়ঃ, যদি মোঝে হোয়ত মায় ।  
তরুণীরমণে ভণে, ভাবি মরবি কাহে, না দিল নিষ্ঠুর মাধাই ॥৫০

অত্র চ ॥

তিন কারণে তিন খোয়ায়ল তিন জগ ভরি ভেল ।

ঐছে দারুণ, নিষ্ঠুর নিকরুণ, তিন তা সঞে গেল ॥

লালসা, উদ্বৈগ, অতিজাগরণ, দেহ-ক্ষীণতা, নিশ্চেষ্টতা,  
ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মুচ্ছা এবং মৃত্যু এই কয়টা দশ দশা ॥২৩৫॥

গধি হে কহইতে কহ পুনরায় ।  
 জীবন সংশয়, মরণ নিশ্চয়, হাস হাস ভেল সার ॥  
 কো কহে মাধব, আশ পূরায়ব, নিরাশ পূরণ ভেল ।  
 তিন আঁখর, নাম যা কর, সোই ঘাতন দেল ॥  
 দৈবনির্ব্বন্ধ, প্রেম ব্যাকুল, সহ প্রাণ করু শেষ ।  
 'কবি বিদ্যাপতি, হিত বোলত, দশমী দশা পরবেশ ॥ ৫১ ॥ ।

অথ দশমদশা পদং ॥

নাগর গমনে, হৃদয় অতি কাতর, রজনী উজাগরে গেল ।  
 উদবেগ দারুণ, মলিন কলেবর, দিনে দিনে ক্ষীণ তরু ভেল ॥  
 হরি হরি, সঘনে প্রলাপই রাই ।  
 বিরহে বিয়াধি, বিবিধ রূপে উপজল, পুনরুনমাদ বাড়াই ॥  
 হেরইতে শ্রাম, মুরতি রস বল্লভ, মোহে মোহিল বরনারী ।  
 পুন নাহি পেখি, আঁখি মিলি ধায়ই, ক্ষিতিতলে পড়ল নিচাড়ি ॥  
 দশমী দশা পর, অতিশয় কাতর, মরণ শরণ করু সার ।  
 তরুণীরমণ হেরি, কান্দত বেরি বেরি, বয়ানে সেচয়ে জলধার ॥ ৫২ ॥

ধনি ভেল মুরচ্ছিত হরল গিয়ান ।  
 দশন দশন লাগি মুদল নয়ান ॥  
 সখীগণ মেলি করত কোন কাগ ।  
 রাইকো অবণে কহই শ্রাম নাম ॥  
 কোই কোই চন্দন লেপই অঙ্গে ।  
 কোই কোই রোদই বিরহ ভরণে ॥  
 কোই কোই রাই লই বৈঠল কোর ।  
 গাপ পীরিতি লাগি ঐছন তোর ॥

ভালে ভালে আরে তহুঁ নিঠুর মাধাই ।

জীবহিতে সংশয় ভৈগেল রাই ॥

সো দিন পাসরলি পদ নাহি ছোড় ।

দীনহীন সম রহুঁ করি কর যোড় ॥

সবহিঁ যুকতি করি বুঝল শেষ ।

শ্রামরু আগে কই কহবি সন্দেশ ॥

তরুণীরমণ ভণ না করু বিলম্ব ।

নাগর লাগি জীবন অবলম্ব ॥ ৫৩ ॥

অথ দূতীগমনং ॥

চলহিতে চরণ, নাহি চলু সন্দরী, হেরহিতে না পারই পহু ।

রাই রাই করি, ঘন ঘন রোদই, বিষময় ভাবি একান্ত ॥

সহচরী মিললি শ্রামরু পাশ ।

কি কহব বদনে, বাণী নাহি নিকসই, হা হা সঘন হতাশ ॥

হেদহিতে শ্রাম, রসিক বর নাগর, পুছহিতে দূতী যুকছিত ।

পুনরপি উঠি, করি পুটাঞ্জলি, নিবেদই রাই চরিত ॥

শুন শুন মাধব, ব্রজজন বান্ধব, রসবতী রাই নিদান ।

সকল সখী মিলি, মরমে বিয়াকুলি, মোহে পাঠায়লি শ্রাম ॥

কাঞ্চন বরণ, কাজর সম হোয়ল, চান্দ বদন আন্ধিয়ারা ।

দশনকি বাত, বিকট ভেই লাগল, অনিমিত্ত নয়নকি তারা ॥

ঘন ঘন কাঁপি, বাঁপি ধনি বৈঠই, সঘন হি উর্দ্ধগতি স্বাস ।

কিয়ে জানি দরশ, পুরশ নাহি হোয়ত, অচিন্তে চলহ তহুঁ পাশ ॥

শুনহিতে কাণ, প্রাণ নাহি কলেবরে, ঝর ঝর লোচনে লোর ।

তরুণীরমণে ভণ, না করু বিলম্বন, জীবন অবধি রহ তোর ॥৫৪॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্ত গমনং ॥

সহচরী বচন, মরগে যব ভেদল, তৈত্থনে মুরুছল কাণ ।  
 যব হাম যাই, রাই মুখ হেবব, তব হাম পায়ব পরাণ ॥  
 চঞ্চল চিত, চপল মতি অতিশয়, আসি মিলল যাহা রাই ।  
 সকল সখীগণ, করতহি বোদন, ক্ষিতিতলে পড়ত লোটাই ॥  
 রাই কো বরণ, নয়নে যব হেরব, মাধব ফুলি ফুলি কান্দি ।  
 করইতে কোরে, লোরে তমু ভাসল, হিয়া পর ধরলহি, ছান্দি ॥  
 সকোমল বদনে, সঘনে করু চুষন, সুন্দরী সচেতন ভেল ।  
 বিশই অঁাখি, নিমিখ সব পরিহরি, কাণুকো দরশন কেল ॥  
 সব ছঃখ বিমোচব, মনোরথ পূরব, সুন্দরী বদন ঝাপাই ।  
 নাগর গোঁরি, দোহঁক সুখ উজর, তরুণীরমণ গুণ গাই ॥ ৫৫ ॥

অথ পূর্বোক্তস্বাশীনভর্জকাগতঃ সমৃদ্ধিমান্ সন্তোগঃ ।

তত্র পদং ॥

চিরদিনে দরশনে, আকুল তমু মনে, দূরে গেও মরমকি ছঃখ ।  
 বাহুবুগল গুণে, কঠে কঠে মেলি, নিরখই রাইকো মুখ ॥  
 সুন্দরি দূরে করু সব অভিমান ।  
 এহো জনম তবি, রাখহ দাস করি, সেবন করিব অবিশ্রাম ॥  
 ঝর ঝর নয়ন, কহই বর নাগরী, তিল আধ দয়া নাহি তোয় ।  
 তোহঁ পুরুখ বর, পুন যদি যায়বি, কোয়ে নিষেধবি তোয় ॥  
 এই শুনি নাগর, কোরে আগোরল, নয়নে বহয়ে বহ নীর ।  
 'সকল অঙ্গ পর, কর অবলম্বই, দরশই সুকল শরীর ॥  
 আউলাঞি কেশ, বেশ করু মাধব, তথি পর নানা ফুল দাম ।  
 সিন্দূর বিন্দু, ইন্দু ভালে বিরচই, নবজলধর অমুগাম ॥

অশীতল নীবে, ধীরে মুখ মাজি, পুন পুন চুষন তার ।  
 পীন পায়োধরে, মৃগনদ লেগি, হেরইতে মূবছই তাষ ॥  
 সহচরী পাশে, বাগ লই মানব, যতনে পরায়লি অঙ্গে ।  
 মণিময় মঞ্জীর, চরণে পরায়লি, তরুণীরমণ দেখ রঙ্গে ॥ ৫৬ ॥

তথাহি ।

যাবৎ কন্দর্পপীড়য়াং নির্জিতহং ভবিষ্যতি ।  
 তাবৎ প্রাকৃতসম্ভোগে। রসজ্ঞৈরভিমন্যতে ॥ ২৩৬ ॥

তত্র পদং ।

যতনে রাই লই বৈঠল কোর ।  
 ঘন ঘন চুষন রতিরসে ভোর ॥  
 নিবিড় আলিঙ্গনে তনু তনু গেলি ।  
 ঘন কুচমর্দন রতিরস কেলি ॥  
 উভয় প্রেমামৃত লহ লহ হাস ।  
 মরমকি দুঃখ সকল ভেয় নাশ ॥  
 রতি রণ বাজন মঞ্জীর নাদ ।  
 কিস্কিণী শব্দ বিপদ করু বাদ ॥  
 ভুজে ভুজে ছান্দি বান্ধি রহ দৌহ ।  
 তরুণীরমণ ভণ বরিখত মোহ ॥ ৫৭ ॥

কিবা সে দৌহার রূপ ।

কিশোরী কিশোরী, পসরা পসারি, রভস রসের কূপ ॥  
 রসির কবণে মলিন ইন্দু কুমুদ মুদিত লাজে ।  
 চাঁদের ভবমে চকোর মাতল ঠন্দীবব তাল্পে মাখে ॥

যত যুগ কন্দর্প পীড়ায় বশীভূত থাকা যায়, তত কাল পর্য্যন্ত যে  
 সম্ভোগ, তাহা রসজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে প্রাকৃত সম্ভোগ ॥ ২৩৬ ॥

চাঁদের উপরে এক বিধুবর তাহার উপরে শশী ।  
 চকোর আবেশে পিয়ে সুধারস খঞ্জন উপরে বসি ॥  
 তড়িত উপরে স্নেহের শিখর ঘনের জনম তায় ।  
 কনকলতায় মুকুতা ফলল কেবা পরতিত যায় ॥  
 যমুনাভরণে অরুণ উদয় তারার পসার তথা ।  
 অরুণ ব্যাপিণী তিমির রহল বড় অদভুত কথা ॥  
 রাধিকা মাধব আরতি যে সব কহিতে ভরসা কায় ।  
 ও রসসায়রে না জানি সাঁতারে ডুবিল শেখর রায় ॥ ৫৮ ॥

অথ বিপরীতসম্ভোগঃ ।

আত্যন্তিকস্থখাৎ কান্তঃ স্বেচ্ছায়ামধ আগতঃ ।  
 স বিপরীতসম্ভোগঃ পুষ্পদযু বতিরত্র হি ॥ ২৩৭ ॥

তত্র পদং ।

ভূতলে স্তম্বলি মেঘের কোড়া ।  
 উপরে কামিনী দামিনী মোড়া ॥  
 ঘনের উপরে শিখির নাচ ।  
 অরুণতা রুক তমিছে কাছ ॥  
 চাঁদ কমলে সঘনে মেলি ।  
 ভ্রমর চকোর করয়ে কেলি ॥  
 উলটা স্নেহের ফণির মুখে ।  
 কখন চাপয়ে মেঘের বৃকে ॥

---

বিপরীত সম্ভোগে কান্ত আত্যন্তিক স্থখ লাভের জন্ত, স্বেচ্ছা-  
 ক্রমে অধোদেশ প্রাপ্ত হয়, ইহাতে যুবতী পুরুষের ত্রায় আচরণ  
 করে, ইহাই বিপরীত সম্ভোগ ॥ ২৩৭ ॥



এ কি অপরূপ রসের কথা ।  
তরুণীরমণে জানিবে কোথা ॥ ৫৯ ॥

তজৈব ।

সুখের লাগিয়া দুখের পাড়া ।  
পরান বাইছে না যায় ছাড়া ॥  
আকাশে পাতালে সমান সুখ ।  
সে নাকি জানয় পরের দুখ ॥  
হির হইলে কিশোরী কান্দে ।  
লম্বিত হইলে ফণিতে বান্ধে ॥  
চাঁদ পাইলে গরাসে রাছ ।  
তরুণীরমণে ভাবয়ে পছ ॥ ৬০ ॥

তড়িত লতা তলে জলদ বিরাজিত আঁতরে সুরেশ্বরী ধারা ।  
তরল তিমির শশী সুরে গরাসল চৌদিকে সঞ্চরু তারা ॥  
সখি হে, কি পেখনু অদভুত ওবে ।  
স্বপন কি পরতেক কহই না পারই কিয় অতিনিকট কি দূরে  
অম্বর খসল ধরাধর উলটল ধরণী ডগমগি দোল ।  
খরতর বেগ সগীরণ সঞ্চরু, চঞ্চরি গণে করু রোল ॥  
প্রলয় পয়োধি জলে যনু ঝাঁপল ইহ যুগ ভেয় অবসান ।  
ইহ অপরূপ কথা কো পাতিয়ায়ব বিদ্যাপতি রস ভাণ ॥ ৬১ ॥

২ । অথ রসপুষ্টিঃ ।

উৎকণ্ঠিতা অবস্থাতে ললিতা সুন্দরী ।  
রাখয়ে রাধার প্রাণ অতি যত্ন করি ॥  
আপনে রাধিকা যবে করে অভিসার ।  
সহায় বিশাখা দেবী করেন অহার ॥



প্রগল্ভা প্রথরা চেতি সমা অর্দ্ধসমা তথা ।

স্বভাবমুহুমুখা চ বর্ততে ত্রিবিধাস্থ চ ॥

ধীরা চ অধীরা চেতি আদ্যন্তে নায়িকাস্বরে ।

ধীরাধীরাভ্যন্তমধ্যা মানো চ পরিকীর্তিতা ॥ ২৩৮ ॥

তত্র মুখা ।

মানো রোদিতি মুখা চ মানান্তে স্বল্পপ্রার্থনৈঃ ।

স্বগৃহাগতমাত্রেণ সা দদাতি ধনাদিকং ॥ ২৩৯ ॥

মধ্যা ।

বিমুখং কাস্তমালোক্য কথয়ত্যতিবক্রতঃ ।

মধ্যা ! সোল্লুষ্ঠবচনৈর্নিন্দাস্তুতিপরৈস্তথা ॥ ২৪০ ॥

প্রগল্ভা, প্রথরা, সমা, অর্দ্ধসমা, স্বভাবমুহু, স্বভাবমুখা, এই অবস্থাগুলি উক্ত ত্রিবিধ নায়িকাতেই সময়বশতঃ ঘটতে পারে ॥

প্রথম ধীরা শেষ অধীরা এই দুই ভাবের নায়িকা এবং ধীরাধীরা ( ধীরা হইয়াও অধীরা ) এবং অভ্যন্তমধ্যা । নায়িকার এই অবস্থাগুলি মানকালে কথিত হয় ॥ ২৩৮ ॥

মানকালে রোদন করেন এবং মানের অন্ত হইলে কাস্ত যদি গৃহাগত হইয়া সামান্যরূপ প্রার্থনা করেন তাহাতেই ধনাদি দান করিয়া থাকেন ॥ ২৩৯ ॥

মধ্যা নায়িকা কাস্তকে বিমুখ দেখিয়া অতি বক্রভাবে কথা কহেন এবং সেই কথাতে এক পক্ষে নিন্দা ও অপর পক্ষে স্তুতি হয়, অথচ অন্তরে মান লুকায়িত থাকে ॥ ২৪০ ॥

প্রগল্ভা ।

গৃহাগমনমাত্রাণ যাহি যাহি পুনঃ পুনঃ ।

প্রগল্ভা ভবসতে কাস্তুমায়াস্তম্ভ কটুভিত্তিভিঃ ॥

তত্রাপি পালিকা মুক্কা রাধিকা মধ্যমা তথা ।

চন্দ্রাবলী শ্যামলা চ প্রগল্ভা পরিকীর্তিতা ॥২৪১॥

মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ ।

নায়ক নায়িকা নাম লক্ষণ কখন ॥

পূর্বরাগ হইতে সীমা সমৃদ্ধিমান্ আদি ।

রসের ভুক্তিত ক্রমে যতেক অবধি ॥

সাধু শাস্ত্র গ্রন্থ সব দেখিয়া শুনিয়া ।

শ্রুত মাত্র করিলাম সঙ্ক্ষেপ করিয়া ॥

শুনিয়া আমার গ্রন্থ যত সাধুবরে ।

গ্রন্থে না করিহ নিন্দা ভাবিহ অন্তরে ॥

ভাবিতে ভাবিতে গ্রন্থের পাইবে আশ্বাস ।

অবশেষে আমারে করিবে আশীর্বাদ ॥

সন্তোগ বিপ্রলম্ব দুই রস হয় ।

বত্রিশ বত্রিশ করি চতুঃষষ্টি কয় ॥

অষ্ট নায়িকা ভেদে আছে নিরূপণ ।

সাবধানে কহি শুন রসজ্ঞের গণ ॥

---

‘ প্রগল্ভা নায়িকা কাস্তকে আসিতে দেখিয়া গৃহাগমন মাত্রেই  
কটু বাক্যে বার বার, যাও যাও বলিয়া থাকেন । ইহার মধ্যে  
পালিকা নায়ী প্রেয়সী মুক্কা, শ্রীরাধা মধ্যমা এবং চন্দ্রাবলী ও  
শ্যামলা প্রগল্ভা নামে খ্যাত ॥ ২৪১ ॥

শ্রবণে দর্শনে যার উৎকর্ষা বাঢ়য় ।  
 উৎকর্ষিতা বলি তাকে সর্ব শাস্ত্রে কর ॥  
 শ্রবণ দর্শন ছয় উৎকর্ষিতায় গণি ।  
 সখীমুখে ভক্তমুখে আর বংশীধ্বনি ॥  
 স্বপ্ন চিত্রপট আর সাক্ষাৎ দর্শন ।  
 বয়ঃসন্ধি রাগোক্তব অষ্টম লক্ষণ ॥ ৮ ॥  
 প্রভাত রাত্রির কথা যেবা নারী কর ।  
 কলহাস্তুরিতা বিনে অল্প কেহ নয় ॥  
 নিজ উক্তি সখী উক্তি হুইত প্রকার ।  
 ভুক্ত রস উগারয়ে সেই রসোদগার ॥  
 প্রত্যক্ষ পরোক্ষ হুই অমুরাগে গণি ।  
 তার মধ্যে স্বয়ং দূতী कहিল বাখানি ॥  
 সহেতু নিহেতু আর মানভঞ্জন ।  
 কলহাস্তুরিতা মধ্যে অষ্ট বিবরণ ॥ ৯ ॥  
 বিপ্রলক্ষা গুণে রাধা বিরস বদন ।  
 কান্দিয়া পোহায় নিশি করি জাগরণ ॥  
 কৃষ্ণের বিলম্বে দূতী দেয় পাঠাইয়া ।  
 দূতীকে পরীক্ষা দেয় কৃষ্ণ না দেখিয়া ॥  
 আগুদূতী দূতীসংবাদ দূতীপরীক্ষা আর ।  
 বাচিক চাক্ষুষান্নিক সপ্ত পরকার ॥  
 প্রেমটবচিত্ত্য কুঞ্জবিহার লক্ষণ ।  
 বিপ্রলক্ষা মধ্যে এই অষ্ট বিবরণ ॥ ১০ ॥  
 প্রোষিতভর্তৃকা যার পরদেশে পতি ।  
 পরম হুঃখিনী হুঃখে কান্দে দিবা-রাতি ॥

পূর্বগোষ্ঠে বারমাসী উদ্ধবাগমন ।  
 দশ দশা ভূদুতী এ পঞ্চ লক্ষণ ॥ ৫ ॥  
 ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমান কয় ।  
 প্রোথিতভর্জকা অষ্ট জানিহ নিশ্চয় ॥ ৮ ॥  
 কান্তমুখ হেতু কান্তা করে অভিসার ।  
 নিত্য অভিসারিকা নাম জানিহ তাহার ॥  
 শীতশীতা তামসী জ্যোৎস্না কুণ্ডিকা আদি ।  
 রসোৎকর্ষা অমুরাগ বাদরা অবধি ॥  
 কৃষ্ণ লাগি যাহা রাখা করয়ে গমন ।  
 এই সব অভিসার তাহাতে মিলন ॥  
 হরিষে বাসকসজ্জা শম্যা বিরচিয়া ।  
 কৃষ্ণ আসিবেক চিত্ত উলবিত হিয়া ॥  
 গোষ্ঠ আর ভাবোন্মাদ রূপোন্মাদ তিন ॥ ৩ ॥  
 কুঞ্জভ্রমণ গৃহগমন উন্মাদের চিন ॥  
 মিষ্টান্নভোজন, কিলকিঞ্চিত মিলন ।  
 বাসকসজ্জাতে এই অষ্ট বিবরণ ॥ ৮ ॥  
 খণ্ডিতা অবস্থা রাখা হয়েন যখন ।  
 হর্ষ বিষাদে কান্ত করেন খণ্ডন ॥  
 দানখেলা নৌকাখণ্ড লুকলুকায়ন ।  
 জলকেলী পাশাখেলা বংশীহরণ ॥  
 পুষ্পতোড়ন আর নবোচ্চাদি করি ।  
 খণ্ডিতার মধ্যে অষ্ট কহিল বিবরি ॥ ৮ ॥  
 নিজগুণে কান্তরস করিয়া সুন্দরী ।  
 আশ্বাদিলা সূর্য সুখ প্রসন্ন শরীরী ॥

রসগুষ্টি রসালস আলসভঞ্জন ।  
 মহারাস বিপরীত সন্তোগ লক্ষণ ॥  
 হিন্দোলা বুলনা হুই প্রাকৃত সন্তোগ ।  
 স্বাধীনভর্তৃকা মধ্যে এই অষ্ট যোগ ॥ ৮ ॥  
 এই ত কহিল মুঞি চতুঃষষ্টি রস ।  
 যাহার শ্রবণে ভক্তের তনু মন বশ ॥  
 কস্তুরী মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ।  
 সজ্জেকপে কহিল কিছু রসের আখ্যান ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে রসনির্ণয়ো নাম অষ্টমঃ ।  
 প্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ \* ॥

## অথ নবমপ্রকরণং ।

১। অথ নবপদার্থতত্ত্বং ।

যদ্ যদ্ বাঞ্ছা-বাঞ্ছিতোহহং লব্ধসিদ্ধিশ্চ তদ্বৃত্তঃ ।  
 গুহ্যং গুহ্যতিগুহ্যং তং শ্রীচৈতন্যং প্রসাদয়ে ॥২৪২॥  
 জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।  
 জয়াদৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥

---

আমি যে যে বাঞ্ছায় বাঞ্ছাবুক্ক, যাহার কুপায় সেই সেই  
 বাঞ্ছাতে প্রকৃত রূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, আমি সেই গুহ্য ও গুহ্য  
 হইতে অতিগুহ্য অর্থাৎ অভক্তের অজ্ঞেয় তত্ত্ব শ্রীচৈতন্য প্রভুর  
 প্রসন্নতাসাধনে অভিনীত করি ॥ ২৪২ ॥ .

জয় জয় কবিরাজ গোসাঞি মোর প্রাণ ।  
 জন্মে জন্মে বাহা বিনে নাহি জানি আন ॥  
 নব পদার্থের অর্থ জানিবার তরে ।  
 নাজেপ করিয়া কহি গ্রন্থ অনুসারে ॥  
 এক কৃষ্ণ সর্বপ্রথম ব্রহ্মেন্দনন্দন ।  
 নব পদার্থের য়েঁহ মূল কারণ ॥  
 তাঁহার দ্বিতীয় দেহ মহাবিশু নাম ।  
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের বাহাতে বিশ্রাম ॥  
 কৃষ্ণের স্বরূপ কলা কারণাক্ষিপায়ী ।  
 কৃষ্ণদেহ করি কহি এই অনুযায়ী ॥  
 রাস আদি লীলায় ত্রীকৃষ্ণ যত হৈলা ।  
 প্রাতবপ্রকাশ রূপ তাহা প্রকাশিলা ॥  
 ইচ্ছাশক্তি-প্রবল কৃষ্ণ যত ইচ্ছা করে ।  
 সব ইচ্ছা সিদ্ধি হয় লীলাশক্তি দ্বারে ॥  
 ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য লীলা বাহার আশ্বাদ ।  
 সেই লীলা আশ্বাদয়ে কৃষ্ণ অনুবাদ ॥  
 ঐছে মিশ্র লীলা করে স্মরণ ভগবান্ ।  
 গোলোকে থাকয়ে কভু ব্রজে অবস্থান ॥  
 বৈভবপ্রকাশ রূপ রৌহিণীনন্দন ।  
 একই বিগ্রহ কিন্তু বিভেদ বচন ॥  
 সহজ মানুষ তেহোঁ ঈশ্বরত্বহীন ।  
 কৃষ্ণের অগ্রজ বলি তাহাতে প্রবীণ ॥  
 বাহার ঐশ্বর্য্য হৈতে অনন্ত অপার ।  
 বাহার কলার কলা দশ অবতার ॥



ঈশ্বরের অবতার কলা অংশগণ ।  
 দশ অবতার পুরুষ অংশে বিবরণ ॥  
 অনুক্রমে অংশ হৈয়া কভু অংশী হয় ।  
 কাঁহা লখু কাঁহা গুরু জানিহ নিশ্চয় ॥  
 সঙ্কর্ষণের অংশ মহাপুরুষ প্রাশংসি ।  
 মন্ত্ৰাদি দশ অবতার হয় যেহ অংশী ॥  
 তৃষ্ণাদি অনন্ত শক্তি ঈশ্বরেতে হয় ।  
 তৃষ্টি হেতু সব শক্তি ক্রমে প্রকাশয় ॥  
 শক্তির আবেশ যাথে সেই শক্ত্যাবেশ ।  
 তৃষ্টিকরণ শক্তি ব্রহ্মা ভূ ধারণ বেশ ॥  
 জ্ঞানশক্তি অধিকাংশী সনকাদিগণ ।  
 শাস্ত্রকরণ শক্তি ব্যাসে পৃথুতে পালন ॥  
 বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্মে লীলাপুরুষোত্তমে ।  
 দুই কালে দুই লীলা করে অনুক্রমে ॥  
 যশোদার কোলে কভু কভু গোচারণে ।  
 মাতা পিতা বন্ধুগণ বশ যার গুণে ॥  
 কৈশোর বয়স্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।  
 তেহৌ স্বয়ং যাহা হৈতে নাহি উর্দ্ধ সম ॥  
 সর্ব্বারাধ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষবিগ্রহ ।  
 গোপ গোপীগণ বশ যার প্রেম লেহ ॥  
 তথাহি ।

অসমোদ্ধিরসো য়ন্তু স স্বয়ং পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

সর্ব্বারাধ্যঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠো নন্দগোপজবিগ্রহঃ ॥২৪৩॥

ইহ জগতে বাঁহার গুণের সমান বা অধিক নাই তাঁহাকে স্বয়ং

অবতারী কৃষ্ণ যাহা হৈতে অবতার ।  
 অবতারী ভগবান্ নারায়ণ আর ॥  
 গোলোকে ঈশ্বর তার প্রকাশ নারায়ণ ।  
 সর্ব অবতার বীজ সভার কারণ ॥  
 কবিরাজ গোসাঞির পায় কোটি নমস্কার ।  
 কিরূপে কহয়ে কিছু নারি বুঝিবার ॥  
 চিৎ শক্তি শব্দে শাস্ত্রে জ্ঞানশক্তি কহে ।  
 জ্ঞানশক্তি শব্দে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হয়ে ॥  
 স্বরূপশক্তি শব্দে কৃষ্ণের নিজশক্তি নাম ।  
 গোপী লক্ষ্মী যোগমায়া মহিষী প্রধান ॥  
 তার মধ্যে তারতম্য বিচারিলে হয় ।  
 বৈকুণ্ঠাদি পঞ্চ ধামে সভার আশ্রয় ॥  
 গোলোক গোকুল ধামে গোপীর বিলাস ।  
 স্বকীয়া পরকীয়া ভাব যাহাতে প্রকাশ ॥  
 দ্বারকায় রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী ।  
 পরব্যোমে মহালক্ষ্মী ঈশ্বরপ্রেমসী ॥  
 মথুরাতে কুব্জা কৃষ্ণের এক দাসী ।  
 পঞ্চ ধামে যোগমায়া সর্বত্র বিলাসী ॥  
 ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য লীলা পতি উপপতি ।  
 সর্ব কার্য্য সিদ্ধ করে সেই ভগবতী ॥  
 সর্বশ্রেষ্ঠ পরকীয়া ব্রজে গোপীগণ ।  
 কৃষ্ণের যতেক কান্ধা সভাতে উক্তম ॥

---

বলা যায়, সেই সর্বরাশ্য, সর্বশ্রেষ্ঠ ও নন্দ গোপ হইতে উৎপন্ন  
 দেহধারী শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং পদার্থ ॥ ২৪৩ ॥

এই সব লৈয়া কৃষ্ণ জীড়ে দিবা রাত্তি ।  
 অন্তরঙ্গা শক্তি মধো সভাকার খ্যাতি ॥  
 ঈশ্বরের শক্তি মায়া বহিরঙ্গা নাম ।  
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের যেহৌ উপাদান ॥  
 আপন প্রতিজ্ঞা রাখে জীবে করে বশ ।  
 কৃষ্ণ বহির্মুখ জনের বাঢ়ায় সন্তোষ ॥  
 নানামতে হুঃখ দেন হুঃখহীন জনে ।  
 সেই সব হুঃখ লোকে স্মৃথ করি মানে ॥  
 কহিতে বিরল বড় কহিব কাহায় ।  
 কহিলে না বুঝে কেহ আচ্ছন্ন মায়ায় ॥  
 জীবশক্তি তটস্থাতা বিভিন্নাংশগণ ।  
 মায়া'র আশ্রয় সব স্থাবর জঙ্গম ॥  
 জঙ্গমের হুই, ভেদ অলে স্থলে রয়ে ।  
 তৃণাদি বিশেষ বৃক্ষ স্থাবরাদি কহে ॥  
 সূক্ষ্ম জীব বিভিন্নাংশ এই স্থূল তার ।  
 এই জীবে ব্যাপিয়াছে সকল সংসার ॥  
 প্রাণবাদি ছয় তত্ত্ব আর শক্তিত্রয় ।  
 এ নব পদার্থ জানে কৃষ্ণজ্ঞান হয় (ভ), ॥  
 স্বয়ং ভগবান্ শ্রী পুরুষোত্তম নারায়ণ ।  
 নব পদার্থের মূল এই পঞ্চাঙ্গন ॥

( ভ ) নবপদার্থ যথা—১ প্রাণবপ্রকাশ ( রাসের কৃষ্ণমূর্ত্তি । ২ বৈভবপ্রকাশ ( বলরাম ) । ৩ মহাবিক্রী ( কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ ) । ৪ কারণাক্ষিশায়ী ( কৃষ্ণের স্বরূপ কলা ) । ৫ মহাপুরুষ ( সঙ্কর্ষণাংশ ) । ৬ দশাবতার ( মন্ত্রাদি ) । চিৎশক্তি ( স্বরূপশক্তি বা গোপীপ্রভৃতি ) । ৭ মায়াশক্তি ( বোগমায়া ) । ৮ জীবশক্তি ( হৃষ্টিপ্রভৃতি শক্তি ) ।

তিনের কারণ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার ।  
 সঙ্ক্ষেপে কহিল কহা না যায় বিস্তার ॥  
 সামান্য পুরুষ স্পর্শমণি মহাশয় ।  
 লোহাকে ছুইলে সেই হয় স্বর্ণময় ॥  
 তবে তু বিশেষ জ্ঞান হয় স্পর্শমণি ।  
 স্বর্ণ রৌপ্য যার আগে তৃণতুল্য গণি ॥  
 এই মত জ্ঞান যার কৃষ্ণে নাহি হয় ।  
 কৃষ্ণ হৈতে বিশেষ জ্ঞান দীক্ষরে জানয় ॥  
 শিলারূপ মণি তাঁর স্বরূপ সামান্য ।  
 ডাহাতে বিশেষ জ্ঞান কি করিবে অন্য় ॥  
 স্বর্ণরূপ স্বরূপ যৈছে জলিত জ্বলন ।  
 দেখি চমৎকায় হয় সভাকার মন ॥  
 সেই শিলা হৈতে হয় স্বর্ণের উৎপত্তি ।  
 এতেক বিশেষ জ্ঞান হইবে বা কতি ॥  
 কৃষ্ণের স্বরূপ হয় মনুষ্য আকার ।  
 দীক্ষরের নাম শুনি হয় চমৎকার ॥  
 উপাসক বিনে ইহা নাহি জানে তত্ত্ব ।  
 মূর্খের সাক্ষাৎ কিবা বুঝিবে মহত্ত্ব ॥  
 কল্পরূপী মঞ্জরী রূপা যদি ভাগো হয় ।  
 তবে প্রকাশিবে ইহা তাহার হৃদয় ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে নবপদার্থতত্ত্বনিরূপণং  
 নাম নবমপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ \* ॥

## অথ দশমপ্রকরণং ।

১। অথ মথুরাগমনরাহিত্যং ।

তথাহি ।

স্বন্দাবনং পরিত্যজ্য কদাচিদপি মাথুরং ।

নৈব গচ্ছতি গোবিন্দো হিত্বা রাধাং হৃদীশ্বরীং ॥ ২৪৪

কেহ যদি কহে কৃষ্ণ গেল মথুরায় ।

তাহা না শুনিব শেল পশিব হিয়ায় ॥

যদ্যপি অধিকাধিক কহে গুরুজন ।

লইতে নারিব তার বন্দিব চরণ ॥

বিরহে রাধিকা যদি তেজিত জীবন ।

তবে পরতীত হৈত মথুরাগমন ॥ ।

ভিল আধ না দেখিলে শত যুগ মানে ।

হেন রাধা কৃষ্ণ বিনে বাঁচিবে কেমনে ॥

তথাহি ।

যদি কৃষ্ণে গতো দূরং রাধা তর্হি ন জীবতি ।

ক্ষণকালমদৃষ্ট্বা বা তদেকযুগমানয়েৎ ॥ ২৪৫ ॥

---

শ্রীগোবিন্দ হৃদয়েশ্বরী শ্রীরাধাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীস্বন্দাবন  
হইতে মথুরাতে কখনই গমন করেন না ॥ ২৪৪ ॥

যদি শ্রীকৃষ্ণ দূরগামী হইলেন, তবে শ্রীরাধা কিছুতেই জীবনধারণ  
করিতে পারেন না, কারণ ক্ষণকাল শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইলে  
তিনি সেই ক্ষণকালকে যুগ পরিমাণ মনে করেন ॥ ২৪৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৩১।১৫।

অটতি যন্তুবানহি কাননং  
 ত্রুটি যুগায়তে স্বামপশ্যতাং ।  
 কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে  
 জড় উদীক্ষতাং পক্ষাকৃদৃশাং ॥ ২৪৬ ॥

যোগমায়া ভগবতী সহায়কারিণী ।  
 কৃষ্ণ গুপ্ত করি রাখি অশ্রুে দিল আনি ॥  
 তথাহি ।

গোপয়ন্তী কৃষ্ণরামো গোগিরিকন্দরান্তরে ।  
 প্রাদর্শয়দ্বাসুদেবং সঙ্কর্ষণমথাঙ্গসা ॥ ২৪৭ ॥ (ম)

ইহার প্রমাণ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের গোপীবাচ্যার্থ যথা—  
 গোপীগণ কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! আপনি যখন দিবাভাগে বনগমন  
 করেন, তখন আগনাকে না দেখিলে ক্ষণাচ্ছকালকে যুগ বলিয়া  
 বোধ হয়। তৎপরে দিবাসানে কুটিলকুন্তলশোভিত স্বদীয় শ্রীমুখ  
 দর্শন কালে আমরাদিগের নেত্রে পক্ষ থাকাতে দর্শন ব্যাধাত হওয়ায়  
 পক্ষকারী বিধাতাকে জড় বলিয়া মনে হয় ॥ ২৪৬ ॥

অতরূপ বৎকালে রামকৃষ্ণকে মথুরায় আনয়ন জন্ত বৃন্দাবনে  
 গমন করেন তৎকালে কৃষ্ণলীলার সাহায্যকারিণী যোগমায়া দেবী  
 স্বামকৃষ্ণকে গোবর্দ্ধন পর্বতের কন্দর মধ্যে লুকায়িত রাখিয়া তৎ-  
 পত্ৰিবর্ত্তে বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণকে সেই সময়ে প্রকট করিয়া দিয়া  
 ছিলেন ॥ ২৪৭ ॥

(ম) ব্রজোপাসনার সিদ্ধান্ত রক্ষা বিষয়ে মোকটী বড়ই উপযোগী। দুঃখের  
 বিষয় গ্রহণকার কোন গ্রন্থ হইতে মোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা জানিলে পারা

কৃষ্ণের স্বরূপ বাহুদেব সঙ্কর্ষণ ।  
 এই ছই লইয়া গেলা গাঙ্কিনীনন্দন ॥  
 গ্রহরেক ছিলা সবে কৃষ্ণ অদর্শনে ।  
 রাধা আদি ব্রজবাসির না রহে পরাণে ॥  
 তবে ভগবতী প্রকটিলা ভগবান্ ।  
 কৃষ্ণ দেখি সবাকার হৈলা স্বপ্ন জ্ঞান ॥  
 কৃষ্ণ যদি আছে ঘরে তবে কেন শোক ।  
 বিচ্ছেদ-বিরহময় দেখি ব্রজলোক ॥  
 যৈছে হয় প্রেমবৈচিত্র্য রসের উৎপত্তি ।  
 কৃষ্ণ কোলে করি বলে কৃষ্ণ পাব কতি ॥

গেল না । চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলার ৯ম পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে—“সীতা  
 অগ্নির আরাধনা করিলে পর অগ্নিদেব ছায়াসীতা নির্মাণ করিয়া প্রকৃত সীতাকে  
 নিজপুরে রক্ষা করেন, দশানন ছায়াসীতা লইয়া যান, অগ্নি পরীক্ষা কালে সেই  
 প্রকৃতসীতা দান করিয়া ছায়াসীতা গ্রহণ করেন ।” এই সিদ্ধান্তে রামভক্ত এক  
 মাথুর মনস্তৃষ্টি হয় । বর্তমান সিদ্ধান্তেও “রামকৃষ্ণের গোপন, এবং বাহুদেব  
 সঙ্কর্ষণের আবিষ্কার” ঠিক ঐ ছায়াসীতা ব্যাপারের অনুরূপী, ইহা গ্রহণকার নিজেই  
 উল্লেখ করিয়াছেন । এতদ্বিষয়ে চরিতামৃতযুক্ত কুর্মপুরাণের শ্লোক এই :—

“সীতারাদিতো বহিঃছায়াসীতামজীজনৎ ।

তাং স্ফহার দশগ্রীবঃ সীতা বহিঃপুরং গতা ।

পরীক্ষাসময়ে বহিঃ ছায়াসীতা বিবেশ সা ।

বহিঃ সীতাং সমানীয স্বপুরাছদনীনয়ৎ ॥”

কবে ইহার অপর প্রমাণ গোবিন্দগ্রন্থে পাওয়া যায়। বলা—

অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো বহুপুরীং ব্রজেৎ ।

ব্রজেশজন্মচ্ছাদ্য স্বং ব্যঞ্জন বাহুদেবতাং ।

লবুভাগবতামৃতে প্রকটপ্রকটলীলায়াং ৩৩ ।

তত্র পদং ॥

মদন আবেশে অবশ অঙ্গ ॥ ইত্যাদি (১৪৬পৃঃ) ॥

কৃষ্ণ কোলে রহি যার এমতি হইল ।

মধুপুরে গেল কৃষ্ণ সাক্ষাতে দেখিল ॥

যাবৎ উদ্ধব আসি নাহি করে হিত ।

যাবৎ না বর্ণে গোপী বারমাগী গীত ॥

যাবৎ না করে কুরুক্ষেত্র দরশন ।

তাবৎ রহিল ভ্রমে গোপ গোপীগণ ॥

তথাহি ।

নায়াতি কৃষ্ণস্ত স্নহদু যাবত্তু ব্রজমুদ্ধবঃ ।

দ্বাদশমাসিকং গীতং যাবন্ম গীয়তে ব্রজে ॥

যাবন্মৈব গতাঃ সর্বের কুরুক্ষেত্রাদিদর্শনং ।

নন্দাদিব্রজবন্ধুনাং তাবদ্ গোপ্যা ভ্রান্তরং ॥২৪৮॥

যে কৃষ্ণ আসিয়াছিল মধুপুর হৈতে ।

সেই কৃষ্ণ গেলা পুন ভয় কেনে চিতে

যেই দুই প্রসবিলা যশোদা রোহিণী ।

সে দুই রহিলা ব্রজে ব্রজশিরোমণি ॥

যশোমতী প্রসবিল তনয়া তনয় ।

পুরাণে প্রমাণ আছে ইথে কি সংশয় ॥

কৃষ্ণস্নহৎ উদ্ধব যত দিন না ব্রজে আগমন করেন, ব্রজে যত দিন না দ্বাদশমাসিক গান গীত হয়, সমস্ত ব্রজবাসী যত দিন না কুরুক্ষেত্রাদি দর্শনে গমন করেন, নন্দাদি ব্রজবন্ধুগণের এবং গোপীর তত দিন পর্য্যন্ত “শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে নাই” বলিয়া মনে ভ্রম ছিল ॥২৪৮॥



তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ।

যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং মিথুনং সমজায়ত ।

গোবিন্দাখ্যঃ পুমান্ কন্যা সান্বিকা মধুরাং গতা॥২৪৯

বায়ুপুরাণে চ ।

গর্ভে ধাম্ভতি গোবিন্দং যশোদা মায়য়া সহ ।

তস্মাৎ স দেবকীসুপুৰ্ণবিষ্যতি চতুৰ্ভুজঃ ॥

सर्वदा द्विभुजः कृषः कदापि न चतुर्भुजः ।

নন্দস্তাভুজরূপেণ স জাতো মায়য়া সহ ॥ ২৫০ ॥

চৈতন্যচরিতামৃতে গোসাঁঞর লিখন ।

কাহ নাহি যায় কৃষ্ণ ছাড়ি বৃন্দাশয়ন ॥

2014 年 12 月 1 日

“ହସକେ ବାହାର ନା କାରିତ ଦୁଇ ଚେତେ

ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কোথাতে" ॥

তথাহি বিষ্ণুজামলে ।

কৃষ্ণোহন্তো যদুসম্ভূতো যন্ত গোপেন্দ্রনন্দনঃ ।

ब्रह्मावनं परित्यज्य स क्वचिन्नेव गच्छति ॥ २५१ ॥

নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে এক মিথুনের উৎপত্তি হয়, গোবিন্দ-  
দেব পুত্র এবং অধিকানামী কন্যা। সেই কন্যাটি মথুরায় গমন  
করেন ॥ ২৪৯ ॥

যশোদা মায়ার সহিত গোবিন্দকে গর্ভে ধারণ করিবেন, স্তত্রাং  
দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ হইয়া প্রকাশ পাইবেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা  
দ্বিভুজ কখনই চতুর্ভুজ নহেন, তিনি নন্দাশ্রজরূপে মায়ার সহিত  
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২৫০ ॥

এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ ১১৭ নং শ্লোকার্থে দ্রষ্টব্য ॥ ২৫১ ॥

কৃষ্ণ যদি প্রকটিল জানিল হৃদয় ।  
 মধুপুরী হৈতে আইলা অজ্ঞেজ্ঞতনয় ॥  
 কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধা অন্তরে উল্লাস ।  
 বাহিরে ভৎসন করে সোল্লুঠুন ভাষ ॥

তত্র পদং ।

এত দিন কতি ছিলে,                      কি লাগিয়া পুন আইলে,  
 কুবুজা তেজিল কেনে তোমা ।  
 মধুপুর-কুলবতী,                      ভুঞ্জি নিল পরপতি,  
 তেঞি সে পড়িল মনে আমা ॥  
 বন্ধু হে, মোর হুঃখে পাখী ছাড়ে বাসা ।  
 হাম কুলবতী নাগী,                      কিবা কার ধার ধারি,  
 আমার এমন কেনে দশা ॥  
 কেবা না পীরিতি করে,                      কেবা কোন হুঃখে মরে,  
 সঙরিতে বিদরয়ে হিয়া ।  
 কহিতে শুধায় নীর,                      পাষাণে মিলায় চির,  
 এত হুঃখ তোমার লাগিয়া ॥  
 শুনিয়া রাইর বাণী,                      নয়নে গলয়ে পানি,  
 করপুটে বলে সকরুণে ।  
 তরুণীরমণে কয়,                      কিবা দিব পরিচয়,  
 রাখ রাঙ্গা যুগল চরণে ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ উক্তিপদং ।  
 \* কেবল তোমার বই,                      আর আমি কার নই,  
 আমারে জানিহ নিজ দাস ।  
 কাঁহা নাহি যাই ছাড়ি,                      \* আছি এ চরণে পড়ি,  
 ভুমি মোরে না কর বিশ্বাস ॥

ধনি হে, ক্ষণেক বিলম্ব হৈলে মরি ।

পরাণ কেমন করে,                  ছুরিতে আগিয়ে ধরে,  
বিপিনে গমন বদি করি ॥

একটা দিবস তুমি,                      মুরুছি পড়িলে ভূমি,  
ধাইয়া লইলু গিয়া কোলে ।

মানিলে স্বপ্ন বলি,                  বিধাতারে দিলে গালি,  
নয়ন ভরিল অশ্রুজলে ॥

এত শুনি কহে ধনি,                      কাঁহা বা থাকহ তুমি,  
আজি হৈতে পাইনু প্রাণনাথ ।

এই নিবেদন তোরে,                  আর না ছাড়িহ মোরে,  
তরুণীরমণে প্রাণিপাত ॥

বাসুদেব লাগি এত বিরহে রোদন ।

পুরাণে, গোসাঞির গ্রন্থে অশেষ লিখন ॥

গোপ গোপী কান্দিলেন নন্দমুত বলি ।

अद्यापिह काँदे भक्त आकुल व्याकुली ॥

তাহার দৃষ্টান্ত রামসীতার চরিত্র ।

যাহা শুনি সৰ্বলোকে হইল। পবিত্র ॥

মায়াসীতা হরিলোক দারুণ রাবণ ।

ରାମପତ୍ନୀ ମୀତା ଲାଲ ଅଗ୍ନିର ଶରଣ ॥

সেই মায়াসীতা লাগি কেবা না কান্দিল।

বেদ শাস্ত্র পুরাণেতে অনেক লিখিল ॥

আনের ক্লা কথা দুই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

মায়াসীতা লাগি দৌহে তেজয়ে জীবন ॥

কোন কর্ম না করিল রত্নবংশপতি ?

षाह। लागि दिनाशिन वाली महामति ॥

কটক লইয়া কৈল সাগর বন্ধন ।  
 লঙ্কা জিনি মারিলেক ছুরন্ত রাবণ ॥  
 তবেত স্থস্থির হইল ভাই দুই জনে ।  
 ইহার প্রমাণ আছে সকল পুরাণে ॥  
 এই মত কৃষ্ণলীলা অন্তর বাহির ।  
 সেই সে বুঝিতে পারে যেই ভক্ত ধীর ॥  
 শুদ্ধ উপাসক হয় সাধক সুন্দর ।  
 এ সব সিদ্ধান্ত গুনি যুড়ায় অন্তর ॥  
 জানী যোগী বৈদীভক্ত কুটিলহৃদয় ।  
 সে সব এ সব গুনি প্রীতি নাহি পায় ॥  
 কন্তুরীমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ।  
 সজ্জেকপে কহিল কিছু এ সব আখ্যান ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে শ্রীকৃষ্ণ মধুরাগমনসাহিত্য  
 নাম দশমপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ \* ॥

## অথ একাদশপ্রকরণং ।

১। অথ সন্দেহভঞ্জনং ।

মামপি চাধমং দৃষ্ট্বা জগন্মধ্যে চ পাতকং ।  
দয়ালুং দুর্গতিত্রাণং শ্রীচৈতন্যং প্রসাদয়ে ॥২৫২॥

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যচরণ ।  
জয়াঈব চন্দ্র জয় গৌর ভক্তগণ ॥  
জয় জয় কবিরাজ গোসাঞি মোর প্রাণ ।  
যীহার প্রসাদে মোর এ সব সন্ধান ॥  
অনেক সন্দেহ আছে অনন্ত অপার ।  
তুই চারি লিখি মাত্র সে কৃপা তাঁহার ॥  
নানা মত ভক্তি-অঙ্গ অনেক সাধন ।  
মন্ত্রদাতা গুরু কেহ না ছাড়ে কখন ॥  
শিক্ষা দীক্ষা গুরু তুই কৃষ্ণস্বরূপ হয় ।  
বৈষ্ণবে হইলে নিষ্ঠা একত্রে মিলয় ॥  
মন্ত্রদাতা গুরু ত্যাগ করে যেই জন ।  
কোন কালে কৃষ্ণ তাকে না দেন দর্শন ॥  
শ্রীভাগবতে আছে ব্যাসের লিখন ।  
গুরুাদি ছাড়িয়া পাইল কৃষ্ণের চরণ ॥

---

জগন্মধ্যে আমার মত একমাত্র অধম ও পাতকীকে দেখিয়া  
যিনি দয়ালু হইয়া দুর্গতি হইতে ত্রাণ করিয়াছেন, আমি সেই  
শ্রীচৈতন্যের প্রসন্নতা সাধন করি ॥ ২৫২ ॥

মাতা পিতা পতি শান্ত্তী আদি গুরুজন ।  
 সব ছাড়ি কৃষ্ণপদ পাইল গোপীগণ ॥  
 গুরু ছাড়ি কৃষ্ণ পাইল এ বড় সন্দেহ ।  
 ব্যক্ত করি না কহিলে নাহি বুঝে কেহ ॥  
 বলিরাজ আদি করি যক্ষপত্নী-গণ ।  
 গুরু পতি ছাড়ি পাইল কৃষ্ণের চরণ ॥  
 স্বজন করিল ত্যাগ বিভীষণ শুব ।  
 পিতাকে করিল ত্যাগ প্রহ্লাদ ঠাকুর ॥  
 জননী করিল ত্যাগ ভরত শক্রঘন ।  
 তথাপি পাইল দৌহে শ্রীরামচরণ ॥  
 সনক সনাতনাদি চারি ব্রহ্মার তনয় ।  
 নিরাকার ছাড়ি কৈল সাকার আশ্রয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ । ১৫ । ৪৩

তস্মারবিন্দনয়নস্ত পদারবিন্দ-

কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।

অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং

সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ২৫৩ ॥

ব্রহ্মার মানস পুত্র সনক, সনন্দাদি চারি ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থে  
 বৈকুণ্ঠে গমন করিলে, দৌবারিক জয় বিজয় বেত্রাদিতে তাঁহাদিগকে  
 তাড়না করিয়া প্রাসাদপ্রকোষ্ঠে ঘাইতে দেন নাই, ইহাতে তাঁহার  
 জয় বিজয়কে শাপভ্রষ্ট ও বিষ্ণুকিন্বরের দুর্জ্জনতা দেখিয়া সর্বথা  
 নিন্দা করেন। এই ব্যাপার অবগত হইয়া লক্ষ্মীসহিত শ্রীকৃষ্ণ  
 বহির্দেশে সমাগত হন। আগমনকালে সেই পদ্মপলাশলোচন

শ্রীভাগবত আর বায়ীক পুরাণ ।

এই দুই শাস্ত্রে দেখে একট প্রমাণ ॥

তথাহি ।

ভক্তিহীনং গুরুং ত্যক্ত্বা বলিরাজো মহোত্তমঃ ।

বিভীষণস্ত স্বজনং প্রহ্লাদঃ পিতরং স্তথা ।

জননীং ভরতশ্চৈব অদ্বৈতং সনকাদয়ঃ ।

যজ্ঞপত্নী পতিত্যাগং কৃত্বৈব হরিমাশ্রিতাঃ ॥২৫৪॥

বেদের বিহিত ধর্ম সন্ন্যাসকরণ ।

যুবতী স্পর্শিলে ধর্ম হয় বিমোচন ॥

হেন ধর্ম আচরিল চৈতন্য গোসাঞি ।

এক মুখে কি কহিব তাহার বড়াই ॥

তথাহি ।

বেদস্য বিহিতং ধর্মং কলৌ কৃষ্ণঃ সমাশ্রিতঃ ।

যুবতীদর্শনে চিত্তাৎ স দূরমপি গচ্ছতি ॥ ২৫৫ ॥

হরির গলদেশে আপাদবিলম্বিনী মালাতে যে পদ্মকিঙ্করসংযুক্ত  
তুলসী গ্রথিত ছিল, তহুভয়ের মকরন্দ গন্ধ উক্ত চতুঃসনের নাসা-  
বিবরে প্রবেশ করিয়া ( তাঁহারা ব্রহ্মসেবী হইলেও ) তাঁহাদের চিত্ত  
এবং দেহকে বিক্ষোভিত করিয়াছিল ॥ ২৫৩ ॥

মহোত্তম বলিরাজ ভক্তিহীন গুরুকে, বিভীষণ স্বজনকে, প্রহ্লাদ  
পিতাকে, ভরত জননীকে, চতুঃসন ব্রহ্মজ্ঞানকে, এবং যাজ্ঞিক  
পত্নীগণ পতিকে ত্যাগ করিয়া হরিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন ॥২৫৪॥

শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে সন্ন্যাসরূপ বেদবিহিত ধর্ম আশ্রয় করিয়াছেন,  
কিন্তু সেই ধর্ম যুবতীসদর্শনে চিত্ত হইতে দূরে পলায়ন করে ॥২৫৫॥

গোপী-দর্শনে কৃষ্ণ না পারে রহিতে ।  
 যুবতী স্পর্শিলে ধর্ম রহিবে কি মতে ॥  
 তার ইচ্ছা জানি তার প্রিয় সখীগণ ।  
 রমণী ছাড়িয়া সতে হইলা রমণ ॥

তথাহি ।

ন গোপীদর্শনাৎ কৃষ্ণঃ ক্ষণমাত্রং স্থিরায়তে ।  
 অতন্তশ্চোচ্ছয়া জাতা রমণী রমণোদ্ভবা ॥ ২৫৬ ॥

যদাপি পূর্বের স্মৃতি তাহাতে না হয় ।  
 তথাপি স্থির চিত্ত স্বজন আশ্রয় ॥

তথাহি ।

যদি নৈব তথা সৌখ্যং বিনা গোপালচেষ্টিতং ।  
 তথাপি সৌখ্যং ভবতি দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি ॥ ২৫৭ ॥

পুরুষ হটয়া করে প্রকৃতি আশ্রয় ।  
 প্রকৃতি পুরুষ হয় এ বড় বিনয় ॥  
 কৃষ্ণস্মৃতি লাগি তার যত গোপনারী ।  
 প্রকৃতি পুরুষ হয়ে কৃষ্ণ আজ্ঞাকারী ॥

গোপীদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কণকাল ও স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না, অতএব তাঁহার ইচ্ছাতেই ব্রজের রমণীগণ রমণ অর্থাৎ পুরুষ-রূপে উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ২৫৬ ॥

যদিও সেই ব্রজের গোপালগণের বাল্যচেষ্টা ভিন্ন তেমন স্মৃতিশ্রবণ হয় না, তথাপি ভক্তাবতারা গোপালগণকে দর্শন ও স্পর্শন করিলে কিছু স্মৃতিশ্রবণ হয় ॥ ২৫৭ ॥



প্রণাম করিয়া কহি ভক্তগণের পায় ।  
 যত ইতি দেখে সব ক্লেশের ইচ্ছায় ॥  
 ঈশ্বর আচার জীব চাহে আচরিতে ।  
 কভু উদ্ধার নাহি তার নরক হইতে ॥  
 ঈশ্বরের আশ্রা যেই সেই বলবান্ ।  
 সেইরূপে যেই ভজে পায় পরিত্রাণ ॥  
 যদ্যপি নিকটে আছে তবু বহু দূর ।  
 আশ্রা লভি ভজিলে যায় শমনাদি পূর ॥  
 পূর্ব, পূর্ব মহাজনের যেই মত হয় ।  
 সেই মত আচরিলে পাইবে নিশ্চয় ॥  
 দণ্ডতঙ্গ লীলা এই পরম গম্ভীর ।  
 সেই বুঝে তার পায় যেই ভক্ত ধীর ॥  
 কবিরাজ গোসাঞি যেই সন্দেহ লিখিল ।  
 কি লাগি প্রভুর দণ্ড কেবা সে ভাঙ্গিল ॥  
 দণ্ডধারণে হয় ঈশ্বরসমান ।  
 ঈশ্বরদর্শনে যার করি অভিমান ॥

তথাহি ।

দণ্ডধারণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥২৫৭ক॥

দস্ত করি যাব আমি ঈশ্বরদর্শনে ।  
 যদ্যপি না হয় দয়া আমা অকিঞ্চনে ॥  
 প্রভু কহে ইহঁদণ্ড আমারে না ভাষণ ।  
 এ সময় মোরে দণ্ড রাখিতে না য়াণ ॥

---

দণ্ডধারণমাত্রেই নর নারায়ণ হইয়া থাকেন ॥ ২৫৭ ক ॥

এত বলি প্রভু দণ্ড করিল থণ্ডন ।  
 নিত্যানন্দ হাতে দণ্ড কৈল সমর্পণ ॥  
 ত্রিশ কোটি দেবতা থাকে দণ্ডের উপর ।  
 এত তার বহি যায় গৌরানন্দসুন্দর ॥  
 এত দুঃখ ভক্তগণ সহিতে না পারে ।  
 শীঘ্র যাউক দণ্ড যদি বিধি করে ॥  
 জানিয়া প্রভুর ইচ্ছা নিত্যানন্দ রায় ।  
 ভাঙ্গিল প্রভুর দণ্ড প্রভুর ইচ্ছায় ॥  
 প্রভু ইচ্ছায় ভক্তদুঃখ সহিতে নারিল ।  
 সেই থানে সেই দণ্ড দুই থণ্ড কৈল ॥  
 এতেক সন্দেহ ছিল কেহ নাহি জানে ।  
 মজ্জেকপে কহিল ইহা শুন ভক্তগণে ॥  
 রাধিকার ভাব হৃদে করিয়াছে অঙ্গীকার  
 এই ভাবে হয় নানা অদ্ভুত বিকার ॥  
 রাধিকাতে যাহা নাহি তাহা কেনে হয় ।  
 অতএব ঘুচাইব মনের সংশয় ॥  
 হৃষ্টান্ত দিয়া কহি তবে লোকে জানে ।  
 অস্ত্র বিজ্ঞের বোধ হয় শাস্ত্র প্রমাণে ॥  
 মহামাদক দ্রব্যে যার বিকার নাহি হয় ।  
 যেই জন থায় তার জীবন সংশয় ॥  
 সেই মহাভাব হয় মাদকসমান ।  
 তদাশ্রিত হৈলে তার না রহে পরাণ ॥  
 চক্রবৎ ভ্রমে সেই না হয় স্থির ।  
 নানা ভাব ব্যাপিয়াছে সকল শরীর ॥

তথাহি ।

এষএব মহাভাবঃ মাদকত্বেন কথ্যতে ।

তদ্ভাবাশ্রয়কারীতু চক্রবদ্ভ্রাম্যতে সদা ॥২৫৮॥

সেই ভাব আশ্রিয়াছে শ্রীচৈতন্য প্রভু ।

কখন মানুষরূপ কুর্মাাকার কভু ॥

তথাহি ।

রাধিকার্যাং মহাভাবং শ্রীচৈতন্যঃ সমাপ্রিতঃ ।

নরাকারঃ প্রভুরপি কুর্মাাকারো ভবেন্যতঃ ॥২৫৯॥

অবিকার মহাভাব বিকার নাহি তার ।

যে জন গ্রহণ করে এই ব্যবহার ॥

গৌণ মুখ্যার্থ কিবা অময় ব্যতিরেকে ।

বেদের প্রতিজ্ঞা মাত্র কহিয়ে কৃষ্ণকে ॥

সনাতনে শিক্ষা প্রভু এ চারি কহিলা ।

এ চারি প্রকার কহি সন্দেহ জন্মাইলা ॥

গান্ধু শাস্ত্র অনুসারে সন্দেহভঞ্জন ।

সঙ্কেপ করিয়া কহি দিগ্‌দরশন ॥

গৌণ অর্থে বাসুদেব নন্দমুত হৈয়া ।

অম্বর সংহার করে স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া ॥

এই মহাভাবকেই মাদক বলিয়া উল্লেখ করা যায় । এবং যিনি সেই মহাভাবের আশ্রয়কারী তাঁহাকে চক্রবৎ ভ্রাম্যমাণ হইতে হয় অর্থাৎ উন্নত হইয়া থাকেন ॥ ২৫৮ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধাবিষয়ক মহাভাবকে আশ্রয় করিয়াছেন, এবং যে মহাভাবের বশে নরাকার হইয়া ও কুর্মাাকার হইয়া থাকেন ॥ ২৫৯ ॥

তথাহি ।

দৈত্যসংহারকার্যেষু বাসুদেবঃ প্রমত্ততে ।

নন্দস্তাত্মজরূপেণ শ্রুতিগৌণীতি কথ্যতে ॥ ২৬০ ॥

স্বস্থার্থে কৃষ্ণ হ্রয়েন সৰ্ব্ব অবতংস ।

বাসুদেব আদি যত সব তাঁর অংশ ॥

সৰ্বাংশী সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মাদকারক ।

তাঁহার কলার কলা জগৎপালক ॥

তথাহি ।

স্বস্থার্থে ভগবান্ কৃষ্ণে বাসুদেবস্তদংশকঃ ।

সৰ্বাংশী চ সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠো জগদাত্মাদকারকঃ ॥ ২৬১ ॥

অবয়বশব্দে সম্বন্ধ কহি স্বরূপনিরূপণ ।

কল্প কৃষ্ণ অবতার হয় নারায়ণ ॥

তথাহি ।

অন্বয়ার্থেতু সম্বন্ধঃ স্বরূপস্য নিরূপ্যতে ।

দৈত্য সংহারাদি কার্য্য বাসুদেবের, ইহাই ভক্তি শাস্ত্রজ্ঞদিগের  
অভিমত, নন্দাত্মজরূপে যে অসুরসংহার, তাহা গৌণী শ্রুতি,  
অর্থাৎ সে বেদবাক্য অপ্রধান ॥ ২৬০ ॥

তত্ত্ব পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্,  
বাসুদেব তাঁহার অংশমাত্র । শ্রীকৃষ্ণ সকল অংশের অংশী,  
সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং জগতের আত্মাদকারী ॥ ২৬১ ॥

স্বরূপের বা সাকারের অর্থাৎ দ্বৈতবাদাভিপ্রেত সত্ত্ব ব্রহ্মের  
যে সম্বন্ধ তাহাই অন্বয়ার্থে নিরূপিত হয়, এই কারণে নারায়ণ ও

নারায়ণো ভবেৎ কৃষ্ণঃ কচিদ্দৈবং নিগদ্যতে ॥২৬২॥

ব্যতিরেক শব্দে শাস্ত্রে কহে নিরাকার ।

তেহৌ আসি কৃষ্ণরূপে করে অবতার ॥

তথাহি ।

ব্যতিরেকোহপি শব্দেন স্বরূপাভাব ইয্যতে ।

স্বয়মেব স্বস্বরূপঃ স্বেচ্ছয়া আশ্মিরঞ্জনঃ ॥ ২৬৩ ॥

অংশস্বরূপ কৃষ্ণের কৃষ্ণ নিত্য হয় ।

কৃষ্ণ অঙ্গপ্রভা ব্রহ্ম, পুরাণেতে কয় ॥

কোথাও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েন, ইহা দ্বিতীয় প্রকারের নিরূপণ জানিবে । অদ্বয় শব্দে “তৎসত্ত্বে তৎসত্ত্বা” অর্থাৎ তাহা থাকিলে, তাহা থাকে । এখানে কৃষ্ণ মূল, তাঁহার সত্ত্বাতেই বাসুদেব নারায়ণাদির সত্ত্বা । সুতরাং বাসুদেব নারায়ণ প্রভৃতিতে সেই কৃষ্ণেরই অদ্বয় বা সদ্ধক সিদ্ধাস্তিত হয় । এ কারণে কৃষ্ণ নারায়ণ ও নারায়ণ কৃষ্ণ হইতে পারেন । এক প্রদীপে বহু প্রদীপের উৎপত্তি হয়, প্রত্যেকের শক্তি বা সাদৃশ্যগত কোনই পার্থক্য নাই, তথাপি মূল শক্তি অল্প শক্তির কারণ এবং মূলের সত্ত্বাতেই অপরের সত্ত্বা জানিবে ॥ ২৬২ ॥

ব্যতিরেক শব্দে স্বরূপের অভাব কহে । সুতরাং স্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই স্বেচ্ছাবশতঃ নিরাকার হয়েন । এবং নিরাকার ও কৃষ্ণ অঙ্গে মিলিত হইয়া অবতার করেন । কারণ কৃষ্ণাঙ্গপ্রভাই যখন নিরাকার ব্রহ্ম, তখন সূর্য্যাকিরণের আকৃষ্টন প্রসারণের দ্বায়, শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে ঐ প্রভা বা ব্রহ্মের গমনাগমন হই সম্ভব ॥ ২৬৩ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়ং ৪০ ।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-  
কোটিবিশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নং ।

তদ্ব্রহ্মা নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৬৪ ॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যার ব্রহ্মের বিভূতি ।

সেহ গোবিন্দের হয় অঙ্গপ্রভা কাস্তি ॥

সে গোবিন্দ ভজি আমি তেঁহো মোর পতি ।

যাহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি ॥

ইতি ব্রহ্মবাক্যং ।

“তিন দ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে ।

কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিঙ্কুনীরে ॥”

ঈশ্বরলীলা বলি যদি ইথে কি সংশয় ।

লোক মানসিক লীলা কেমনে বা রয় ॥

শ্রীকবিরাজ গোসাঞি অন্তত্ৰ লিখিল ।

নিত্য শ্রেষ্ঠা মানসিক দুই ত রতিল ॥

সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল ।

যার ধ্বনি শুনি নৈষধ হৈলা পাগল ॥

চৈতন্য গোসাঞি নাচে যার সম্প্রদায় ।

লোক ভিড় হৈলে কেহ দেখিঙে না পায় ॥ ।

প্রভু কহে হেন শক্তি মোর যদি হয় ।

সাত সম্প্রদায়ে নাচি সকলে দেখয় ॥

---

এই শ্লোকের অনুবাদ ৫৫পৃষ্ঠে ১১০ নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥ ২৬৪

ভাবাবেশে নাহি প্রভুর নিজামুগ্ধান ।  
 ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান ॥  
 কভু একমূর্ত্তি কভু হয় বহুমূর্ত্তি ।  
 কার্য্য অমুরূপে প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি ॥  
 এই ত সন্দেহ মনে বিশেষ আছিল ।  
 গোসাঁঞির সূত্র দিয়া সন্দেহ ভাঙ্গিল ॥  
 অনন্ত সন্দেহ আছে কে বুঝিতে পারে ।  
 ছুই চারি কহিলাম বুদ্ধি অমুরূপে ॥  
 কস্তুরী মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ।  
 সজ্জেকপে কহিল কিছু এ সব আখ্যান ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে সন্দেহভঞ্জনং নাম একাদশ-  
 প্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ \* ॥

## অথ দ্বাদশপ্রকরণং ।

১। অথ রাগনার্গেণ প্রাপ্তিঃ ।

নমামি কৃষ্ণচৈতন্যং জগন্মোহনমোহনং ।  
 যৎকৃপালেশমাত্রেন সর্ব্বসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ॥ ২৬৫ ॥

---

যাহার কৃপা কটাক্ষ মাত্রের নিঃসংশয়ে সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে,  
 সেই জগন্মোহনের মোহনকারী কৃষ্ণচৈতন্যকে নমস্কার করি ॥ ২৬৫ ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যচরণ ।  
 জয়াঈবতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তগণ ॥  
 কামগায়ত্রী বিচারিলে বস্তুজ্ঞান হয় ।  
 অপ্ৰাকৃত হৈয়া করে প্রাকৃত আশ্রয় ॥  
 গুরু গোসাঞি কৃপা করি বীজ আরোপিল ।  
 বীজের মূর্তি রাখাক্ষণে তারে দেখাইল ॥  
 সেই বীজ যত্ন করি করিব পালন ।  
 তার লাগি গুরু পূর্বে করাইল সেচন ॥  
 সাধুসঙ্গে ধ্যান পূজা শ্রবণ কীর্তন ।  
 ইহাতে পাইবে রাখাক্ষণের চরণ ॥  
 যেই আত্মা বলবান্ গুরুদেবে হয় ।  
 অগ্রথা যে করে তার নরক নিশ্চয় ॥  
 গুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণ হয়েন আপনে ।  
 জীবের নিস্তার হেতু করেন চেতনে ॥  
 ঠগ চোর কামুক ধূর্ত শঠ মূর্থগণ ।  
 বৈষ্ণবের ভেকে আসি হয় প্রবেশন ॥  
 পরধন নিবার হেতু পথ ভুলাইয়া ।  
 সামান্য বলবান্ করায় সব ছাড়াইয়া ॥  
 অনিত্য শরীর তাকে করায় নিত্য জ্ঞান ।  
 ব্রহ্মজ্ঞানী ভক্ত সেই যায় ব্রহ্মধাম ॥  
 ক্রীসঙ্গ করে যেই সহজ প্রীতিবলি ।  
 অগ্নিতে পড়িয়া মরে পতঙ্গ সকলি ॥  
 কৈবর্তের আচরণ আচরিতে চায় ।  
 সেই ছই মহাপাপী নরকেতে যায় ॥



“বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন ।  
 কামগায়ত্রী কামবীজ যার উপাসন ॥”  
 কবিরাজ গোসাঞির কথা চারি বেদ সার ।  
 ছয় শাস্ত্র অষ্টাদশ পুরাণাদি আর ॥  
 গোসাঞির কথা ইথে না যায় থগুন ।  
 বুঝিতে না পারি করি অর্থের কল্লন ॥  
 কামগায়ত্রী কামবীজ দুই ত প্রকার ।  
 কৃষ্ণের গায়ত্রী, বীজ হয় রাধিকার ॥  
 দৌহে দৌহাকার মন্ত্র করে উপাসনা ।  
 তাহাতেই মহানন্দে সুখী দুই জনা ॥  
 গুরু বিনে মন্ত্রদাতা কে আছে ভুবনে ।  
 গুরু বিনে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে কেমনে ॥  
 যোগমায়া ভগবতী দৌহাকার গুরু ।  
 সেই মন্ত্র উগদেশে প্রেমকল্লতরু ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে । ১০ । ২২ । ১ ।

ভগবানপি তারাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ ।

বীক্ষ্য রস্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিত ॥ ২৬৬ ॥

দৌহাকার মন্ত্র দৌহে ভাবয়ে অন্তরে ।  
 দৌহার স্বরূপ দৌহে দেখে নিরস্তরে ॥  
 শ্রাম বর্ণ পীত বস্ত্র দ্বিভুজ বংশীধর ।  
 মণি মুক্তা অভরণ বয়স্ কৈশোর ॥

---

ষড়ৈশ্বর্যাপূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শরৎকালীয় উৎকৃষ্ট মল্লিকা-  
 শোভিত সেই রাত্রি সন্দর্শন পূর্বক যোগমায়াকে নিকটে আশ্রয়  
 করিয়া রমণেচ্ছু হইয়াছিলেন ॥ ২৬৬ ॥

নৃপুং কিঙ্কণী শোভে শ্রবণে কুণ্ডল ।  
 পূর্ণচন্দ্র জিনি মুখ অলক উজ্জ্বল ॥  
 চুড়ায় ময়ূরপুচ্ছ গলে গুঞ্জাহার ।  
 এই রূপ সদা হৃদে জাগে রাধিকার ॥  
 কৃষ্ণ প্রাণেশ্বরী রাধা নীলবসন ।  
 সৌদামিনী জিনি অঙ্গ তপত কাঞ্চন ॥  
 নীলপদ্ম জিনি নেত্র রক্ত অধর ।  
 নানা মণি আভরণ বদন সুধাকর ॥  
 উচ্চ বক্ষ গলীণ কটি হংসগতি চলে ।  
 এইরূপ সদা কৃষ্ণ ভাবেন নিশ্চলে ॥  
 রাধার স্বরূপ মস্ত্র জপিতে জপিতে ।  
 চিন্তা দৃঢ় হৈঞা লাগে না পারে ছাড়িতে ॥  
 “শৃঙ্গার রসরাজ ময় মূর্তিধর ।  
 অতএব আত্মা পর্যাস্ত সর্বচিন্তা হর” ॥

তথাহি ।

রাধাসঙ্গে যদা সঙ্গঃ শৃঙ্গাররসমূর্তিকঃ ।  
 তেনাপি জগদাকর্ষি ত্রীড়ারূপী স্বয়ং হরিঃ ॥২৬৭॥  
 কামগায়ত্রী কামবীজের কি কতি মহিমা ।  
 পরস্পর কৃষ্ণ তার দিতে নারে সীমা ॥  
 হেন দুই মস্ত্র বেই করে উপাসনে ।  
 রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় শ্রীমুন্দাবনে ॥

শৃঙ্গার রসময় মূর্তিধারী ও ত্রীড়ারূপী স্বয়ং হরি যখন মিলিত  
 হইলেন, তাহাতেও জগৎ আকৃষ্ট হয় ॥ ২৬৭ ॥

তথাহি ।

কামগায়ত্রিকা মন্ত্রো গায়ত্রীতি চ কথ্যতে ।

গৃহুন্তি সাধকা এতাং প্রয়ান্তি ব্রজমণ্ডলং ॥ ২৬৮ ॥

কামগায়ত্রী কামবীজের মহিমা সমুদ্র ।

আমি কি কহিব নাহি জানে ব্রজা বৃন্দ ॥

সেই জন জানে যেই করে উপাসনা ।

রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় এড়ায় যাতনা ॥

সখীর অলুগা হইঞা করিব ভজন ।

নিরন্তর গায়ত্রী বীজ করিব সাধন ॥

তাহাতে নিগূঢ় বস্তু প্রেম উপজিব ।

সাধকমেহ সিদ্ধমেহে দৌহে আচরিব ॥

দৌহার বিশ্বাসনিষ্ঠা দেহ সমর্পণ ।

এই চারি মিলি হয় নীরিতি লক্ষণ ॥

এই চারির বশ কৃষ্ণ ইথে কৃষ্ণ পায় ।

দৃঢ় করি এই কথা ভাগবতে গায় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ । ৮২ । ৪৪ ।

য়স্মি ভক্তির্হি হৃদ্যান্তঃকৃত্যয় কল্পতে ।

দিষ্ট্যা বদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ২৬৯ ॥

কামগায়ত্রী মন্ত্রকেই সজ্জিগু কথায় গায়ত্রী বলা যায় ।  
সাধকগণ এই গায়ত্রীসাধনেই ব্রজধাম প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৬৮ ॥

ভগবান্ গোপীগণকে কহিলেন, প্রাণিগণ আমার প্রতি ভক্তি  
করিলে, তাহাতেই মোক্ষ-হইতে পারে । বড়ই আনন্দের কথা  
যে, আপনারা আমাকে যে স্নেহ করিয়াছেন তাহাতে আমাকেই  
প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২৬৯ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ ভক্ত স্বরূপ প্রকৃতি ।

অতএব দৌহে মিলি আচরে পীরিতি ॥

সাধকে সাধিলে বস্তু সিদ্ধদেহে পায় ।

মিথুনে রোগিলে ধা মকরেতে থায় ॥

তথাহি ।

সিদ্ধদেহে ভবেৎ প্রাপ্তিঃ সাধকে যৎ সমাচরেৎ ।

মিথুনে রোপিতং ধাত্বং মকরে গৃহমাগতং ॥ ২৭০ ॥

ধনুর্বেদ না জানিলে যুদ্ধে কৈছে যাবে ।

ধনুর্বিদ্যা শিখি তবে রণে আউগাবে ॥

তথাহি ।

ধনুর্বেদং ন জানাতি কথং যুদ্ধে সমাগতঃ ॥ ২৭১ ॥

সখী অনুগত হৈঞা পীরিতি আচরি ।

রাধাকৃষ্ণ সহ প্রাপ্ত হয় ব্রজপূরী ॥

পীরিতির বশ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।

অপ্রীতে ভজ্ঞঞা লক্ষ্মী না পাটল চরণ ॥

স্বকীয়া সম্বন্ধ যার নারায়ণ পতি ।

পরকীয়া ভাবে কৃষ্ণ না করিল রতি ॥

অতএব না পাটল ব্রজেন্দ্রনন্দন ।

শ্রীভাগবতে আছে ব্যাসের লিখন ॥

আষাঢ় মাসে ধাত্ব রোপণ করিলে যেমন মাঘ মাসে তাহা  
গৃহে ফিরিয়া আটসে, সেইরূপ সাধকদেহে যাহা আচরণ করা যায়,  
তাহাই সিদ্ধদেহে লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৭০ ॥

ধনুর্বেদ না জানিয়া কিরূপে যুদ্ধে উপস্থিত হইবে ? ॥ ২৭১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪৭।৬০।

নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ

স্বর্ঘোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যঃ ।

রাসোৎসবেহস্ত ভুজদগুহীতকণ্ঠ-

লক্কাশিষাং য উদগাদ ব্রজসুন্দরীণাং ॥ ২৭২ ।

বৈধীমার্গে ভজে কৃষ্ণ ভাবে উপপতি ।

মহিষীর গণ পায় দ্বারকা বসতি ॥

তথাহি হরিভক্তিরসামৃতনিকৌ । ১।২।১৫৭

রিরংসাং স্তম্ভ কুর্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে ।

কেবলেনৈব স তদা মহিষীভ্রময়াৎ পুরে ॥ ২৭৩ ॥

কেবল পীরিতি রসে সখী অনুগত ।

রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হেতু এই দুই মত ॥

ইহা দিয়া ভুলাইব অজ্ঞ জীবগণে ।

শিক্ষা দিয়া সাধিব নিজের প্রয়োজনে ॥

এই মত আগনে না করে আচরণ ।

আচরিলে শেষে হবে নরকে গমন ॥

রাসোৎসবে কৃষ্ণের ভুজদণ্ডে ব্রজসুন্দরীগণের কণ্ঠদেশ গৃহীত হইলে তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় যে প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রসন্নতা নিতান্ত অনুরাগপাত্রী লক্ষ্মীদেবীর ভাগ্যেও যখন ঘটে নাই, তখন গদ্যগন্ধা অপর স্বর্গকামিনীগণেরও ত কথাই নাই ॥ ২৭২ ॥

যে স্ত্রী বা পুরুষ রমণাভিলাষী হইয়া কেবল বিধিমার্গেই সেবা করেন, তিনি দ্বারকাতে মহিষীও প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২৭৩ ॥

“বৈরাগী হইঞা করে প্রকৃতি সন্তাষণ ।

কভু নাহি হেরে কৃষ্ণ তাহার বদন” ॥

অন্তর্মনা চেষ্টা সদা গিদ্ধের সেবন ।

আশ্রিত দেহে হরিনাম শ্রবণ কীর্তন ॥

অন্ত অভিলাষ ছাড়ি অন্ত অভ্যাসন ।

কৃষ্ণ অমুশীলনে থাকিবে সর্বদগণ ॥

কন্তুরী মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ।

সজ্জগে কহিল কিছু শিক্ষা অভিধান ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধাস্ত-চম্পোদয়ে রাগনার্গীভূসারেণ প্রাপ্তি-  
নিরূপণং নাম দ্বাদশপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ \* ॥

## অথ ত্রয়োদশপ্রকরণং ।

১ । অথ সহিত্ব নিহেতু নিরূপণং ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দং কৃপানিধিং ।

অবৈতাদি ভক্তবৃন্দং প্রণম্য তস্ত তুষ্ঠয়ে ॥ ২৭৪ ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যচরণ ।

জয়বৈতল জয় গৌরভক্তগণ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বৈদী তত্ত্ব অনন্ত অপার ।

সহিত্ব নিহেতু ভেদে দুই ত প্রকার ॥

---

শ্রীচৈতন্যের সন্তোষার্থ, অবৈতাদি ভক্তবৃন্দকে প্রণাম করিয়া  
শ্রীচৈতন্যপ্রভু ও কৃপানিধি নিত্যানন্দপ্রভুকে বন্দনা করি ২৭৪ ॥

ঋষ গজেন্দ্র আর রাজা পরীক্ষিৎ ।

প্রহ্লাদ সবার শ্রেষ্ঠ হেতুবর্জিত ॥

তথাহি ।

অভিমন্যুজ্ঞাজো রাজা সুনীতিজ-গজেন্দ্রকো ।

সহেতবস্ত্রয়ো ভক্তাঃ প্রহ্লাদো হেতুবর্জিতঃ ॥২৭৫

এই তিন ভক্ত কৃষ্ণের হেতুমধ্যে গণি ।

আত্মস্বথ হেতু তিনে আইলা অবনি ॥

ব্রহ্মশাপ লাগি হেতু রাজা পরীক্ষিৎ ।

শুকমুখে শুনিলেন ভাগবত গীত ॥

ব্রহ্মশাপ না হইলে কোন প্রয়োজনে ।

ভাগবত শুনি নিস্তারিলা ত্রিভুবনে ॥

তথাহি ।

অপমৃত্যোর্নাভবিত্যং পরীক্ষিদযদি কাতরঃ ।

নাশ্রোষ্যচ্ছুকসান্নিধ্যে রাজা ভাগবতীং কথ্যং ॥২৭৬

পূর্বের ইন্দ্রহ্যম রাজা প্রচণ্ড প্রতাপে ।

হস্তী হৈয়া জনমিলা অগস্ত্যের শাপে ॥

জল খাইবারে গেলা সরোবরতীরে ।

দৈবযোগে পদে আসি ধরিল কুন্তীরে ॥

অভিমন্যুনান্দন রাজা পরীক্ষিৎ, সুনীতির পুত্র ঋষ, এবং গজেন্দ্র  
এই তিন জনের ভগবদাশ্রয় সহিত আর প্রহ্লাদের ভগবদাশ্রয়  
হেতুরহিত ॥ ২৭৫ ॥

যদি নির্দিষ্ট অপমৃত্যু হইতে রাজা পরীক্ষিৎ কাতর না হইতেন  
তাহা হইলে তিনি শুকদেবের নিকট কখনই ভাগবত কথা শ্রবণ  
করিতেন না ॥ ২৭৬ ॥

কুস্তীরের শক্তি নাহি জলে ডুবাইতে ।  
 হস্তির নাহিক শক্তি ডাঙ্গাতে তুলিতে ॥  
 ছই জনে যুদ্ধ করে সহস্র বৎসর ।  
 অনাহারে কাতর হইলা করিবর ॥  
 এক পদ্য শৃংগ করি কৃষ্ণে সমর্পিলা ।  
 দয়াল গোবিন্দ তারে আগনে রাখিলা ॥  
 মরণের ভয়ে লইল কৃষ্ণের শরণ ।  
 অর্ন্তএব হেতুভক্ত এই সে কারণ ॥

তথাহি ।

নক্রযুদ্ধে হতা শক্তির্গজরাজস্য যততঃ ।

“রক্ষ মাং কৃপয়া নাথ” দধ্যো শ্রীমধুসূদনং ॥২৭৭॥

উস্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহাশয় ।  
 সিংহাসনে চড়িবার করিল আশয় ॥  
 দারুণ সতাই তারে ঠেলিয়া ফেলিল ।  
 ভূমীতে পড়িয়া শিশু কান্দিতে লাগিল ॥  
 স্নানীতির কাছে গিয়া কৈল নিবেদন ।  
 সতাই না দিল মোরে চড়িতে সিংহাসন ॥  
 অবৈষ্ণব তোর মাতা শুন রে পাগিষ্ঠ ।  
 সিংহাসনে উঠিবার কি কর আবিষ্ট ॥  
 এত শুনি মাতা বলে শুন রে তনয় ।  
 যে কিছু কহিল সতাই কিছু মিথ্যা নয় ॥

---

\* যেহেতু কুস্তীরের সহিত যুদ্ধ করিয়া গজরাজের শক্তি লোপ  
 হইয়াছিল, সেই জন্যই “হে নাথ, আমাকে দয়া করিয়া রক্ষা কর”  
 এই বলিয়া বিপদে মধুসূদনের ধ্যান করিয়াছিলেন ॥ ২৭৭ ॥



আমি নাহি ভজি কৃষ্ণ জনম দুঃখিনী ।  
 সিংহাসন কোথা পাবে শুন বাছা তুমি ॥  
 মধুবনে যাঞা কৃষ্ণ করহ ভজন ।  
 অবশ্য পাইবে বাছা রাজসিংহাসন ॥  
 মায়ে বচন শুনি কান্দিতে কান্দিতে ।  
 মধুবনে গেলা ঐব ভাবিতে ভাবিতে ॥  
 পথে বাহিতে নারদের সঙ্গে হইল দেখা ।  
 শ্রীমন্ত গ্রহণ কৈল কপালের লেখা ॥  
 ঐবের তপস্যা সেই অকথ্য কাহিনী ।  
 বেদ বিধি অগোচর লোকে নাহি জানি ॥  
 সজ্জপে কহিল এই ঐবের ভজন ।  
 সাক্ষাতে আসিয়া কৃষ্ণ দিল দরশন ॥  
 বর নেহ বাছা তুমি শুন রে কুমার ।  
 ঐব কহে মতি রহ চরণে তোমার ॥  
 তবে তারে প্রসন্ন হইয়া বর দিল ।  
 সপ্ত স্বর্গ উপরে তাহার স্থান হৈল ॥  
 কৃষ্ণের ইচ্ছাতে ঐব পাইল সিংহাসন ।  
 অতএব হেতুভক্ত এই সে কারণ ॥  
 নির্হেতু ভক্তমধ্যে প্রহ্লাদ ঠাকুর ।  
 কৃষ্ণ পদে রতি মতি আছয়ে প্রচুর ॥  
 আপনার স্মৃতিচেষ্টা কোন কালে নয় ।  
 কৃষ্ণস্মৃতি হেতু চেষ্টা জানিহ নিশ্চয় ॥  
 কত রূপে রাজা তাকে করিল তাড়ন ।  
 তথাপি নহিল কৃষ্ণে বিচলিতমন ॥

নানারূপে পিতা তারে তাড়ন করিল ।  
 তথাপি তাঁহার মন ক্রোধে না ছাড়িল ॥  
 প্রহ্লাদ পিতার বাক্য না করি গ্রহণ ।  
 শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সমর্পিল মন ।  
 রাগী ভক্ত সহেতু নির্হেতু যদি হয় ।  
 কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র হেতু কভু নয় ॥  
 অতএব নির্হেতু ব্রজবাসিগণ ।  
 কৃষ্ণসুখ উপাদান এ সুখ কারণ ॥  
 শ্রদ্ধা শব্দে নিষ্ঠা কহি বাড়ে ভক্তি লেহ ।  
 সাধুসঙ্গ তারে যাতে হয় অনুগ্রহ ॥  
 ভজন ক্রিয়া শব্দে কহি তব নিরূপণ ।  
 সাধকের ক্রম এই জানিহ কারণ ॥  
 মনের দৃঢ়তা করি কুটি নাহি যত ।  
 অনর্থনিবৃত্তি এই সাধুব সম্মত ॥  
 নিষ্ঠা শব্দে ঐকান্তিক জানিহ নিশ্চয় ।  
 বদ্বৈহ সংগ্রহ করে রুচি শব্দে কয় ॥  
 সতত নিগুণ যাতে আসক্তি সে হয় ।  
 বিশেষ আক্রান্ত যাতে তাকে প্রীতি কয় ॥  
 শুদ্ধসত্ত্ব রতি হৈলে তারে ভাব কয় ।  
 সে ভাব নিবিড় প্রেম জানিহ নিশ্চয় ॥  
 সতত আল্লাদযুক্ত দয়ার সহিত ॥  
 স্নেহ করি কহি তারে জানিহ নিশ্চিত ॥  
 গাঢ়ভৃগু হর্ষযুক্ত তারে কহি মান ।  
 যাহাতে না পায় করে সতত অনুমান ॥

আত্মোদ্ভ্রম সর্বস্ব করে সমর্পণ ।  
 প্রণয় বলিয়া ভারে বলে বৃথগণ ॥  
 স্বভাব হৈতে যদি তাঁরে কহি রাগ ।  
 রাগাবিষ্ট হৈলে তার নাহি কোন দাগ ॥  
 হর্ষ বিবাদযুক্ত দৈন্ত পদে পদে ।  
 আত্মনিন্দা বোধে উক্তি প্রতিবাক্যে বধে ॥  
 নায়কে দর্শিয়া করে বিধাতা নিন্দন ।  
 এই কহিলাম অনুরাগের গঠন ॥  
 শুদ্ধসত্ত্ব সেবাতে সতত অনুরতা ।  
 তবে ত কহিয়ে তাঁরে ভাব-আবিষ্টতা ॥  
 সেই ভাবরূপা হয় যত সখীগণ ।  
 মহাভাব-অনুগতা জানিহ কারণ ॥  
 সর্বোৎকৃষ্ট মহাভাব নাহি যার পর ।  
 সর্ব সাধু নাহি জানে গোপিকাগোচর ॥  
 এই সব শিখাইয়া মন ফিরাইবে ।  
 প্রণত হইলে পাছে তারে শিক্ষা দিবে ॥  
 কস্তুরী মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ।  
 সহেতু নিহেতু কহি সজ্জপ আখ্যান ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে সহেতু নিহেতু নিরূপণং না-  
 মস্মৈদ শ্রবণকরণং সম্পূর্ণং ॥ \* ॥

## অথ চতুর্দশপ্রকরণং ।

১। অথ আদেত্যার কুস্তকারভক্ত-চরিত্রং ।

নমাম্যাদৌ কৃপাদৃষ্টি-কৃতার্থীকৃতভূতলে ।

সর্ববাহ্যাকল্পতরুং শ্রীগুরুং পুরুষোত্তমং ॥ ২৭৮ ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যচরণ ।

জয়াঐবতচন্দ্র জয় গৌরভক্তগণ ॥

এক দিন নীলাচলে চৈতন্য নিতাই ।

জগন্নাথের গুণ কহে বসি ছই ভাই ॥

শ্রদ্ধ কহে নিত্যানন্দ কর অবধান ।

জগন্নাথ সম কেহ নাহি দয়াবান্ ॥

“আছিল দৈত্যারি নামে এক কুস্তকার ।

একশত চল্লিশ বৎসর বয়স্ তাহার ॥

জগন্নাথের আটকা গঠে তাঁর গুণ গায় ।

জগন্নাথ দেখিবারে কখন না যায় ॥

এক দিন জগন্নাথ হৃদয় করিল ।

দৈত্যারি মোরে কভু দেখিতে না আইল ॥

মোর নাম গুণ গায় সদাই অস্থির ।

শ্বেদ কম্প পুণকাক্ষ গদগদ শরীর ॥

নিরন্তর থাকি আমি নিকটে তাহার ।

স্বভক্ত ছাড়িতে ইচ্ছা না হয় আমার ॥

---

১. ষাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে ভূতল কৃতার্গ, সেই ভূতলে প্রথমতঃ সর্ব-  
বাহ্যাকল্পতরু ও পুরুষোত্তমরূপী শ্রীগুরুদেবকেই নমস্কার করি ॥ ২৭৮

আজি আমি তাহারে করিব আশ্রয়সাথ ।  
 তন্ত্রাধীন হই আমি নাম জগন্নাথ ॥  
 হেন কালে স্বর্ণপাত্রে যে দুগ্ধ আছিল ।  
 সেই দুগ্ধ লৈয়া প্রভু আপনে চলিল ॥  
 কৈশোর বয়স্ বেশ ব্রাহ্মণনন্দন ।  
 রূপ দেখি মূর্ছা যায় কোটি মদন ॥  
 এই মতে গেলা প্রভু কুন্তকারগৃহে ।  
 রূপ দেখি চেতন নাহি কুন্তকারদেহে ॥  
 কি কহিব কি করিব বাক্য নাহি সরে ।  
 কহিতে লাগিলা কিছু করি যোড় করে ॥  
 কাহ্ন নাহি দেখি গুনি একরূপ মোহন ।  
 কোথা হৈতে আইলা তুমি কিসের কারণ ॥  
 বিপ্র কহে থাকি আমি পুরীর ভিতর ।  
 নিজ পড়িছা আমি জগন্নাথের কিঙ্কর ॥  
 এই গ্রামে থাক তুমি না দেখি তোমারে ।  
 অতএব আইলাম আমি তোমা দেখিবারে ॥  
 জগন্নাথের হও তুমি কৃপার ভাজন ।  
 জগন্নাথের প্রসাদী দুগ্ধ করহ ভোজন ॥  
 পাত্র ধুইরা রাখিহ আসিব পুনর্ব্বার ।  
 পাত্র লৈয়া যাব আমি কহিল নির্দ্বার ॥  
 এত বলি সেই বিপ্র হৈলা অন্তর্ধান ।  
 কি দেখিহু কি গুনিহু করে অহুমান ॥  
 এমন মনুষ্য নাকি রহে পৃথিবীতে ।  
 কি করিব কোথা যাব নাগি পাশ্র্ব্বিতে ॥

এত বলি সেই দুঃখ করিলা ভোজন ।  
 পুনঃ পুনঃ প্রেগাবেশে হয় অচেতন ॥  
 হেন কালে জগন্নাথের ভোজনকাল হৈল ।  
 দুঃখ খুরী নাহি ঘরে চমক পড়িল ॥  
 এথা ছিল কেবা নিল'করে হাহাকার ।  
 শুনিলে নৃপতি প্রাণ বদ্বিবে সভার ॥  
 দুই একে কানাকানি সর্বত্র জানিল ॥  
 নাহিক স্বর্ণের খুরী নৃপতি শুনিল ॥  
 সকল ব্রাহ্মণে জড় করিলা রাজন্ ।  
 তোমা সভা বিনে কেবা নিল অস্ত্র জন ॥  
 পুত্রীর মাঝারে কেহ নারে প্রবেশিতে ।  
 জগন্নাথের দ্রব্য কেবা আইলা লইতে ॥  
 স্বর্ণপাত্র আনি দেহ যদি ভাল চাহ ।  
 আমার হস্তেতে আজি না বাঁচিবে কেহ ॥  
 সকল ব্রাহ্মণে রাজা করিছে তাড়ন ।  
 সবাই লইল জগন্নাথের শরণ ॥  
 রাত্রি কালে জগন্নাথের আদেশ হইল ।  
 আমার সামগ্রী কেহ চুরি না করিল ॥  
 দৈত্যাদি নামে এক আছে কুস্তকার ।  
 পরম ধার্মিক সেই সেবক আমার ॥  
 সেই স্বর্ণপাত্র আছে তাহার বাঁচিতে ।  
 দুঃখ লৈয়া গেলাম আমি তাহাকে দেখিতে ॥  
 নীত্র যাইয়া আন পাত্র শুনহ রাজনে ।  
 মিথ্যা হুঃখ দেহ কেন সকল ব্রাহ্মণে ॥

এত শুনি মহারাজ হৈলা চমৎকার ।  
 স্বগণ সহিত যায় যথা কুস্তকার ॥  
 দৈত্যারি বসিয়া আছে আটিকা গঠিতে ।  
 হেন কালে গেলা রাজা স্বগণ সহিতে ॥ ১  
 তাঁহার চরণে সবে করে নমস্কার ।  
 দৈত্যারি কহে এহো কোন্ ব্যনহার ॥  
 ঈশ্বরস্বরূপ হও সকল ব্রাহ্মণ ।  
 আমি কোন জন হই পাপী শূদ্রাধম ॥  
 রাজা হৈয়া তুমি মোরে কর নমস্কার ।  
 তোমার সাক্ষাতে আমি হই কোন ছার ॥  
 রাজা কহে তুমি হও মহাভাগ্যবান্ ।  
 অতএব আগে সবে করি প্রণাম ॥ ২  
 জগন্নাথ আসিয়াছিল তোমারে দেখিতে ।  
 স্বর্ণপাত্র আছে দেখ তোমার বাটীতে ॥  
 সাক্ষাতে পাইলে তুমি প্রভুব দর্শন ।  
 তোমা সম ভাগ্যবান্ আছে কোন জন ॥  
 এত কাল সেবা করি আমরা সকলে ।  
 সাক্ষাতে না দেখিলাম ভকতবৎসলে ॥  
 জগন্নাথ আসিয়াছিল তোমার বাটীতে ।  
 বিপ্র বলি জান তুমি নারিলে চিনিতে ॥  
 এত শুনি দৈত্যারি হটলা অচেতন ।  
 তুমি পড়ি গড়াগড়ি করয়ে রোমন ॥  
 এক বার প্রণাম করে যায় এক পদ ।  
 এই মতে চলি আইলা যত ছিল পথ ॥

প্রভুর সাক্ষাতে আসি করে দরশন ।  
 শ্বেদ কম্প পুনরাশ্রু হয় ঘনে ঘন ॥  
 দুই হস্তে জগন্নাথে করে প্রণিপাত ।  
 শীঘ্র আসি প্রভু তারে কৈলা আশ্বসাং ॥  
 দৈত্যারিচরিত্র এই স্মৃধা মকরন্দ ।  
 যার বক্তা শ্রীচৈতন্য শ্রোতা নিত্যানন্দ ॥  
 এই রূপে দুই প্রভু আছে নীলাচলে ।  
 জগন্নাথের গুণ গায় ভাসে প্রেমজলে ॥  
 সেই খানে পড়িছা প্রসাদ আনি দিল ।  
 সেই খানে মহাপ্রসাদ দুয়েতে থাইল ॥  
 নিত্যানন্দ চৈতন্যের গুণ যেন গায় ।  
 জন্মে জন্মে বিকাইব আমি তার পায় ॥  
 কস্তুরী মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ।  
 সজ্জেনে কহিল কিছু ভক্ততত্ত্বাখ্যান ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে শ্রীদৈত্যারিকৃত্তকার ভক্ত-  
 চরিত্রবর্ণনং নাম চতুর্দশপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ \* ॥



## অথ পঞ্চদশপ্রকরণং ।

১। অথ ত্রিনিত্যানন্দ বিবাহবর্ণনং ।

নিত্যানন্দপ্রভুং বন্দে কলিকল্পঘনাশনং ।

গৌরাদেশপ্রভাবেণ সংসারসুখমাচরৎ ॥ ২৭৯ ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্তচরণ ।

জয়াঈতচক্স জয় গৌরভক্তগণ ॥

জয় জয় প্রভু মোর কবিরাজ গোসাঞি ।

তোমা বিনে আমার সংসারে কেহ নাঞি ॥

তীর কৃপালেশ হৈতে বর্ণি যত ইতি ।

জন্মে জন্মে তেই মোর হয় প্রাণপতি ॥

অহে কবিরাজ গোসাঞি দয়া কর মোরে ।

নিত্যানন্দলীলা কিছু কহি অল্লাঙ্করে ॥

চৈতন্তের মনোবৃত্তি অদ্ভুত কখন ।

কখন কি করে কিছু না বায় বুঝন ॥

চৈতন্তের আজ্ঞা হৈল নিত্যানন্দ প্রাতি ।

আচর সংসারসুখ লোকে হউ খ্যাতি ॥

তুমি আমি যখন করিব অন্তর্ধান ।

এ সব জীবের তবে কৈছে হবে আণ ॥

---

ত্রীগৌরঙ্গের আদেশে যিনি বিবাহাদি সংসারসুখ আচরণ  
করিয়াছিলেন, সেই কলিকল্পঘনাশন ত্রিনিত্যানন্দ প্রভুকে বন্দনা  
করি ॥ ২৭৯ ॥

ক্রমে ক্রমে রহিবেক ভোমার নিজ শক্তি ।  
 সর্ব জীবে উদ্ধারিবে দিয়া প্রেমভক্তি ॥  
 সূর্য্যদাস পণ্ডিতের ছুই কথা হয় ।  
 সেই ছুয়ে শীঘ্র তুমি কর পরিণয় ॥  
 এত শুনি নিত্যানন্দ জীবৎ হাসিলা ।  
 অচল প্রভুর আজ্ঞা ঠেলিতে নারিলা ॥  
 নিত্যানন্দ-প্রিয়ভক্ত উদ্ধারণ দত্ত ।  
 বিরলে বসিয়া তায়ে কহিল সমস্ত ॥  
 শুনিয়া আনন্দ হইল দত্ত উদ্ধারণ ।  
 সে আনন্দ মোর চিত্তে না যায় বর্ণন ॥  
 নিত্যানন্দ পাদপদ্মে কোটি প্রণামিল ।  
 এত দিনে সব জীবের উদ্ধার হইল ॥  
 যুগে যুগে সব জীবের হইবে সংস্কার ।  
 নিত্যানন্দ শক্তি দ্বারে তটবে উদ্ধার ॥  
 এত বলি নিত্যানন্দ হৃদয়ে ভাবিল ।  
 নিত্যানন্দের গণ সব ডাকিয়া আনিল ॥  
 গৌরীদাস পণ্ডিত এহো প্রভুর প্রাণরূপ ।  
 প্রেম রসময় বগু প্রেমের স্বরূপ ॥  
 জগদীশ পণ্ডিত আর দাস গদাধর ।  
 বড়গাছির কৃষ্ণদাস ঠাকুর সুনন্দর ॥  
 বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ভকত প্রণাম ।  
 রামচন্দ্র কবিরাজ, কবিরাজ বলরাম ॥  
 পুরুষোত্তম দাস আর পরমেশ্বর দাস ।  
 জ্ঞানদাস ঠাকুর আর দ্বিজ হরিদাস ॥

শিশু কৃষ্ণদাস আর পণ্ডিত ধনঞ্জয় ।  
 শুনিয়া এসব কথা অনন্দ হৃদয় ॥  
 অনন্ত প্রভুর গণ কত লব নাম ।  
 এই সব আদি করি কৈল একু ঠাম ॥  
 সভাকারে নিবেদিল দত্ত উদ্ধারণ ।  
 প্রভুকে করিল আজ্ঞা শ্রীশচীনন্দন ॥  
 সূর্য্যদাস পণ্ডিতের হুই কথা হয় ।  
 তাহার সহিতে তুমি কর পরিণয় ॥  
 প্রভু কহে তোমার আজ্ঞা অবশ্য পালিব ।  
 কর্তব্য না হয় যদি তথাপি করিব ॥  
 আমারে লইয়া প্রভু সকল কহিল ।  
 শুনিয়া আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল ॥  
 অতএব ডাকাইল সব ভক্তগণে ।  
 বিচারিয়া দেখ যদি কিবা লয় মনে ॥  
 মতে বলে জয় জয় সত্যের আনন্দ ।  
 সংসার করিবে আমার প্রভু নিত্যানন্দ ॥  
 কপট সন্ন্যাস দৌহার কে বুঝিতে পারে ।  
 কত রূপে উদ্ধারিল সকল সংসারে ॥  
 ত্রাসিধর্ম্ম আচরিয়া পাষণ্ড দলিল ।  
 জগতের মধ্যে কেহ পাপী না রহিল ॥  
 ক্রমে ক্রমে যুগে যুগে করিল উদ্ধার ।  
 লীলায় পাতিল ছলা করিতে সংসার ॥  
 ঈশ্বরসন্তান শক্তি যদি না রহিত ।  
 এসব জীবের কৈছে নিত্যের হইত ॥

এত বলি সবে মিলি পরামর্শ করি ।  
 লোক পাঠাইয়া দিল পণ্ডিতের পুরী ॥  
 শুনি সূর্য্যদাস হৈলা আনন্দে বিভোল ।  
 বাহু পসারিয়া সেই লোকে দিল কোল ॥  
 আমার ভাগ্যের সীমা কে কহিতে পারে ।  
 এই দুই কত্যা আমি দিব যে প্রভুরে ॥  
 মোর বহু ভাগ্যে এই বসুধা জাহ্নবী ।  
 সার্থক লভিল জন্ম আসিয়া পৃথিবী ॥  
 ত্রীটৈতন্য ভ্রাতা যার তেহেঁ জগদগুরু ।  
 সেই নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমকল্পতরু ॥  
 এ দুই প্রেয়সী যার তেহেঁ প্রাণপতি ।  
 ব্রহ্মা শিব আদি করি যারে করে স্তুতি ॥  
 তারে কত্যা দিব আমি মহাভাগ্যবান্ ।  
 যাহা হৈতে হবে মোর ভবসিদ্ধ-জ্ঞান ॥  
 নিত্যানন্দে কত্যা দিব দৃঢ় যুক্তি কৈল ।  
 সকল ব্রাহ্মণগণে একত্র করিল ॥  
 যোড় হস্তে সূর্য্যদাস বলে বিপ্রগণে ।  
 নিত্যানন্দে কত্যা দিব দঢ়াইল মনে ॥  
 সবে বলে ইহা পরে আছে কোন কাজ ।  
 পরম দয়ালু তেহেঁ অবধৌত রাজ ॥  
 তারে কত্যা দিবে তুমি ইথে কি সংশয় ।  
 তার মণ্ড্যে এক বাক্য অতিগৃঢ় হয় ॥  
 নিত্যানন্দ করিয়াছে অবধৌত গ্রহণ ।  
 কার অন্ন কার জল করিল ভক্ষণ ॥

ইহা জানি তারে যদি কত্না সমর্পিব ।  
 অবশেষে সবাকারে ছাড়িতে হইবে ॥  
 গুনিয়া পণ্ডিত হইলা বিরস অন্তর ।  
 উদ্ধারণে ডাকি নিল সভার ভিতর ॥  
 গুন গুন উদ্ধারণ কহে বিপ্রগণে ।  
 তোমার প্রভু করিয়াছে অবদ্যোত গ্রহণে  
 কার অন্ন কার জল করিল ভক্ষণ ।  
 অবদ্যোতে কত্না দিতে কারু নয় মন ॥  
 দশ সহস্র মুদ্রা যদি কর অঙ্গীকার ।  
 তবে কত্না দিব আমি করিল নির্দ্বার ॥  
 এত গুনি উদ্ধারণ প্রভু পাশে আসি ।  
 যতেক বস্তান্ত সব কহে হাসি হাসি ॥  
 গুনিয়া হাসিলা প্রভু এ সব বচন ।  
 কোথা হৈতে এত টাকা দিবে উদ্ধারণ ॥  
 উদ্ধারণ লৈয়া প্রভু সভামধ্যে গেলা ।  
 সভামধ্যে উদ্ধারণ বলিতে লাগিলা ॥  
 যত টাকা লাগে আমি দিব সবাকারে ।  
 বিবাহ উদ্যোগ কর বলিল সবারে ॥  
 এত বলি সিদ্ধিঝুলী সভাতে ঝাড়িল ।  
 দশটা হাজার মুদ্রা তখন পড়িল ॥  
 দত্ত কহে ধন লহ যতেক ব্রাহ্মণ ।  
 দত্ত মানুষ্য নহে জানিল তখন ॥  
 পণ্ডিতেরে বলে সবে হৈয়া মনোহিত ।  
 করহ বিবাহকর্য্য যে হয় উচিত ॥

শাস্ত্র দেখি শুভ দিন করিল সবাই ।  
 প্রভুর বিবাহ হবে সৰ্ব লোকে গাই ॥  
 শুনিয়া আনন্দ হৈলা ছই চাঁদ রানী ।  
 প্রেমাবিষ্ট হৈয়া নাচে তাহার জননী ॥  
 মোর ভাগ্যে তোমা ছই জন্মিলা জঠরে ।  
 হইবে প্রভুর দাসী দিব দৌহাকারে ॥  
 আনন্দের সীমা নাই পণ্ডিতের ঘরে ।  
 গৃহে গৃহে জয়ধ্বনি অম্বিকা নগরে ॥  
 শুভদিন শুভক্ষণ বিচার করিল ।  
 নানাবিধ বাদ্য সর্ব বাজিতে লাগিল ॥  
 কঁাসর দগড় কাড়া মৃদঙ্গ বাঁজরী ।  
 শিঙ্গা সানি করতাল বরাদ্দ বাঁশরী ॥  
 বীণা বেণু শঙ্খ ঘণ্টা ফুকারে করনাল ।  
 ঢোলক হুন্দুভি বাজে শুনিতে রসাল ॥  
 কহিতে অনেক আছে সজ্জেকপে কহিল ।  
 দেবতা গর্জিয়া যেন বাদর আইল ॥  
 নানা আভরণ পরাইল ছই জনে ।  
 মদন মোহিত হইল করি নিরীক্ষণে ॥  
 তৈল হরিদ্রা প্রভু করিয়া মর্দনে ॥  
 দোঁথে লোকে চমৎকার সাঙ্গাৎ মদনে ॥  
 বিনাহ করিতে প্রভু বসিলা আসনে ।  
 বিধিমস্ত্র পড়ায় যত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে ॥  
 দৌছে দৌহা দেখিয়া হইলা চমৎকার ।  
 চৌদিকে মঙ্গলধ্বনি জয় জয়কার ॥

স্বর্গেতে হৃন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ ।  
 নাগলোক নরলোক আনন্দিত মন ॥  
 যেমত বিবাহরীতি বেদ বিধি ছিল ।  
 কহিতে অনেক আছে দিগ্ দেখাইল ॥  
 প্রাতঃকালে কুশভিলা কৈল সর্ব জনে ।  
 জয় জয় উলাউলি দেয় নারীগণে ॥  
 বর কছা লৈয়া পণ্ডিত ঘরে প্রবেশিল ।  
 নানা উপহার দিয়া ভোজন করাইল ॥  
 সজ্জপে কহিল প্রভুব বাসরবধন ।  
 রাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যে করে শ্রবণ ॥  
 কস্তুরী মঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ।  
 সজ্জপে কহিল কিছু বিবাহ আখ্যান ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রশ্র বিবাহোৎসৱঃ ।  
 সৰ্ববর্ণনং নাম পুঞ্চদশপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ \* ॥

## অথ ষোড়শপ্রকরণং ।

১। অথ পরকীয়াতত্ত্বনিরূপণং ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দং কৃপাময়ং ।

শ্রীলার্বৈতাদিভক্তানাং চরণেভ্যো নমোনমঃ ॥২৮০॥

একদিন বৃন্দাবনে কিশোরা কিশোরী ।

ছই জনে কথা কহে রসের চাতুরী ॥

কৃষ্ণ কহে প্রিয়া তুমি কর অবধান ।

বিনা দোষে তুমি মোরে কেনে কর মান ॥

আপনার সখীগণে যখনে মিলাও ।

নিজ সুখ হৈতে তাতে কোটি সুখ পাও ॥

অন্য কাস্তা সঙ্গে মোর হইলে মিলন ।

শতসুখ হইয়া মোরে করহ ভ্রমসন ॥

আমার সুখ হইলে তুমি মান নিজ সুখ ।

তবে কেনে মান করি মোরে দেহ দুঃখ ॥

রাধিকা বলেন মোর স্বভাবের দোষ ।

অন্য কাস্তা দেখি মোর বাড়য় বিরোধ ॥

যে দিন তোমারে আগি করি অভিমান ।

কত সুখ হয় মোর নাহি সমাধান ॥

---

শ্রীচৈতন্য প্রভু ও কৃপাময় নিত্যানন্দ প্রভুকে বন্দনা করি ;  
এবং শ্রীলার্বৈতাদি ভক্তগণের শ্রীচরণে বার বার নমস্কার  
করি ॥ ২৮০ ॥



মুরলীর ধ্বনি শুনি অলয়ে শরীর ।  
 দূতীকে দেখিলে হুঁই দ্বিগুণ অস্থির ॥  
 নীভ্রগতি দূতীগণে দেই পাঠাইয়া ।  
 রহিতে না পার তুমি আইসহ ধাইয়া ॥  
 চরণে পড়িয়া তুমি কর দণ্ডবত ।  
 দ্বিগুণ বাড়য়ে মান বলিব সে কত ॥  
 সম্মতি না পাঞা তুমি বাহ নিজ ঘরে ।  
 তখনি আমার প্রাণ কেমন বা করে ॥  
 সেই কালে না দেখিলে না রহে জীবন ।  
 কি মোর স্বভাবদোষ না বুঝি কারণ ॥  
 কৃষ্ণ কহে যদি হয় মোর অপরাধ ।  
 আর না করিহ মান মাগিহ প্রসাদ ॥  
 তোমার দর্শন বিনে রহিতে না পারি ।  
 আমারে জানিবে তুমি নিজ দাস করি ॥  
 এত বলি রাধিকারে কোলেতে করিল ।  
 বদনে চুষন করি আলিঙ্গন দিল ॥  
 এই সখী মধ্যে তোমার প্রিয় কেবা হয় ।  
 এ সকল বল মোরে করিয়া নিশ্চয় ॥  
 রাধিকা বলেন নাথ কর অবধান ।  
 ললিতা বিশাখা ছুই সবার প্রধান ॥  
 শ্রীবিশাখা সখী মোর হয় শিক্ষাগুরু ।  
 সব তত্ত্ব জানাইল প্রেমকল্লতরু ॥  
 ললিতা সহিতে মোর দেহ ভেদ মাত্র ।  
 শুনিলে তাহার নাম উল্লসিত গাত্র ॥

চম্পকলতিকা আদি যত সখীগণ ।  
 প্রাণের অধিক মোর জানিহ কারণ ॥  
 অনঙ্গমঞ্জরী আমার প্রাণের বহিনী ।  
 তাহার গুণের কথা কি কহিব আমি ॥  
 তোমার সহিতে মোর যখন মিলন ।  
 তখন সন্তোষ হয় মোর তনু মন ॥  
 তার মধ্যে আছে মোর ছয় মঞ্জরিকা ।  
 শ্রীরূপমঞ্জরী নাম সবার অধিকা ॥  
 তা সবার অমুগতা কস্তুরীমঞ্জরী ।  
 কি কহিব আমি তার গুণের মাধুরী ॥  
 সেই সব সখী মোর হয় প্রাণতুল্য ।  
 অনন্ত কহিতে নাহে যা সবার মূল্য ॥  
 এই সব সখী যনে তোমারে ভজয় ।  
 তাহা দেখি মোর হয় আনন্দ হৃদয় ॥  
 অত্ৰ কাস্তা লইয়া যদি করহ বিহার ।  
 নানাক্রমে পোড়ে মন হয়ে ছার খার ॥  
 তথাপিহ মান যদি করিতে না চাই ।  
 আপনে জন্ময়ে মান শুনহ মাধাই ॥  
 যদ্যপি মানিনী হই তবু তুয়া দাসী ।  
 মোর দোষ না লইবে তুমি গুণরাশি ॥  
 এত শুনি কৃষ্ণ বলে উল্লসিত হিয়া ।  
 আমি কি কহিব তোমায় তুমি প্রাণপ্রিয়া  
 তোমার নাম গুণে যেবা করয়ে বিশ্বাস ।  
 নিশ্চয় জানিহ তুমি আমি তার দাস ॥

মো বিষয়ে যেবা নাহি ভক্তি আর্ন্তি করে ।  
 তোমার চরণে মন রাখে নিরন্তরে ॥  
 নিশ্চয় জানিহ তুমি তার বশ হই ।  
 তোমার বিক্রয় হৈয়া তার কাছে রই ॥  
 এইরূপে রাধাকৃষ্ণ কথোপকথন ।  
 যার সীমা দিতে নারে সহস্রবদন ॥  
 হেন রাধানাম যেবা বলে বার বার ।  
 শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি হইবে তাহার ॥  
 ভজন পূজন যার কিছুই না থাকে ।  
 রাধা রাধা বলি যেবা তিন বার ডাকে ॥  
 অবশ্য তাহাকে কৃপা করে নন্দমুত ।  
 যাহার মহিমা বেদ শাস্ত্রে অদভুত ॥

তথাহি লঘুভাগবতায়তন্যতঃ পদ্মবচনং ।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তম্ভাঃ কুণ্ডলং প্রিয়ং তথা ।  
 সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ২৮১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ রাধার গুণ না পারে জানিতে ।  
 আমি কোন ছার হই কি পারি বর্ণিতে ॥  
 রাধামত্ৰ অপি কৃষ্ণ যেই দিকে চায় ।  
 সেই দিকে রাধারূপ দেখে অভিপ্রায় ॥

শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসী, শ্রীরাধাকুণ্ড ও সেটরূপ  
 প্রিয় । সমস্ত গোপীর মধ্যে সেই একমাত্র শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের  
 অত্যন্ত প্রীতিনিকেতন ॥ ২৮১ ॥

গৃহে রাধা বনে রাধা দেখে রাধাময় ।  
 ভজনে রাধা পূজনে রাধা রাধিকা হৃদয় ॥  
 শিরে রাধা নেত্রে রাধা রাধিকা ভোজনে ।  
 দিবা রাধা রাত্রি রাধা কার্য নাহি জানে ॥  
 সৌন্দর্য্যে সুনন্দরী রাধা মহিমাতে গুরু ।  
 কৃষ্ণ কহে রাধা মোর প্রেমকল্লতরু ॥  
 জিহ্বাতে রাধিকানাম জপি অমুক্ষণ ।  
 কর্ণেতে রাধিকা নাম করিয়ে শ্রবণ ॥  
 রাধা রসসুধানিধি সৌভাগ্যমঞ্জরী ।  
 রাধা ব্রজাঙ্গনারূপ হয় সর্ব্বোপরি ॥  
 কোটি জন্মাবধি মোর মন্ত্র যদি জপে ।  
 রাধামন্ত্র বিনে সিদ্ধি নহে কোনরূপে ॥  
 আপনে রাধিকানাম জপিতে জপিতে ।  
 স্বমাধুরী ভাঙ্গিল আমি পড়িল ভূমিতে ॥  
 রাধিকা আসিয়া কোলে করিলা তখন ।  
 বদনে বদন দিয়া করিলা চুষন ॥  
 কি হৈল কি হৈল বলি ডাকে সখীগণে ।  
 ললিতাদি সখীগণ আইলা তখনে ॥  
 কৃষ্ণকে বিবশ দেখি সবে চমৎকার ।  
 এমন হইল কেনে নন্দের কুমার ॥  
 মোর নাম গুণ কীর্ত্তি কহিতে কহিতে ।  
 মূৰ্ছিত হৈঞা প্রভু পড়িলা ভূমিতে ॥  
 কেহ কৃষ্ণ বলি তোলে কেহ ধূলা ঝাড়ে ।  
 আসিয়া বিশাখা সখী নানা মন্ত্র পড়ে ॥

কতক্ষণে চেতন পাইলা ব্রজরাজ ।  
 লজ্জিত হইয়া বৈসে গোপীর সমাজ ॥  
 কৃষ্ণ কহে তোমা সবে দেখি কি কারণে ।  
 চিত্রা কহে ভাল বাক্য শুনিলাম শ্রবণে ॥  
 তখনে ললিতা দেবী কি কাজ করিল ।  
 তাম্বূল করিয়া সজ্জ কৃষ্ণমুখে দিল ॥  
 কপূরাদি নানা দ্রব্য বিশাখা আনিয়া ।  
 কৃষ্ণমুখে দিয়া চাহে হাসিয়া হাসিয়া ॥  
 আসিয়া চম্পকলতা করয়ে বাতাস ।  
 চিত্রাদেবী আসিয়া পরাইল পীতবাস ॥  
 স্তম্ভির হইয়া দৌহে বসিলা আসনে ।  
 নৃত্য গীত লাগি আজ্ঞা দিলা সখীগণে ॥  
 ভূঙ্গবিদ্যা আসি তবে নানা বাদ্য করে ।  
 শুনিয়া আনন্দ হইলা দৌহার অন্তরে ॥  
 নানা রাগে ভূঙ্গবিদ্যা করয়ে গায়ন ।  
 আসি ইন্দুরেখা তথা করয়ে নর্ত্তন ॥  
 শশিরেখা আনিয়া দর্পণ দেখাইল ।  
 অনঙ্গমঞ্জরী আসি বেশ বনাইল ॥  
 করিল কুসুমশয্যা পালিকা সুন্দরী ।  
 তাহাতে স্তম্ভিলা দৌহে কিশোরী কিশোরী ।  
 বিমন্ডা করয়ে দৌহার চরণ সেবন ।  
 যার যে আছিল সেবা করিলা তখন ॥  
 রাধা কৃষ্ণ প্রণকীয়া সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ।  
 শুনিয়া গোসাঞির কথা বড় লাগে ভয় ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥  
 “যার রূপ গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্শ্বতী ।  
 যার পতিব্রতাদর্শ বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥  
 যার সদগুণ গুণের কৃষ্ণ না পায় পার ।  
 তার গুণ গণিবেক কোন জীব ছার ॥”  
 অভিমন্যু সহিতে রাধিকা পরিণয় ।  
 সেহ বাহুবৃদ্ধি হেতু জানিহ নিশ্চয় ॥  
 জন্মাইতে কৃষ্ণপ্রীতি আছে সদা মন ।  
 কুল বিক্ষতি নহে কৃষ্ণ প্রাণধন ॥  
 মুরলীর ধ্বনি বিনে নাহি শুনে কানে ।  
 অল্প কথা নাহি শুনে কৃষ্ণকথা বিনে ॥  
 যদ্যপি ঘোষের সনে আছয়ে মিলন ।  
 বোগমায়ার বলে ইহা জানিহ কারণ ॥  
 অতএব পতিব্রতা রাধিকার ধর্ম ।  
 কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে এই তার কর্ম ॥  
 তবে পরকীয়া ধর্ম রহিল কেমনে ।  
 কেবল পরকীয়া মাত্র ব্রজে গোপীগণে ।  
 “পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস ।  
 ব্রজ বিনে ইহার অল্পত্র নহে বাস ॥”  
 গোপীগুণ মধ্যে এই রাধা শিরোমণি ।  
 যার পরকীয়া ধর্ম সর্বশাস্ত্রে গণি ॥  
 অতএব পরকীয়া হয় গোপীগণ ।  
 যা সভার প্রেমে বশ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥  
 পতি ছাড়ি পরপতি করিলে ভজন ।  
 এই ত কহিল পরকীয়ার বাক্য ॥

কবিরাজ গোসাঞির পায়ে কোটি নমস্কার ।

তেই যে লিখিল তাহা নারি খণ্ডিবার ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে পুরকীয়াতত্ত্বনিরূপণং নাম  
ষোড়শ প্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ \* ॥

## অথ সপ্তদশ প্রকরণং ।

১। অথ আত্মস্থরাহিত্যকথনং ।

তথাহি ।

যাবমাস্তি স্থত্যাগঃ কৈতবস্ত চ বাধনং ।

তাবদ্ববেৎ কথং তেষাং কৃষ্ণস্ত ভজনাশ্রয়ঃ ॥২৮২॥

অকৈতব নহে করে ভকতি সাধন ।

কোন কালে কৃষ্ণ তারে না করে স্পর্শন ॥

কৈতবস্থভাবে ভুঞ্জে আপনার সুখ ।

পরস্থখে স্থখী নহে কৃষ্ণবহিস্থখ ॥

আমি কৃষ্ণদাস বলি জানয়ে অন্তরে ।

থাকুক প্রাপ্তির কাজ যম দণ্ডে তারে ॥

যতদিন আত্মস্থ ত্যাগ এবং কৈতবের বাধাজনক ব্যাপার  
না হয়, তত দিন সেই সকল লোকের শ্রীকৃষ্ণ-ভজনাশ্রয় কিরূপে  
হইতে পারে ? ॥ ২৮২ ॥

অকৈতব হইলে হয় অশ্লে ঐভু জ্ঞান  
তুমি ঐভু আমি ভূত কর পরিজ্ঞাণ ॥  
কৈতবের সম পাপ নাহিক নিশ্চয় ।  
সকল পাপের বীজ সৰ্ব্বশাস্ত্রে কর ॥

তথাহি ।

কৈতবস্ত মহৎ পাপং পাপানাং বীজমুচ্যতে ।

ব্যাধীনাং কারণং পিত্তং ক্রোধঃ কলহকারণং ॥২৮৩

ক্লেশ অবিভূত যাতে তাতে নাহি রতি ।  
নিজমুখ হেতু করে নিজদেহে প্রীতি ॥  
ক্লেশের স্বরূপে তার নাহি আলম্বন ।  
কামের তাৎপর্য প্রাণকীটের ধারণ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥

“যাতে বংশীধ্বনি শ্রুত,                      না দেখি সে চাঁদমুখ,  
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন ।

নিজ দেহে করে প্রীত,                      কেবল কামের রীত,  
প্রাণকীটের করয়ে ধারণ ॥”

“অকৈতব ক্লেশপ্রেম,                      যেন জাম্বুনদ হেম,  
সেই প্রেমা নূলোকে না হয় ।

যদি হয় তার যোগ,                      না হয় তার বির্যোগ,  
বির্যোগ হইলে কেহ না জীৱয় ॥” ইতি ॥

যেমন ব্যাধির কারণ দূষিত পিত্ত এবং কলহের (বিবাদের)  
কারণ ক্রোধ, সেইরূপ কৈতব একটী মহৎ পাপ এবং সকল  
পাপের বীজ বলিয়া কথিত ॥ ২৮৩ ॥



পুরুষ হইঞা যজ্ঞে প্রকৃতির ধর্ম ।  
তবে সে জানিয়ে তার ভজনের মর্ম ॥  
যত দূর অধিকার আছেয়ে তাহার ।  
তাহা দিঞা করিবেক পর উপকার ॥  
অতএব হয় তার সাধুর লক্ষণ ।  
আম্বুষণ রূপে করে সুখ আশ্বাদন ॥

তথাহি ।

উপকারঃ পরো ধর্মঃ পাপঞ্চ পরপীড়নং ॥ ২৮৪

আপনাকে সেব্য জ্ঞান না পারে সেবিতে ।  
মোর সম সেবা কেবা আছে পৃথিবীতে ॥  
এই পাপে হয় তার সর্ব ধর্ম নাশ ।  
কোন কার্য সিদ্ধ নহে লোকে উপহাস ॥  
কহিতে সকল জানি আছে অধিকার ।  
কহিলে কি জানি হয় লোক ব্যবহার ॥  
আপন অন্তরকথা করিয়া বাহির ।  
ছুটিলে আপন নহে কোদণ্ডের তীর ॥  
ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণ যায় খায় অন্ন জল ।  
থাইলে জন্ময়ে সুখ গায়ে হয় বল ॥  
এঁছে অস্ত্রের দুঃখ দেখি যেবা জন ।  
অন্ন জুল দিয়া তার করয়ে তোষণ ॥  
ভুঞ্জিতে সভার ইচ্ছা ভুঞ্জাইতে কঠিন ।  
বড় হৈতে ম্রবে চাহে হৈতে নারে হীন ॥

---

পরোপকারই পরম ধর্ম, এবং পরপীড়নই পরম পাপ ॥ ২৮৪ ॥

দীনহীন বিনে কৃষ্ণ কৃপা নাহি করে ।  
 গোসাঞির লিখন আছে ভাবহ অন্তরে ।  
 দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্ ।  
 কুলীন পণ্ডিত ধনির বড় অভিমান ॥  
 সহজেই পরবশ পরের আশ্রয় ।  
 তাহা বিনে যত দেখ সব মিথ্যা হয় ॥  
 সাধুসঙ্গ সাধুসেবা এই সে কারণ ।  
 (য) নিজ শ্রী ধন দিয়া করিব তোষণ ॥  
 ইহা যদি কায় মনে করিতে না পারে ।  
 বৃথা সেই জন যায় শিক্ষা করিবারে ॥  
 অন্তরে প্রকৃতিভাব বাহিরেতে পুংস ।  
 পুরুষার্থ আচরিলে প্রকৃতি হয় ধ্বংস ॥  
 দেহের স্বভাব যদি ছাড়িতে না পারে ।  
 আনুসঙ্গ স্বপ্নবৎ জানিবে তাহারে ॥  
 পূর্বাপর পরবশ পরের আশ্রয় ।  
 রতিভেদে প্রাপ্তিভেদ জানিহ নিশ্চয় ॥  
 পরসুখ সমর্থ্যতে ব্রজলোক পায় ।  
 পরস্পর সমঞ্জসা দ্বারফাতে যায় ॥  
 সাধারণী আত্মসুখে করয়ে ভজন ।  
 মথুরা তাহার প্রাপ্তি কুব্জার গণ ॥  
 কৃষ্ণের স্বরূপ ভক্ত জানিহ নিশ্চয় ।  
 ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণ সতত আছয় ॥  
 অতএব ভক্তসুখে কৃষ্ণসুখ হয় ।  
 ইহাতেই পরসুখ জানিহ নিশ্চয় ॥

---

(য) এখানে শ্রী শব্দে সম্পত্তি এবং ধন শব্দে অর্থ ।

না রহে সিংহের দুক্ষ মৃত্তিকাভাজনে ।  
 শ্রী ধন আদি সব করিব সমর্পণে ॥  
 কায়মনোবাক্যে নিষ্ঠা জানিবে ইহাতে ।  
 তবে সে কৃষ্ণের কৃপা জানিবে তাহাতে ॥  
 কন্তু রীমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ।  
 আত্মস্থর রাহিত্যের কহিল বিধান ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীসিদ্ধাস্ত-চন্দ্রোদয়ে আত্মস্থর-রাহিত্যকথনং নাম  
 সপ্তদশপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ \* ॥

## অথ অষ্টাদশপ্রকরণং ।

১। অথ শ্রীকৃষ্ণবন্দনমাত্মদৈত্বক ।

তথাহি ।

বন্দেহং করুণাসিদ্ধুং কৃষ্ণদাসং প্রভুং মম ।  
 যৎপাদপদ্ময়োদীপ্তা কার্য্যসিদ্ধির্ভবেদপি ॥ ২৮৫ ॥

শেষ প্রকরণ কহি শুন ভক্তগণ ।

কৃষ্ণদাস-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ ॥

---

বাহার পাদপদ্মের আশ্রয়ে আমার সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ ও প্রদীপ্ত  
 হইয়াছে, সেই মদীয় প্রভু, করুণাসিদ্ধ, শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ  
 গো স্বামিপাদকে বন্দনা করি ॥ ২৮৫ ॥

জন্মে জন্মে প্রভু মোর কবিরাজ গোসাঞি ।  
 তাহা বিনে ত্রিঙ্গগতে মোর কেহ নাঞি ॥  
 এ সকল কহি আমি তাহার কৃপাতে ।  
 তাহা বিনে আর কেহ নাহি নিস্তারিতে ॥  
 সব শ্রোতাগণে মোকে কর আশীর্বাদ ।  
 গোসাঞির চরণে যেন নহে অপরাধ ॥  
 নিত্যানন্দপাদপদ্ম পাব যাহা হৈতে ।  
 অবিচিত্র্য শক্তি গোসাঞির না পারি বর্ণিতে ॥  
 যার কৃপালেশে নিত্যানন্দতত্ত্ব জানি ।  
 সাবধানে বন্দি তার চরণ দুখানি ॥  
 জয় জয় কবিরাজ গোসাঞি দয়াময় ।  
 নিত্যানন্দ দেহ মোরে হইয়া সদয় ॥  
 নিত্যানন্দ প্রভুর তব তুমি সব জান ।  
 চৈতন্যচরিতামৃতে তাহার শ্রমাণ ॥  
 রাধাকৃষ্ণ পাব আগি নিত্যানন্দ হৈতে ।  
 তোমার লিখন আছে কে পারে খণ্ডিতে ॥  
 জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম ।  
 যাহা হৈতে পাইলু মুঞি বৃন্দাবন ধাম ॥  
 জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণাবিন্দ ।  
 যাহা হৈতে পাইলু মুঞি শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥  
 হৃদের চরণমাত্র ভরসা আমার ।  
 বৃন্দাবনে রাধাপ্রাপ্তি ব্রজেন্দ্রকুমার ॥  
 অহে ভক্তগণ ভজ কবিরাজ গোসাঞি ।  
 তাহা বিনে নিত্যানন্দ দিতে কেহ নাঞি ॥ '

নিত্যানন্দ বিনে প্রাপ্তি নহে বৃন্দাবন ।  
 তাহা হইতে পাব রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥  
 যেই নিত্যানন্দ সেই চৈতন্তগোসাঞি ।  
 ছুই প্রভু এক বস্তু কিছু ভেদ নাঞি ॥  
 কবিরাজ হইতে পাব শ্রীরূপচরণ ।  
 যাহা হইতে সর্বসিদ্ধি জানিহ কারণ ॥  
 জয় রূপ রঘুনাথ করুণার সিদ্ধ ।  
 জয় ভট্টয়ুগ সনাতন প্রাণবন্ধু ॥  
 জয় জয় প্রভু মোর স্বরূপ দামোদর ।  
 রাধাকৃষ্ণ লীলা গুঢ় যাহার অন্তর ॥  
 জয় জয় নিত্যানন্দ জয় শচীমুত ।  
 জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত মহিমা অদ্ভুত ॥  
 জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ।  
 আমার হৃদয়ে ধর সবার চরণ ॥  
 গ্রন্থের বাহ্যভায়ে আর না লিখিল ।  
 কহিতে অনেক হয় দিগ্‌ দেখাইল ॥  
 সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে যাহা নাহিক প্রকাশ  
 অজ্ঞানাদি অন্ধকার সব কৈল নাশ ।  
 কভু যদি কস্তুরীমঞ্জরী দয়া করে ।  
 এ সব সিদ্ধান্তরস তাহাতে সঞ্চারে ॥  
 জয় জয় কবিরাজ গোসাঞি কৃষ্ণদাস ।  
 দীনহীনে কৃপা করি রাখ নিজ পাশ ॥  
 কস্তুরীমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান ।  
 সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় এই কহিল আখ্যান ॥

শ্রীসিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ং পঠেৎ শৃণুয়াচ্চ যঃ ।

পরমপ্রেমসম্পন্নো গোবিন্দে লভতে রতিং ॥২৮৬॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি চরণামৃতর শ্রীমুকুন্দ-  
দাস গোস্বামি প্রণীত শ্রীসিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে শ্রীগুরুবন্দনাস্বদৈশ্বকখনং  
নাম অষ্টাদশপ্রকরণং সম্পূর্ণং ॥ \* ॥

শ্লোক সংখ্যা ।

প্রথম ৫ প্রকরণে ১৫ ও ৬ ইহিতে ১৮ প্রকরণে ২৮৬

মঃ ৩০১ ।

যে ব্যক্তি এই শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ং গ্রন্থের পাঠ বা শ্রবণ করেন,  
তিনি পরম প্রেমসম্পন্ন হইয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দের প্রতি অমুরাগ লাভ  
করিয়া থাকেন ॥ ২৮৬ ॥

॥ \* ॥ ইতি শ্রীশ্রীভগবৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দাসদাসানুদাস  
শ্রীরাগবিহারি সাত্ত্ব্যভীর্ণ বিলিখিত শ্রীসিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ের শ্লোকা-  
বলীর বঙ্গানুবাদাদি সম্পূর্ণ ॥ \* ॥

সগাপ্তচায়ং গ্রন্থঃ ।

## গ্রন্থের উপসংহার ।

ভগবানের কৃপায় সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের মুদ্রণ কার্য শেষ হইল । সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের আদর্শ পুস্তক প্রথমে দুই খানী প্রাপ্ত হইল । দুই খানীতেই কেবল ৬ষ্ঠ প্রকরণমাত্র লিখিত ছিল এবং তাহার শেষাংশ দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে ইহাই গ্রন্থের শেষ । একারণে ঐ অংশকে সম্পূর্ণ গ্রন্থ ভাবিয়া মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করা যায় । অপিচ উক্ত ৬ষ্ঠ প্রকরণেই অধিকাংশ উপাসনাসিদ্ধান্ত নিরূপিত থাকায় অনেক বৈষম্য কেবল ঐ একটা মাত্র প্রকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন । গ্রন্থ খানী যত ক্ষুদ্র মনে করিয়াছিলাম, বস্তুতঃ তাহা নহে ।

আমি গত ২রা ভাদ্র আজিমগঞ্জ রেলওয়ে ব্রাঞ্চ লাইনের বোখারা স্টেশনের অনতিদূরবর্তী মোড়গ্রামে শ্রীশ্রীজগন্নাথসেবক শ্রীযুত মনোহর দাস মহাস্থের নিকট গ্রন্থানুসন্ধান বশতঃ উপস্থিত হই, কথাপ্রসঙ্গে এই গ্রন্থের উল্লেখ হইলে তৎসম্মিহিত ভক্তিভাজন শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় নিকটস্থ তাঁতিবিরল গ্রাম হইতে অতি পুরাতন ১৮ প্রকরণযুক্ত সম্পূর্ণায়ব সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় আনা-ইয়া দেন “এখানী না পাইলে অসম্পূর্ণ গ্রন্থকে সম্পূর্ণ ভাবিয়া প্রকাশ করিতে হইত, এক্ষণে সে অভাব মোচন হইল” ইহা ভাদিয়া আমি যার পর নাই আনন্দ লাভ করি । এই সম্পূর্ণ গ্রন্থের প্রথম পাঁচ প্রকরণকে পৃথক/মুদ্রিত করিয়া গ্রন্থের পূর্বে দেওয়া হইল । একারণে উহার পৃষ্ঠাঙ্কের সহিত পরগ্রন্থের মিল থাকিল না, উহার

ক, খ, গ, এই হিসাবে পৃষ্ঠ অঙ্কিত হইল। যাহা হউক উক্ত মহাস্ত  
মহাশয়, সরলহৃদয় ঠাকুর মহাশয় এবং গ্রন্থ সংগ্রহের কষ্টভোগী  
তত্ত্বতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অখিলচন্দ্র সিংহকে আমি সর্বাস্তঃ-  
করণে ধন্যবাদ দিতেছি। ঐ তিন জনের আন্তরিক যত্নই গ্রন্থখানীর  
সম্পূর্ণবিষয়ের মূল।

আদর্শত্বয়ের মধ্যে ঐ সম্পূর্ণ খানী অতি প্রাচীন। দুঃখের  
বিষয় তিন খানী পুস্তকই একপ বর্ণাশুদ্ধিতে পরিপূর্ণ যে, পুস্তক-  
লেখকের বিন্দুমাত্রও ব্যাকরণানুযায়ী বর্ণজ্ঞান ছিল বলিয়া বোধ  
হয় না। ইহার উপর আবার সংস্কৃত শ্লোক গুলি একপ অসংলগ্ন  
ও অশুদ্ধভাবে লিখিত যে উদ্ধার করিতে আমাকে অপর্গ্যাপ্ত বুদ্ধি-  
চালনা ও কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে, এমন কি নিতান্ত অসাধ্য  
পক্ষে কয়েকটা শ্লোক বাদ দিতেও হইয়াছে। ভক্তিরসপিণাসু  
পাঠকবর্গের আগ্রহ থাকিলে যদি এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় তবে  
ঐ প্রথম পাঁচ প্রকরণের পৃষ্ঠাঙ্কবৈষম্যের পরিহার করা যাইবে।

এ গ্রন্থে যে সমস্ত সুসিদ্ধান্ত নিরূপিত আছে, তাহা অল্পত্র  
ছিন্নভ, চরিতামৃতে কোনটার আভাষ আছে কোনটা বা একেবারেই  
নাই, কিন্তু ইহাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত সিদ্ধান্তই বিবৃত আছে।  
ভরসা করি ব্রজোপাসক সাধক সৈষ্যবগণ ইহার পাঠে সমধিক  
প্রীতি লাভ করিবেন এবং এই বিলুপ্তপ্রায় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তরত্নের  
উদ্ধারের জন্ত আমাদের মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহো-  
দয়কে আশীর্বাদ করিবেন।

কাশিমবাজার রাজধানী,

১৩১২। ২৪শে পৌষ।

বিনীত—

শ্রীরাসবিহারি সাজ্জাতীর্থ

সম্পাদক।



## শুদ্ধিপত্র ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
এই গ্রন্থে	এই ষষ্ঠ প্রकरणে	১	১০
কংসদ্বিষঃ	কংসদ্বিষঃ	২৭	৬
নীলঃ শ্রামভরো	নীলী শ্রামাভবো	৩৭	৪
পরিপূর্ণ শ্রাম অর্থঃ	নীল বৃক্ষ ও শ্রাম-		
শ্রদ্ধার রসের বর্ণ নীল,	লতাজনিত এই দ্বিবিধ	৩৭	১৮/১৯
রাগ তাহারই ভাব			
বলিয়া			
তথাহি	তথাহি লঘুভাগবতায়ুতে ৬৩		৫
যদ্যপি	অদ্যাপি	৬৩	৬
লছিমী	লছিমী	১৪২	১৮
৩৩৪	২৩৪	১৪৪	৯
করো	করে	১৪৮	১৭
	সুদেবী	১৬০	১৭
যদা সঙ্গঃ	যদা সঙ্গী	১২২	১৬
জগদাকর্ষি	জগদাকর্ষী	১২২	১৭
যখন মিলিত	যখন রাধাসঙ্গে মিলিত	১২২	২২/২৩

# বিজ্ঞাপন ।

## সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয় ।

মূল্য ৫০ বার আনা ।

ডাকমাণ্ডল /০ এক আনা ।

পত্র লিখিলে ভি, পি, ডাকে পাঠান হয় । সেজন্ত /০ এক আনা খরচ পৃথক্ লাগিবে ।

নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিলে গ্রন্থ পাইবেন ।

( শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামি প্রণীত “নাটকচন্দ্রিকা” নামক অলঙ্কার গ্রন্থ যন্ত্রস্থ । সম্ভব প্রকাশ হইবে । ) অগ্রিম গ্রাহকগণ ১ টাকা দিয়া গ্রাহকশ্রেণী-ভুক্ত হইলে, যথাক্রমে অপর গ্রন্থ তাঁহাদের নামে পাঠান হইবে । ঐ ১ টাকা মূল্যমধ্যে বাদ দিয়া লইব এবং অগ্রিম গ্রাহকগণ যথাসম্ভব অল্প মূল্যে সমস্ত গ্রন্থ পাইবেন । সুস্পষ্ট নাম ধাম সহিত পত্র লিখিবেন ।

ঠিকানা :—শ্রীরাসবিহারি সাক্ষ্যতীর্থ

সম্পাদক ।

কাশিমাজার রাজধানী ।

পোঃ—কাশিমাজার ।

জেলা—মুর্শিদাবাদ ।